সংঘাত

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

শ্রীহট্ট লেখকশিল্পিসংঘ : : মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক :—'সাহিত্যনিকেতনে'র পক্ষে—শ্রীনেপালরঞ্জন ঘোষ
জিন্দাবাজার, শ্রীহট্ট।
(কলিকাতার ঠিকানা :—১২ ৩, নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

প্রাপ্তিস্থান :—ডি, এম, লাইব্রেরী কলিকাতা।
মডার্ণ বুক ডিপো, শ্রীহট্ট।
গ্রন্থকারের নিকট।
অন্যান্য পুস্তকালয়।

শ্রীহট্ট আনন্দ প্রেসে শ্রীসারদাচরণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

যাঁর স্নেহ, প্রীতি ও ভালবাসা আমার জীবনের

অমূল্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে,

আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ সেই কথাশিল্পী—

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের নামে

এই 'সংঘাত' উৎসর্গ করিলাম।

—লেখক।

লেখকের কথা

'সংঘাতে'র আত্মপ্রকাশের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। কল্‌কাতা আর সিলেট, সিলেট আর কল্‌কাতা তাকে ছুটাছুটি করতে হয়েছে। কিছুটা ছাপা হয়েছিল কল্‌কাতায়ই। সেই একই ভাগ্য। নির্ভুল হবার নয়! ছাপাবার সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেকটা বঞ্চিত হলেও আমরা মফঃস্বলের লোক, সে ভাগ্যকে মেনে নিতেই বাধ্য। তাই ছাপার ভুল স্বীকার করেই সংঘাত আত্মপ্রকাশ করল।

শ্রীহট্ট — শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী।

৯ই পৌষ, ১৩৫৪

নাটকের চরিত্রলিপি

স্বরূপ চৌধুরী	কাজলদিঘী গাঁয়ের জমিদার।
সত্যজিৎ	ঐ পুত্র
ডাঃ সুজিৎ রায়	কাজলদিঘীর অধিবাসী দেশসেবী।
বিমল রায়	ঐ ছোট ভাই।
কিশোরীপতি মজুমদার	কলিকাতার ব্যবসায়ী, ধনী ও নেতা
রামরঞ্জন মহাপাত্র	স্বরূপ চৌধুরীর অনুচর।
মহেশ্বর খাস্‌কিল	রতনপুরের ভূতপূর্ব কর্মচারী।
সমীরণ হালদার	কলাবিদ্।
পরাণ	মধুখালির অধিবাসী।
নরেন, রতন প্রভৃতি	সুজিতের সহকর্ম্মী যুবকগণ।
নবীন	সুজিতের বাড়ীর ভৃত্য।
মহামায়া	রতনপুরের জমিদার দেবব্রতের স্ত্রী।
অনীতা	সুজিতের স্ত্রী।
রমলা	অনীতার বান্ধবী।
অচলা	পতিগৃহে লাঞ্ছিতা নারী।

কাল—১৯৪১ সাল হইতে ১৯৪৪

স্থান—কাজল দিঘী, মধুখালি ও রতনপুর গ্রামাঞ্চল এবং কলিকাতা।

সংঘাত

——:০:——

প্রস্তাবনা দৃশ্য

[যবনিকা উত্তোলিত হইতেই দেখা গেল আঁধারে ভরা মঞ্চ] ।

বাদলা রাতের শেষ। ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস গাছ পালায়, ঘরের চালে, দেয়ালে ঝাপ্টা মারিয়া যায়।

প্রকৃতির এই দুর্যোগে, এই আঁধারে-ভরা পৃথিবীতে যেন কাহার স্বর গম্ভীর— শান্ত—সেই স্বর চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। আকাশে, বাতাসে, প্রতিগৃহে, প্রতিটী নরনারী হৃদয়ে যেন প্রতিধ্বনি। আঁধার আর আঁধার—আর আঁধারের বুক চিরে সেই ধ্বনি—

"তুমি জাগো, জেগে ওঠ বন্ধু! আঘাতে আঘাতে জাগে সৃষ্টির চেতনা। তাই আজ আমি আঘাত করি তোমার রুদ্ধ দ্বারে, তুমি জাগো। সুপ্তির মোহে, উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনায় সৃষ্টিকে তুমি ব্যর্থ করে দিয়োনা। তুমি যে হবে স্রষ্টা, সৃষ্টির আনন্দ যে তোমারও আনন্দ। জাগো, জাগো, জেগে ওঠ বন্ধু!"

অনন্ত আঁধারের মাঝেই সেই স্বর ডুবিয়া যাইতে লাগিল। শুধু কোন সুদূর প্রান্তে যেন উঠিতেছিল ক্ষীণ প্রতিধ্বনি--জাগো, জাগো। তারপরই আঁধার পাতলা হইয়া আসিল—দৃশ্য ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

সংঘাত

—:০:—

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

একখানি কক্ষ। সামান্যই আসবাব—মধ্যবিত্তের গৃহ। বাহিরে তখনো বৃষ্টি, দমকা হাওয়া, টিনের চালে তীক্ষ্ণ বৃষ্টির ঝাপটা। প্রকৃতি যেন কি এক করুণ বীভৎস সুরে গান গাহিতেছে। সেই গানেরই ফাঁকে ফাঁকে আর একটী ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল। কে যেন অতি নিকটেই কোথায় কাৎরাইতেছে—ক্ষীণ করুণ কাৎরানি। কক্ষের পিছন দিকের দরজা খুলিয়া প্রবেশ করিল সেই গৃহেরই মালিক ডাক্তার সুজিৎ। সে ঘুম ভাঙ্গিয়া এইমাত্র জাগিয়াছে।

সুজিৎ। কে? কে কাঁদে? কে কাঁদে ওখানে?

সেই কাৎরানি সে কান পাতিয়া শুনিল, তারপর কক্ষের বাহিরের দিকের জানালাটা খুলিয়া দিতেই মুক্ত জানালার পথে বৃষ্টির ঝাপটা আসিয়া লাগিল তার চোখে, মুখে, দেহে। সে আবার জানালা বন্ধ করিল।

সুজিৎ। কে কাঁদে? বিমল! বিমল!!

বিমলের সাড়া পাওয়া গেল—"কি দাদা?"

সুজিৎ। বিমল, এমন করে কাঁদে কে রে।

ব্যস্তভাবে বিমল প্রবেশ করিল। একহাতে দু'পাটি চটি, অন্যহাত দিয়া কাপড় গুঁজিতেছে। গায়ে গেঞ্জি উণ্টা করিয়া পরা।

বিমল। কাঁদবে আবার কে দাদা!

সুজিৎ। ওই শোন্।

বিমল। কই, না তো? আমি কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে খুব হাস্‌ছিলাম!

সুজিৎ। হাস্‌ছিলে?

বিমল। কি সে হাসি! দেখি, বৌদি আর তুমি তলোয়ার নিয়ে—

সুজিৎ। (কঠোর কণ্ঠে) বিমল!

বিমল। দাদা!

সুজিৎ। ওই শুনছিস্ না?

বিমল। মনের ভুলও হতে পারে দাদা! আমি যেমন দেখছিলাম তেমনি। হয়ত আষাঢ়স্য বর্ষণ দিবসে বিরহী যক্ষ—

সুজিৎ। তুই থাম্ বিমল! শোন্ দেখি ঐ......ঐ ....

আবার সেই তীব্র কাৎরানি। বিমল ও চমকিয়া উঠিল। বিমল উৎকর্ণ হইয়া শুনিল।

বিমল। তাইতো!

সুজিৎ। আমাদেরই বাড়ীর বাইরে, ওই দিকে। আমি দেখে আসি।

সুজিৎ বাহির হইয়া গেল।

বিমল। উঃ, কী ঝড় বৃষ্টি। নবীনদা—

নবীন প্রবেশ করিল।

নবীন। কেন, কি হয়েছে?

বিমল। হবে আবার কি? চা—শিগ্‌গির চা।

নবীন। চা?

বিমল। হ্যাঁ চা। দাদা এক্ষুনি আসবেন বৃষ্টিতে প্রাতঃস্নান করে, আমারও ঘুম ভাঙ্গল অকালে, সুতরাং চা নিতান্তই চাই! বুঝলে?

নবীন। দাদাবাবু এই বৃষ্টিতে—

বিমল। চুপ্। তুমিও কাঁদবে নাকি? বাইরে কান্না ভেতরেও কান্না—

সইবে না। তুমি বরং কেট্‌লীতে জল চড়িয়ে ততোক্ষণ তার কাৎরানিই শোন গে।

হতাশভাবে নবীন প্রস্থান করিল।

বিমল। আঃ—শেষ রাতের মধুর ঘুম, এই অশ্রান্ত বর্ষণ, আর-আর—

দরজার দিকে চাহিয়া সে বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। সুজিৎ একটি নারীদেহ বহন করিয়া লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

সুজিৎ। বিমল!

বিমল। এ কে দাদা?

সুজিৎ। এখনো জানি না।

বিমল। আমি ভাবছিলাম.........

সুজিৎ। তুমি যাও। মাথার নীচে দেবার জন্যে একটা কিছু নিয়ে এসো।

বিমল। যাচ্ছি দাদা!

বিমল ছুটিয়া গিয়া একটা বালিস লইয়া আসিল। সুজিৎ আগে মেয়েটিকে একখানা বেতের কোচে রাখিয়াছে—মেয়েটির মাথা তাহার কোলের উপর। পরে বালিসে তাহার মাথা রাখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। নবীন প্রবেশ করিল।

নবীন। এ কে দাদাবাবু?

সুজিৎ। চিনতে এখনো পারিনি।

বিমল। অপরিচিতা.........

নবীন। না জেনে শুনে একেবারে ঘরে নিয়ে এলে?

সুজিৎ। বিপন্ন বিপদ ছাড়া আর কোন পরিচয় পত্র নিয়ে আসেনা নবীনদা। কিন্তু এটা সত্যি, এও তোমারি মতো কোন একজনের মেয়ে, আমারি মতো......

নবীন। বুঝেছি দাদাবাবু. থাক্। কিন্তু—

সুজিৎ। হ্যাঁ, ওঁকে একটা বিছানায় শুইয়ে রাখতে হবে। বিমল, তোমার বৌদির একখানা শাড়ী আর একটা জামা তাঁর ঘর থেকে নিয়ে আস্‌তে পারো ? নবীনদা—এক কাপ চা

বিমল। দেখলে, চা, চা চাই। আমি যাচ্ছি।.. .....

বিমল ও নবীন চলিয়া গেল। সুজিৎ একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া সেই নারীর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। তাহার হাত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিল, তার পর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চোখের পাতায় হাত দিল। মেয়েটি অচলা। চোখ মেলিয়া চাহিল। রক্তবর্ণ দুইটী চক্ষু। হঠাৎ সুজিৎ সর্পদষ্টের মতো আহত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার বিবর্ণ মুখে অস্ফুট আর্তনাদ। অচলা ক্ষীণ কণ্ঠে আর্তনাদ করিয়া চোখ বুজিল। বিমল শাড়ী জামা ইত্যাদি লইয়া আসিল, নবীনের হাতে চা।

সুজিৎ। তোমরা এঁকে ওই ঘরে নিয়ে যাও। আমারই বিছানায় শুইয়ে দিও।

বিমল। আমরা নিয়ে যাব ?

সুজিৎ। ভয় পাবার কিছু নেই বিমল। আর তেমন কিছু হয়ওনি এঁর। চা-টা ওঁকে দাও নবীন দা। আমি একটা ঔষধের ব্যবস্থা করছি।

সুজিৎ বাহির হইয়া গেল। বিমল চায়ের বাটী হাতে লইয়া অচলার কাছে গেল।

বিমল। চা! শুনছেন, চা! নিন, চুমুক দিন। তুমি বলছিলে নবীনদা চা কেন। আরে—

অচলা চোখ মেলিয়া চাহিল। বিমল তাহার মুখের কাছে চায়ের বাটী ধরিল।

বিমল। আপনি যেই হোন, যা-ই-আপনার হয়ে থাক্, চা-টা খেয়ে দেখুন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এমনি করে—চাঙ্গা হয়ে উঠ্‌বেনই।

নবীন। আঃ থামো না তুমি ? কি যে বকে চলেছ ?

বিমল। তোমার আর কিছু হ'লনা নবীনদা, অপদার্থ-ই রয়ে গেলে।

ব্যাস্! আপনি একটুখানি দাঁড়াতে পারবেন? আমরা ধরব। ওঘরে যেতে হবে। কাপড় চোপড় বদলে বিছানায় একটু —কেমন?

অচলা তাহাদের দিকে চাহিল, যেন কাহাকে খুঁজিতেছিল। তার পর আস্তে আস্তে উঠিতে চেষ্টা করিল। বিমল ও নবীন তাহাকে ধরিয়া ভিতরের দিকে লইয়া চলিল। দরজার কাছে গিয়াই সহসা অচলা দরজার ভর করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অচলা। (ক্ষীণ অস্ফুটকণ্ঠে) এ বাড়ী—কার এ বাড়ী?

বিমল। কোন ভয় নেই; বাড়ীটা ভদ্রলোকের বাড়ী—আবার ডাক্তারেরও বটে।

অচলা। ডাক্তার?

অচলাকে লইয়া তাহারা ভিতরে চলিয়া গেল। সুজিৎ আসিয়া আগেই দূরে দাঁড়াইয়াছিল। বিমল ও নবীন তাহার কাছে আসিল।

বিমল। দাদা!

সুজিৎ। কি রে?

বিমল। তুমি একবার ভেতরে যাও দাদা।

সুজিৎ। কেন?

বিমল। ও বেজায় কাঁদছে, কান্না আর থামতে চাইছে না।

নবীন। একবার যাও না দাদাবাবু।

সুজিৎ। না।

বিমল। না?

সুজিৎ। না। কাঁদাই এখন ওর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

নবীন। কি যে বল দাদাবাবু। তুমি নিজে ঘাড়ে করে নিয়ে এলে—

বিমল। ডাক্তার তুমিও নও, আমিও নই নবীনদা।

সুজিৎ পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একটা ওষুধের শিশি বাহির করিল।

সুজিৎ। এরই একদাগ খাইয়ে দিও বিমল।

বিমল। আচ্ছা।

বিমল যাইতেছিল।

সুজিৎ। দেখ, ওষুধ খাইয়ে ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিও।

বিমল। বাইরে থেকে?

সুজিৎ। হ্যাঁ। ওঘরে আর কেউ যেয়োনা। ওকে একা থাকতে দাও। যদি কাঁদে কাঁদুক।

বিমল। তাই হবে। ডাক্তারের আদেশ, তা হাজার কান্নাও বদলাতে পারে না।

সেই ক্ষণেই একটি সঙ্গীত ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। বিমল ও নবীন চলিয়া গেল, সুজিৎ স্তব্ধভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া রহিল। গানের মাঝেই বিমল প্রবেশ করিল।

গান

কাঁদে, ওরে কাঁদে,
　　ঝরে বেদনার বারি,
অন্তর-মাঝে জাগে আকাশের
　　বিরহ বিধুরা নারী।

গানের মাঝেই বিমল প্রবেশ করিল।

সুজিৎ। (আত্ম-সমাহিত—দূরাগত কণ্ঠস্বরে) কে গায় এ গান?

বিমল। গাইবে আবার কে, পাশের বাড়িতে রেকর্ড বাজাচ্ছে।

সুজিৎ। ওঃ, রেকর্ড।

বিমল। শুধু কাঁদে আর কাঁদে। ভোর হয়ে গেল, এখনও আকাশ কাঁদছে। দিকে দিকে শুধু ক্রন্দন। চমৎকার!

বিমল চলিয়া গেল। গান চলিতে লাগিল।

এ কাঁদা মিশাবে শেষে
কোন সাগরের বুকে,
কোন বেদনার দেশে
কাহার মরম-লোকে—
সে কাঁদে শুধু কাঁদে ?
সেকি বিশ্বের নারী, করুণার বারি
নয়নে ধরে না তারি ?

সুজিৎ। (আপন মনে) কাঁদে, শুধু কাঁদে।

দৃশ্যান্তর

দেখা গেল ঘরের রেলিং দেওয়া বারান্দায় এক কাপ চা হাতে দাঁড়াইয়া আছে বিমল।

বিমল। না, না, না। কান্না নয়—চা। নবীনদা প্রশ্ন করে চা? হা মূর্খ! এখনো তাকে চিনতে পারলে না! আতিথ্যে, বন্ধু-আপ্যায়নে, প্রভুমনোরঞ্জনে, শ্রমে-অবসাদে, রোগে শোকে, নাটকে-নভেলে, ছায়াছবিতে একমাত্র সর্ব্বব্যাপিকা, লোকমনোমুগ্ধকারিনী, সর্ব্বরোগহরা এই চা। তুমি যদি কবি, সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, অলসবিলাসী হতে, সকর্ম বা অকর্ম কর্মী হতে, তবে—

তারকার ইঙ্গিত—তারকা, তারকা মানে, আমার বৌদির মত সুন্দরী—ওঃ।

তাহার বৌদি অনীতা আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল। বিমলের ওদিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার হাত হইতে পেয়ালাটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

অনীতা। আঃ—হা!

বিমল। বৌদি? সত্যি বৌদিই যে! দাদা—বৌদি এসেছেন—বৌদি।

সে দ্রুত চলিয়া যাইতেছিল।

অনীতা। দাঁড়াও ঠাকুরপো!

অগত্যা বিমল ফিরিল।

অনীতা। হাতের কাপটা এমন করে পড়ে গেল যে? আমায় দেখে ভয় পেলে?

বিমল। ভয়? হাসালে বৌদি।

অনীতা। ভয় নয়, তবে আনন্দের উচ্ছ্বাস?

বিমল। তাও নয়, গভীর কৌতুক। কাল রাতে অনেকক্ষণ তোমাকে দেখেই হেসেছি কি না? বাব্বা! কি সে হাসি!

অনীতা। আমিতো এখানে ছিলাম না, আমাকে কাল কোথায় দেখলে?

বিমল। রঙ্গমঞ্চে।

অনীতা। রঙ্গমঞ্চে? সে জন্যেই বুঝি বলা হচ্ছিল তারকা মানে—

বিমল। বৌদি!

অনীতা। তারকা মানে বৌদি?

বিমল। না, না, বৌদি! রঙ্গমঞ্চ মানে যুদ্ধক্ষেত্র। আমি দেখছিলাম যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে অগণিত মৃতদেহ, দুইপক্ষের সবাই মরে গেছে।

অনীতা। কেউ বেঁচে নেই ?

বিমল। শুধু তুমি আর দাদা ছাড়া।

অনীতা। আমি আর তোমার দাদা রণক্ষেত্রে ?

বিমল। নিশ্চয়ই। তাই তো আমি দেখ্‌ছিলাম। তোমরা দুজনে তলোয়ার নিয়ে একে অন্যকে আঘাত করতে যাচ্ছ—হাসির কথা নয় বৌদি ?

অনীতা। যদি আমাদের কারো মৃত্যু হত ?

বিমল। তথাপি হাসতাম। যাত্রাভিনয়ে মৃত্যু দেখে অতি শৈশবে শিউরে উঠতাম, তারপর দেখে হাসতাম মৃতদেহগুলি যখন উঠে হুঁকো টানতো। তাই আজো হাসতাম, যদিনা প্রভাত হতে না হতেই চারদিক থেকে উঠতো কান্না। সে-হাসি থামতো না।

অনীতা। তুমি যে আজ রহস্যময় হয়ে উঠেছ ঠাকুরপো !

বিমল। চারদিকে রহস্য। গভীর ক্রন্দন-রহস্য বৌদি ! দাদা কাঁদে, এ কাঁদে, ও কাঁদে, তুমিও হয়তো কাঁদতে থাকবে। হাসি শুধু আমিই।

অনীতা। কিন্তু তোমার জন্যেও একটা কান্নাকে এবার দেখে এলাম।

বিমল। উঃ, দাদার সেকি ভ্রুকুটি ! হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার, চোখে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ, মুখে হুঙ্কার—

সুজিৎ প্রবেশ করিল।

সুজিৎ। (গম্ভীর কণ্ঠে) বিমল !

বিমল চম্‌কাইয়া উঠিল।

বিমল দাদা, বৌদি এসেছেন।

অনীতা মৃদু হাসিয়া সুজিতের দিকে চাহিল।

সুজিৎ। কখন এলে ?

অনীতা। এই মাত্র। যাই ঠাকুর পো, কাপড়-চোপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে আসিগে। তোমার হাসি-কান্নার কাহিনী পরে শুনব।

অনীতা আর একবার সুজিতের দিকে চাহিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সুজিৎ। তোমার হাসি-কান্নার কি কাহিনী আবার রচিত হল বিমল ?

বিমল। আমার আবার কাহিনী! কিছুটা স্বপ্ন, কিছুটা বাস্তব।

সুজিৎ। স্বপ্ন তুমি আর কতোকাল দেখবে ?

বিমল। যতদিন জীবিত থাকব, হয়তো ততোদিনই। সকলেই স্বপ্ন দেখে দাদা। কবি দেখে, সাহিত্যিক দেখে, ধনিক দেখে, শ্রমিক দেখে, রাজভক্ত, রাজদ্রোহী দেখে, তোমরাও দেখ।

সুজিৎ। তাই তুমিও দেখ ?

বিমল। বৌদিরাও দেখেন। ওঁরা দেখেন, একদিন শুধু গোঁফ দাড়িটা ছাড়া স্ত্রী পুরুষের সমস্ত ভেদাভেদ লুপ্ত হয়ে যাবে, আর জ্যাঠা মশাইরা স্বপ্ন দেখেন, আবার দিকে দিকে সামগান উঠবে, জটাজুট-ধারী সন্ন্যাসীরা অরণ্যে বসে তালপত্রে স্মৃতির ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করে যাবেন, তাঁরা মনুর বিধানের দোহাই দিয়ে দেশে শাসন ও শোষণ চালাবেন—আর আমরা—

সুজিৎ। এবার থাম বিমল।

বিমল। বৌদিরা চান স্ত্রীপুরুষ সবাই হবেন নর, আর জ্যাঠামশাইরা চান—

সুজিৎ। কি ?

বিমল। তাঁরা চান সবাই একেবারে গোড়াতে ফিরে যাবেন—বা—নর

দৃশ্যান্তর।

সুজিতের বাড়ীর কক্ষ, প্রথমে যে দৃশ্য দেখা গিয়াছিল। স্বরূপ চৌধুরী (জ্যাঠামশাই) ও রামরঞ্জন মহাপাত্র দণ্ডায়মান।

মহাপাত্র। আমি দৃঢ়কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করছি।

স্বরূপ। থাম মহাপাত্র! শাস্ত্র পুরাণ তুমি মানন। ? বানর সৈন্যেরা

লঙ্কায় গিয়ে লাখে লাখে ঝাঁপিয়ে পড়েনি ? তবু শুধু ক্রীট ! কিন্তু সুজিৎ কোথায়, সুজিৎ ?

সুজিৎ ও বিমল প্রবেশ করিল। বিমল ও সুজিৎ পায়ের ধুলা লইয়া চৌধুরী মশায়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম করিল। তিনি ভ্রুকুঞ্চিত করিলেন। বিমল রামরঞ্জনের দিকে একবার চাহিয়া একদৌড়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুজিৎ। বসুন জ্যাঠামশাই।

স্বরূপ। হুঁ। তারপর, কেমন আছ সুজিৎ ?

দুজনে বসিলেন।

সুজিৎ। ভালই জ্যাঠামশায়। তা আপনি এই বাদ্‌লা দিনে নিজে—

স্বরূপ। এই তো চিরন্তন প্রথা হে, নিজেদেরেই আসতে হয়। জানতো মেয়েটার বিয়ে দেব ঠিক করেছি।

সুজিৎ। জানি। তা' বলে আপনি নিজে—

স্বরূপ। এখানেই তো তোমরা ভুল কর সুজিৎ। আমার কাছে আজ সবাই শ্রদ্ধেয়, আমি তাদের সেবক। ছোটবড় নেই—সবার দ্বারে আমায় যেতে হবে। আমি সমাজের মানুষ, আমার শক্তি সমাজের শক্তিতে—আমার দায়িত্ব সমাজের দায়িত্ব।

সুজিৎ। সমাজকে আধুনিক জগতও স্বীকার করছে জ্যাঠামশায়। তার···

স্বরূপ। তারা ব্যঙ্গ করছে। তোমরা আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ভুলে গেছ, তাই এ দুর্দ্দশা। বলতে পারো তোমাদের মনে শান্তি আছে ? আজ একবার প্রাচীনকে ফিরিয়ে আনো। কি বল মহাপাত্র ?

মহাপাত্র। আমি সায় দিতে পারছি না। আমি ভাবছি যুদ্ধের কথা। এযে এক অভিনব যুদ্ধ। আকাশ থেকে কামান বন্দুক নিয়ে, ক্রীট দ্বীপটা উঃ, কেমন করে নিলে জান !

স্বরূপ। আঃ মহাপাত্র। বুঝলে সুজিৎ—

সুজিৎ। আপনার কথা সবই বুঝেছি জ্যাঠামশাই। প্রাচীন সমাজের আদর্শ কি ছিল, তাও জানি। কিন্তু প্রাচীন তো ফিরে আর আসে না।

স্বরূপ। আসে না ?

সুজিৎ। তাইতো মনে হয়। এই বিংশশতাব্দীর কুরুক্ষেত্র আর হস্তিনাপুরের রাজবংশের স্বার্থসংঘর্ষ এক নয়, এ দ্বন্দ্ব সমগ্র বিশ্বের মানবসমাজের।

স্বরূপ। জড়বাদী মন নিয়ে আমাদের প্রাচীনত্বকে বুঝতে যেয়ো না। কুরুক্ষেত্র—

মহাপাত্র। সত্যিই তো, কুরুক্ষেত্র আর এই ক্রীট ? ধরুণ ক্রীটে এসে পড়তে লাগল হাজারে হাজারে সৈন্য, শূন্য থেকে লাফিয়ে।

স্বরূপ। (উপহাসের কণ্ঠে) প্রাচীন কালে হনুমানও এমনি শূন্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে লঙ্কায় লাফিয়ে পড়েন নি ?

মহাপাত্র। তার মেশিন গানও ছিল না, ট্যাঙ্কও ছিলনা।

সুজিৎ। এসবের প্রয়োজন ছিল না মহাপাত্র! তার ল্যাজে আগুন ছিল।

সহসা বিমল আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিমল। এক দিন মহাপাত্রমশাই আমিও—

স্বরূপ। তুমি ও কি ?

বিমল। দেখ্‌লাম যেন উড়ে যাচ্ছি আকাশে। বগলে চারটে আগুণে বোমা। একটা ফেললাম ক্রেমলীনে ষ্ট্যালিনের গোঁফে, একটা হিটলারের টাকে, আর একটা মুসোলিনির টুপিতে। চার্চিল কিন্তু, তাকে লক্ষ্য করে যেটা ছুঁড়েছিলাম, সেটা থেকে সিগারে আগুন ধরিয়ে জগতকে ধূমান্বিত করে ভ্রূকুটি-কুটীল-কুঞ্চিত মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আটলান্টিক আর প্যাসিফিক পাড়ি দিতে এখনো পারিনি—তাহলেই ব্যাস্, সবাই নিশ্চিন্দি। একসঙ্গে

সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ— এক আঘাতে খৃষ্ট ও বুদ্ধ—সব সাবাড়।

সুজিৎ। বিমল!

দাদার দিকে চাহিয়া বিমল ত্বরিতপদে চলিয়া গেল।

স্বরূপ। মাথায় ছিট্ আছে দেখছি। কিন্তু রোগ সারাও সুজিৎ।

মহাপাত্র। কিন্তু যুদ্ধের কথাটা আজ কে না ভাবছে? ক্রীটের কথাটাই ধরুন. ওইতো ক্রীট আর এপাশে গ্রীস। এখানেই ছিল—

স্বরূপ। ক্রীট! তুমি থাক মহাপাত্র। তাহলে আসি সুজিৎ। আর মনে রেখো—আসছে সোমবার।

মহাপাত্র। যুদ্ধের সমস্যাটা আমাদেরও জীবন মরণ সমস্যা। যুদ্ধটাকে আমরা কি উপেক্ষা করতে পারি? কি বল ডাক্তার?

সুজিৎ। আর একদিন নাহয় বুঝবো। কি বলেন?

অকস্মাৎ ভিতর হইতে অবলার ক্রন্দনরব ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ভিতর হইতে দরজায় যেন কে করাঘাত করিতেছে। সুজিৎ বিপর্যস্ত হইয়া দাঁড়াইল।

স্বরূপ। কে কাঁদছে না? কে কাঁদে সুজিৎ?

সুজিৎ। ও কিছু নয় জ্যাঠামশাই।

স্বরূপ। কিছু নয়?

মহাপাত্র। কে যেন দরজায় আঘাত করছে।

স্বরূপ। সুজিৎ!

সুজিৎ। জ্যাঠামশাই, আপনারা যান।

স্বরূপ। ওখানে কা'কে বন্ধ করে রেখেছ?

সুজিৎ। না, কা'কেও জোর করে আট্‌কে রাখা হয়নি·

স্বরূপ। তবে…?

মহাপাত্র। তবে কাঁদে কে?

সুজিৎ। যার কান্না আসে, কাঁদবার যার প্রয়োজন সেই কাঁদে।

স্বরূপ। আমি দেখব কে কাঁদে।

সুজিৎ। না।

স্বরূপ। না দেখলে আমাদের কর্তব্যে হানি হবে।

সুজিৎ। (কঠোর দৃঢ়কণ্ঠে) না, জ্যাঠামশাই না।

স্বরূপ। ওঃ ভুলে গেছিলাম। বউমাকে বন্ধ করে রেখেছ? তা শাসন করবে বৈ কি? দেখে খুসী হলাম, আশ্বস্ত হলাম।

সুজিৎ। কি আপনি দেখলেন জ্যাঠামশাই?

স্বরূপ। দেখলাম, যা' হওয়া উচিত তাই হচ্ছে। মনুই বলেছেন, "অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ কার্য্যাঃ পুরুষৈঃ স্বৈর্দিবানিশম্।" দিনে কিংবা রাত্রিতে কোন কালেই স্ত্রীলোককে স্বাধীনভাবে অবস্থান করতে দিবে না। আমি আশ্বস্ত হলাম সুজিৎ। স্ত্রীলোক কখনো স্বাধীনতার যোগ্য নয়, যৌবনে তাকে এমনি শাসনে রাখাই ভর্ত্তার কর্ত্তব্য। চল মহাপাত্র!

তিনি কুটিল হাসি হাসিয়া রামরঞ্জন সহ চলিয়া গেলেন।

সুজিৎ। শাসন? এরকম শাসন আমি জানি না করতে চাইও না।

চলিতে চলিতে।

তবে আমিও কঠোর হতে জানি। কর্তব্যে ভুল আমার হয় না।

দৃশ্যান্তর :—

রেলিং দেওয়া ঘরের বারান্দা। একটি সিঁড়ি দেখা যায়, রেলিং-এর পাশ ঘেঁসিয়া কিছু ফুলের গাছ, লতাগুল্ম ঝড়ে বিপর্য্যস্ত। বারান্দা দিয়া সুজিৎ একাকী আসিতেছিল। সে পাশের কক্ষের বন্ধ দরজায়

সম্মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তারপর দরজার শেকল খুলিয়া দিল। বাহির হইয়া আসিল অচলা। এখন স্পষ্ট দেখা গেল তন্বী, শ্যামলী—দু'চোখে তার অশ্রুর প্লাবন। অচলা টলিতেছিল।

অচলা। সুজিৎদা! আমার ভুল হয়নি, তুমি সত্যি সুজিৎ দা?

সুজিৎ। উঠে এলে কেন, তোমার পা টলছে।

অচলা। সুজিৎ দা।

সুজিৎ। কি?

অচলা। তুমি আমাকে ঘরের ভেতর বন্দী করে রাখলে?

সুজিৎ। তারপর?

অচলা। আমি যে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম। আশ্রয়ের জন্য নয়, বন্দী হতেও নয়। এসে ছিলাম পথ জেনে নেব বলে।

সুজিৎ। কিছুই তো আমি এখনো জানিনি অচলা, কেন তুমি এলে, কি তুমি চাও? তুমি শান্ত হও, সুস্থ হও, চোখের জলে তোমার মনের বিপর্য্যয় দূর হোক, তারপর শুনব তোমার কথা।

অচলা। তুমি ডাক্তার, তুমি মনস্তাত্ত্বিক। চোখের জলে মনের বিপর্য্যয় ধুয়ে মুছে যায় কিনা তা' তুমিই জানো। আমি অনেক চোখের জলই ফেলেছি সুজিৎ দা।

সুজিৎ। তুমি শান্ত হও; সুস্থ হও।

অচলা। শান্ত হব? কিন্তু তুমি — তুমি আমাকে —

সুজিৎ। আর কথা নয় অচলা।

অচলা। আমি তোমার কেউ নই?

সুজিৎ। তুমি আমার অনেকখানিই ছিলে, হয়তো আজও আছ, হয়তো আর নেই। এ জিজ্ঞাসার উত্তর এখনো খুঁজে পাচ্ছিনে। বলছি তো তুমি আগে সুস্থ হও, নিজের বর্ত্তমানটাকে ভাল করে সুস্থ মনে অনুভব কর।

অচলা। সুজিৎদা!

> অচলা কাঁদিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—সে আরও টলিতেছিল। সুজিৎ তাহাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে লাগিল। তখন অনীতা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বারান্দায় একটু দূরে দাঁড়াইয়াছে।

সুজিৎ। যাও, ভেতরে যাও অচলা।

> অচলা ভিতরে অদৃশ্য হইল। সুজিৎ বাহিরে আসিয়া দ্বারপ্রান্তে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অনীতা। আমি!

সুজিৎ। জানি, দেখ্‌ছি।

অনীতা। কিন্তু বিস্মিত হওনি।

সুজিৎ। নিশ্চয়ই নয়।

অনীতা। মেয়েটী কে, ওই অচলা?

সুজিৎ। পরে জানবে।

অনীতা। এখনি আমি জানতে চাই। ওর কাছে আমাকে যেতে দাও।

সুজিৎ। না।

অনীতা। কেন, বাধা কিসের?

সুজিৎ। এখন প্রয়োজন নেই, অথচ ওর একা থাকার প্রয়োজন আছে।

অনীতা। প্রয়োজন আমারও আছে, আমি যাব ওর কাছে।

সুজিৎ। তুমি উত্তেজিত না হ'লে বাধা দিতাম না অনীতা। তোমার ধীরতা, তোমার নারীসুলভ কোমলতায় আমি বিশ্বাসহীন।

অনীতা। তাই এই অবিশ্বাসের মাঝে আমারও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কিন্তু আমি যাব।

সুজিৎ। যেতে আমি দেবনা।

> সুজিৎ ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। ভিতরে অচলা তখন ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে।

সুজিৎ। চল, আমরা এখান থেকে যাই অনীতা।

অনীতা। না। তুমি কি আমাকে জোর করে বাধা দেবে ?

সুজিৎ। তা' আমার সংস্কৃতি-বিরোধী। কিন্তু নিষেধ করে বাধা দেব, জোর করে নয়। তবে এও আমি জানি, আমার সব নিষেধই তুমি অমান্য করতে পারনা।

অনীতা। ওঃ, নারী বলে পুরুষের এ দাম্ভিকতা ?

সুজিৎ। দাম্ভিকতা নয়, এ আমার কর্তব্যবোধ। পুরুষ হলেও তাকে বাধা দিতাম।

সুজিৎ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল। অনীতাও কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

অনীতা। মেয়েটী তোমার কিছু হয় ?

সুজিৎ। এ তিনটী দিন সহরে কাটিয়ে এলে, সেখানে কি ঐশ্বর্য আহরণ করে এলে নাই বা বললে, কিন্তু তোমাদের নারী সম্মেলনে কি কি প্রস্তাব পাশ করলে ?

অনীতা। তুমিও তো সেই চিরকেলে পুরুষই, সেই স্বামী, প্রভু! তোমার নিজের কল্পনা নিয়েই তুমি থাকো। কিন্তু আমার কথার উত্তর দাও।

সুজিৎ। শুধু বক্তৃতামঞ্চেই নয়, অন্তঃপুরেও স্বামীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার প্রস্তাব হল এবার ?

অনীতা। তোমার সঙ্গে সংগ্রাম, সেতো নতুন নয়।

সুজিৎ। অস্বাভাবিকও নয়। হিটলারের সঙ্গে ষ্টালিনের সাময়িক নন-এ্যাগ্রেসান প্যাক্ট হতে পারে, কিন্তু তা'দিয়ে মতবাদের সংঘর্ষ চিরকালের জন্য বন্ধ হয় না, যদি-না একজন তার মতবাদ বিসর্জন দেয়।

অনীতা। কিন্তু আমার কথার উত্তর কি দেবেনা ?

সুজিৎ। কি তুমি জানতে চাও ?

অনীতা। ওই অচলা, সে তোমার কিছু হয় ?

সুজিৎ। সে আমার পরম আত্মীয়া। তোমার চেয়ে বড় না হোক, কিন্তু খুব ছোট করেও তাকে ভাবতে পারি না।

অনীতা। (বিবর্ণ মুখে) তাকে তুমি—

সুজিৎ। হ্যাঁ, যা' জানতে চাও। অচলাও জানতে চেয়েছিল, তখন বলতে পারিনি। তাকে আমি ভালবাসতাম। আর কিছু ?

অনীতা। আমাকে এতদিন জানালে না কেন ?

সুজিৎ। তোমাদের সম্মেলন কি এই সিদ্ধান্তই করলেন, কা'কেও ভালবাসতে হলে স্বামীকে স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে ? এখানে ব্যক্তি-স্বাধীনতা গ্রাহ্য নয় ?

অনীতা। তোমার নৈষ্ঠিক সমাজশাস্ত্র, ঐতিহ্য পরস্ত্রীকে ভালবাসায় নিষেধ করে না ?

সুজিৎ। তখন তো সে পরস্ত্রী ছিল না। আর স্ত্রী স্বামীর দাম্পত্য ভালবাসার একমাত্র অধিকারিণী হতে পারেন কিন্তু মানুষের প্রেম, ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা একনিষ্ঠ হওয়ার মত সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা—প্রকৃতির ব্যভিচার কারো শাস্ত্র, ঐতিহ্য স্বীকার করতে প্রস্তুত না হলেই আধুনিকা তুমি তাকে রসাতলে পাঠাতে পার না অনীতা।

অনীতা। নির্লজ্জ ভণ্ডামি।

সুজিৎ। নিশ্চয়ই সম্মেলন তোমাদের উচ্ছৃঙ্খল সাম্য ও স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করেনি। তুমি পরাজিত হয়ে এসেছ, তাই এ উত্তেজনা।

অনীতা। আর আত্মপ্রতারণা করো না। তোমাদের ভাষায় আমি উচ্ছৃঙ্খলতা করি, প্রচলিত সমাজধর্মকে অস্বীকার করি—আমার শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি নারী হলেও স্বাধীন সত্তা বিসর্জন দিতে শেখায়নি আর দেহের লোভে ব্যভিচারী হতেও বলেনি, বলবে না।

সুজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুজিৎ। বিমল, বিমল।

বিমল সাড়া দিল 'যাই দাদা'। সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে লাগিল

অনীতা। আজই আমাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে যাক।

সুজিৎ। আমি এখনই বেরুব বিমল—রোগী দেখতে যাব, ফিরতে হয়তো দেরী হবে।

বিমল। না খেয়েই বেরুবে?

সুজিৎ। না খেয়েই। ঐ অচলাকে আর এক দাগ ওষুধ খাওয়াস্। সঙ্কোচ নেই, ও তোর দিদি হয়।

বিমল। অচলা দিদি?

সুজিৎ। আর দেখ্, তোর বৌদির কাছে সম্মেলনের সব কথা জেনে নে। আমার আজ আর সময় হল না। তুই স্বপ্নই দেখিস আর কল্পনা করিস্, বাস্তবতার পরিচয় নে একটুখানি। এদের ভেতরের কথা বুঝতে পারলে হয়তো আত্মরক্ষার জন্য সময় থাকতে আমরা একটা পুরুষ-রক্ষা সমিতিও গড়ে তুলতে পারব।

সুজিৎ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

বিমল। ব্যাপার কি বৌদি?—তোমার চোখ-মুখের এ ভাব? সত্যি সত্যি তোমরা তলোয়ার নিলে?—আমার স্বপ্ন কি······

অনীতা। ঠাকুরপো, নবীনকে একখানা গাড়ী আনতে বলে দেবে?

বিমল। এইতো গাড়ী চড়ে এলে, আবার গাড়ী?

অনীতা। আমাকে এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে। আমি এখনই চলে যাব। তুমি নবীনকে বলে দাও ভাই।

বিমল। কোথায় যাবে বৌদি? সেদিন আমিও চোখ বুজে দেখছিলাম, প্রকাণ্ড একখানি প্রাসাদ, প্রশস্ত গাড়ী বারান্দা, সম্মুখে সুন্দর বাগান—সাদা লাল, নীল, বিচিত্র ফুলের বাহার—শুধু গোলাপ রজনীগন্ধাই নয় ডালিয়া ক্রিসেনথিমাম, লাল কাঁকর-বিছানো পথ,

কঠিন কালো পাথরের তোরণে গালপাট্টাওয়ালা পাহারা……

অনীতা। (রুক্ষকণ্ঠে) ঠাকুরপো !

বিমল। বৌদি, সংগ্রাম তোমাদের শেষ হবে না ?

অনীতা। আজই হবে, এখনি সমস্ত সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটবে।

অনীতা সিঁড়ির পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার পিছনে বিমল।

অনীতা। সংগ্রাম আমি শেষ করবই। এমন করে আজই তা' হবে ভাবিনি। আমার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রাম শেষ হবে ঠাকুরপো, আমি যাই।

সুজিৎ বাহিরের পোষাক পরিয়া…আসিয়া দাঁড়াইল। অনীতা তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই চলিয়া গেল। বিমল অচলার পিছনে কিছুক্ষণ গিয়া ফিরিয়া আসিল।

বিমল। দাদা ! তুমি তো যাচ্ছ, এদিকে যে বৌদিও চল্লেন !

সুজিৎ। কোথায় চল্লেন ?

বিমল। সে স্বপ্ন এখনো দেখিনি দাদা। তবে এ বাড়ী ছেড়ে চল্লেন।

সুজিৎ। বাড়ী ছেড়ে ? (কিছুক্ষণ থামিয়া) কি করব ?

বিমল। কি করবে ? তাঁকে ফেরাবে।

সুজিৎ। আমার সাধ্য নেই বিমল। একদিন তাকে যেতে হতই—যখন আদর্শে, মতবাদে আমাদের আকাশ পাতাল প্রভেদ। সে তো পা' বাড়িয়েই ছিল। এখানে সংঘর্ষ বাইরের নয়, শুধু মান অভিমানও নয়—আপোষ চলেনা।

বিমল। নবীনদা !

বিমল ভিতরের দিকে দৌড়াইয়া গেল। সুজিৎ স্তব্ধ গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। প্রবেশ করিল অনীতা। তাহার পশ্চাতে বিমল ও নবীন। নবীনের হাতে একটা স্যুটকেস্।

নবীন। (অশ্রুরুদ্ধ ব্যাকুলকণ্ঠে) দাদাবাবু !

সুজিৎ। অধীর হয়োনা নবীনদা! তোমাদের কালে, তোমাদের সমাজে এমনটা ঘটতে পারত না বলে এতটা উতলা হয়েছ!

নবীন। কি বলছ দাদাবাবু? ঘরের লক্ষ্মী চলে যাবে, আমি বেঁচে থেকে দেখব সুরদাস রায়ের ঘর ভেঙ্গে গেছে? না দাদাবাবু, না।

সুজিৎ। লক্ষ্মীর বাহনটা তো রয়েই গেলাম নবীনদা, আবাহন করতে জানলে একদিন শূন্য আসনে লক্ষ্মী কি এসে অধিষ্ঠিতা হবেন না? দেবতা কান্নায় ভুলেন না, কি বল অনীতা?

অনীতা। এ পরিহাসের উত্তর দেবার প্রবৃত্তি আমার নেই। তুমি এগিয়ে যাও নবীনদা। অবশেষে পায়ে হেঁটেই আমাকে ষ্টেশনে পৌছতে হবে?

তাহাদের দিকে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া নবীন চলিয়া গেল, বিমল কিছুটা ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পেছনে চলিল।

অনীতা। তা'হলে—আমি চললাম।

সুজিৎ। শুনেছি, দেখতেও পাচ্ছি। কিন্তু আজই না গেলে কি চল্‌ত না?

অনীতা। যত শিগ্‌গির এর সমাপ্তি ঘটে তাই ভাল।

সুজিৎ। ভালমন্দ যাই হোক আর সকলের বিস্ময়টা তেমন হত না।

অনীতা। আমি নিজেই কি একটা বিস্ময় নই? তুমিই তো একটি নারীর স্বাধীন মনকে স্বীকার করে নিতে পারলে না, অথচ গর্বের তোমার অন্ত ছিল না। শুনি, স্বরাজ অর্জনের স্বপ্নও নাকি দেখ।

সুজিৎ। সেতো স্বপ্ন নয় অনীতা, আমার ব্রত।

অনীতা। আমিও স্বাধীনতা মুক্তিই চাই। দাসী হয়ে থাকতে আমি পারিনা, সে শিক্ষা আমার নয়, সে আদর্শও আমার নয়। স্বামীর ব্যভিচারের মূক সাক্ষী, শতকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পাত্রী বাংলার বধূও আমি নই।

সুজিৎ। তোমার অভিযোগের উত্তর একদিন তুমিই খুঁজে পাবে অনীতা। কিন্তু দাসী হয়ে থাকনি কোনদিন, কেউ থাকতে বলেওনি, সে

আদর্শ আমারও নয়। তবে স্ত্রী হয়ে থাকতে এসেছিলে, তাই তুমি পারলে না। অথচ জোর গলায় বল, তোমার শিক্ষা আছে, সংস্কৃতি আছে। আমি শিক্ষিত সংস্কৃত মনের তোমাকেই চেয়েছিলাম। বুঝলাম না, তুমি কি চেয়েছিলে, তোমরা অতি আধুনিকারা কি চাও।

অনীতা। এ তর্ক পুরানো হয়ে গেছে। আমরা চাই পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান, আমরা চাই তোমাদেরই মতো পথচলার অধিকার। তোমার দাবী—স্বামীত্বের দাবী, আর আমার দাবী মানুষের—মনুষ্যত্বের দাবী।

সুজিৎ। আমিও আর তর্ক করব না অনীতা। আমি তোমার স্বাধীনতা চিরদিনই স্বীকার করে এসেছি, আজো করছি। প্রতিবাদ জানিয়েছি শুধু জীবনের অসঙ্গতির—অস্বাভাবিকতার। একদিন চলার পথের ভুলভ্রান্তি পরিণত মনের বিচারে তোমার কাছেই ধরা পড়বে।

অনীতা। ভুল আমি করি না, করবও না। হয়তো একমাত্র ভুলই করেছিলাম, তাই জীবনের বড় সম্পদ তুলে দিয়েছিলাম—থাক্, আসি তা'হলে?

সুজিৎ। হ্যাঁ এসো, তুমি এসো অনীতা—

অনীতা। না, না, না। আসব না—আমি যাচ্ছি।

সে ফিরিল।

সুজিৎ। তা' কিছু না খেয়েই চল্লে?

অনীতা। মনই যার রইল উপবাসী! আর উদরের খাবার তো সর্ব্বত্রই মেলে।

সুজিৎ। মনের ক্ষুধা তোমার সম্মেলনেও মিটল না?

অনীতার চোখে জল আসিল, তথাপি সে রোষভরে সুজিতের দিকে চাহিল। তখন বিমল আবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অনীতা। সম্মেলনে? তোমার ক্ষুধা মেটাবার উপাদান তো রইল এখানেই।

সুজিৎ। অনীতা!

অনীতা। অনীতা গেল কিন্তু অচলা রইল।

সুজিতের মুখখানি ম্লান হইয়া গেল।

সুজিৎ। যতই ভুল তুমি কর অনীতা, আমি চিরদিনই—

অনীতা। চল ঠাকুরপো! একটু এগিয়ে দেবে?

বিমল। বৌদি!—দাদা!

তাহার চোখে জল।

সুজিৎ। চুপ কর্ বিমল! চোখের জল ফেলছিস্ কেন? আজকার যুগে এমনি ঘটে। এ যুগ অতি আধুনিকদের জাগ্রত যুগ, নাটকীয়তার নবযুগ। আমরা বিচারবুদ্ধিতে সভ্যতায়ও এগিয়ে চলছি যে রে।

বিমল। বৌদি। তুমি যাবেই?

অনীতা। মনে করো ঠাকুরপো, তোমার বৌদি মরে গেছে। তবে অনীতার খোঁজ যদি কর, তাকে হয়তো খোঁজে পাবে।

সুজিৎ। হিন্দুর জগতে বেঁচে থেকে কারো বৌদি মরে না অনীতা।

অনীতা। হিন্দুর সংসার আমি মানিনা। বৌদি অনীতা আজ মরবেই—হ্যাঁ, মরবেই। এই দাসত্বের চিহ্ন পরে আছি বলে, বলছ আমি মরতে পারি না? এ চিহ্ন — এ দাসত্ব আমি বিদায় দেব, আমি মরব।

অনীতা উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল। সে শাড়ীর আঁচল দিয়া তার সিঁথির সিঁদুর ঘসিল, তার পর কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার হাতের নোয়ায় হাত দিল। সুজিৎ অগ্রসর হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

সুজিৎ। (আর্তকণ্ঠে) এ তুমি পারবে না, করতে পার না অনীতা।

অনীতা সুজিতের হাত ছাড়াইয়া লইল জোরে।

অনীতা। না, না, না। আমি পারি, সব পারি।

সে ছুটিয়া চলিল।

বিমল। ওকে ফেরাও, ফেরাও দাদা। ধরে রাখ।

সুজিৎ। (গম্ভীর স্তিমিত কণ্ঠে) না. আর আমি পারি না রে বিমল!

অনীতা। এ বাড়ীর দ্বার আমার পেছনে বন্ধ করে দাও ঠাকুরপো।

বিমল। বৌদি! ফিরে এসো, ফিরে এসো তুমি।

সুজিৎ। এ বাড়ীর দ্বার কারো জন্যেই বন্ধ হবেনা, হয়না—তোমার জন্যে তো কথনই নয়। তুমি এসো অনীতা। আর জানি তুমি ফিরে আসবেই। তুমি যে এ বাড়ীর স্ত্রী, গৃহের গৃহিনী, হতে এসেছ এ বাড়ীই সন্তানের জননী।

যবনিকা পড়িল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুজিতের বাড়ীর বৈঠকখানা। স্বরূপ চৌধুরী ও সুজিৎ উপবিষ্ট।

স্বরূপ। সত্যজিৎ মায়াবিনীর মোহপাশ মুক্ত হয়েছে, আবার সে ফিরে আসছে তারই পিতার কাছে। আমি আশ্বস্ত হয়েছি সুজিৎ! মানুষের ইহকালই তো সর্বস্ব নয়, তার পরকাল, তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে নিজেরই সৃষ্টির ওপর। আমি সত্যজিৎকে চৌধুরী বাড়ীর বংশধর করেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার হল পদস্খলন।

সুজিৎ। সত্যদার পদস্খলন হয়েছিল?

স্বরূপ। পিতৃপরিচয়হীনা একটা নারীর রূপের মোহ তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল, ভুলিয়ে দিয়েছিল তার বংশগৌরবকে, তার জন্মদাতাকে. গর্ভধারিণীকে, তার সমাজ সংস্কার ঐতিহ্য সবকিছুকে, তার পদস্খলন হয়েছিল।

সুজিৎ। কিন্তু সত্যদার স্ত্রীর পিতা একজন ছিলেন তা' তো মিথ্যা নয় জ্যাঠামশাই?

স্বরূপ। পরিচয়হীন পিতা! সুজিৎ, শুনবে তুমি সত্যজিতের এই আসুরিক বিবাহের পরিণাম কি ঘটেছে? আমি জানতাম, তাই ঘটবে। শাস্ত্র সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, অনুশাসন বাস্তবকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছিল। সত্যজিতের সে স্ত্রী একদিন তার অজ্ঞাতে পালিয়ে গেছে। পালিয়ে যাবে না? [স্বরূপ চৌধুরী হাসিয়া উঠিলেন]

সুজিৎ। (পরিপূর্ণবিস্ময়ে ও বেদনায়) পালিয়ে গেছে? সত্যদার স্ত্রী?

স্বরূপ। (তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া) হ্যাঁ, পালিয়ে গেছে। সে তো সত্যজিৎকে চায়নি, চেয়েছিল চৌধুরীবাড়ীর সম্মান, ঐশ্বর্য, ভোগবিলাস, চেয়েছিল আভিজাত্য, অধিকার।

সুজিৎ। তা' পেলনা বলেই পালিয়ে গেল ?

স্বরূপ। ওরা তাই করে সুজিৎ। ওদের কোন জাতি নেই, ধর্ম নেই, সমাজ নেই — তাই তাদের গৃহও নেই। সহরের কৃত্রিম আবহাওয়ায় ওরা—

সুজিৎ। (বেদনার্ত কণ্ঠে) একথা থাক জ্যাঠামশাই।

রূপস্ব। জানি, তোমার দুঃখ কোথায়। আর জানি তুমিও ভুল করেছিলে !

সুজিৎ। (আরও আর্তকণ্ঠে) জ্যাঠামশাই !

স্বরূপ। থাক্, থাক্। কিন্তু তুমি তো দৃঢ়তার পরিচয়ই দিয়েছ, সেজন্য আমি তোমার প্রশংসা করি।

সুজিৎ। জ্যাঠামশাই ! সত্যদাকে আপনি ফিরে পাবেন শুনে সুখী হলাম।

স্বরূপ। কিন্তু আজ আমি তোমাকে বলতে এসেছি তোমারই কথা। সুরদাস আর আমি দু'জনেই ছিলাম এ সমাজের কর্তা—সেই সুরদাসের ছেলে তুমি। তাঁর অভাবে একাই আমাকে সব ভার বহন করতে হচ্চে— আর তারই ছেলেকে, বুঝলে সুজিৎ ! সমাজধর্ম, শাস্ত্রের অনুশাসন আমি উপেক্ষা করতে পারিনা, তুমিও পারনা।

সুজিৎ। কি আপনি বলতে চান ?

স্বরূপ। আমি বলতে চাই স্ত্রীর, ক্ষেত্রেই তুমি শুধু দৃঢ়তার পরিচয় দাওনি, আর একটি পাপ বিদেয় করে তুমি অপরাধমুক্ত হয়েছ। কিন্তু সমাজ তথাপি একটা প্রতিকার—প্রায়শ্চিত্ত চায়—

সুজিৎ। সমাজের কথা পরে হবে। কিন্তু পাপ বিদেয় করেছি—

স্বরূপ। পাপ বৈ কি! সাক্ষাৎ পাপ। যে স্ত্রীলোক পতিগৃহ ত্যাগ করে অনাত্মীয় পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতে আসে······

সুজিৎ। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন, এখনই উঠতে হচ্ছে আমাকে।

স্বরূপ। কিন্তু সমাজ চায়, তুমি নিজের স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়েও ওকে আশ্রয় দিয়ে যে অন্যায় করেছ তার জন্যে অন্ততঃ অনুতপ্ত বলে ঘোষণা করবে। কায়ে না হোক, মনে না হোক অন্ততঃ বাক্যে তুমি প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার কর সুজিৎ। আমিই তা' করব তোমার হয়ে, আমি নিজেই তা' করব। তুমি সুরদাসের ছেলে—

সুজিৎ। হ্যাঁ, আমি সুরদাস রায়ের ছেলে কিন্তু আমি অন্যায় তো কিছু করিনি। সমাজধর্ম, শাস্ত্র সবই জানি আর যতদিন নতুন সংস্কৃত সমাজ জন্ম না নিয়েছে, ততদিন তাকে মানতেও কুণ্ঠিত নই।

স্বরূপ। শুনে সুখী হলাম সুজিৎ।

সুজিৎ। কিন্তু সমাজও মানুষের সবকিছুর বেলাই নিজেদের কল্পিত অভিযোগে অন্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হাত দিতে পারে না। আর পারেনা নিজেদের খেয়াল খুসী মতো অন্যায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করতে।

স্বরূপ। তুমি কি বলতে চাও?

সুজিৎ। কোন অপরাধ করিনি, অনুতপ্ত আমি নই।

স্বরূপ। অনুতপ্ত তুমি নও?

সুজিৎ। না।

স্বরূপ। স্বরূপ চৌধুরী এখনো বেঁচে আছে সুজিৎ।

সুজিৎ। জানি। কিন্তু একটু আগে নবীনদা বল্‌ছিল, কাজলদিঘী গাঁয়ে তার দাদাবাবু একঘরে হবে, সে নাকি সইতে পারেনা। আমি তাকে কি বলেছিলাম জানেন?

স্বরূপ। কি বলেছিলে?

সুজিৎ। বলেছিলাম, আমার ঘর তো নেহাৎ একখানি নয়, আমাকে আমি নিজে একঘরে না করলে কেউ একঘরে করতে পারেনা।

স্বরূপ। তোমার এ দম্ভ ধূলিসাৎ করে দেবার সামর্থ্য আমার এখনো আছে।

সুজিৎ। হয়তো আছে কিংবা—

স্বরূপ। এখনো কাজলদিঘীতে তোমাদের স্বেচ্ছাতান্ত্রিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

সুজিৎ। তাও জানি জ্যাঠামশাই। আর স্বেচ্ছাতন্ত্র আমি তো চাই না। যদি চাইতাম, তাহলে—থাক্।

স্বরূপ। সুরদাসের ছেলে বলে, ডাক্তার বলে কাজলদিঘী তোমাকে, তোমার ব্যভিচারকে ক্ষমা করবে না।

সুজিৎ। জ্যাঠামশাই!

স্বরূপ। ওঃ, আচ্ছা আমি যাই···

স্বরূপ চৌধুরী চলিয়া গেলেন। প্রবেশ করিল নবীন।

নবীন। শুনলে তো, দেখলে তো ওর আস্ফালন?

সুজিৎ। (কঠোর কণ্ঠে) নবীনদা! তিনি আমার জ্যাঠামশাই।

নবীন। আচ্ছা! তুমি এখন বেরুবে?

সুজিত। রাগ করোনা নবীনদা! জ্যাঠামশাইকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি। কি জিজ্ঞাসা করছিলে, বেরুব? কিছুই তো বুঝ্ছি না।

নবীন। আশ্চর্য।

সুজিৎ। আচ্ছা, বিমল ফিরে আসবে আজনা কাল?

নবীন। আমি কি জানি? আমি শুধু জানিয়ে দিচ্ছি বেরুবার আগে খাবার খেয়ে যেয়ো।

সুজিৎ। (আপন মনে) জানবার কথা নয়।

একখানা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ শুনা গেল। সুজিৎ কান পাতিয়া সেই শব্দ শুনিল, তারপর পায়চারী করিতে আরম্ভ করিল। প্রবেশ করিল বিমল।

বিমল। দাদা!

সুজিৎ। ফিরে এলে বিমল?

বিমল। তাইতো, ফিরেই এলাম। চিরকাল যেমন ভাবি, আজও তেমনি ভাব্‌ছিলাম ফিরে আসা বুঝি যায়না, কিন্তু হঠাৎ চেয়ে দেখি ফিরে এসেছি।

সুজিৎ। অর্থাৎ তাকে রেখে এলেতো?

বিমল। না।

সুজিৎ। না?

বিমল। যেতে যেতে আমি গড়ে তুল্‌ছিলাম একখানি ছোট্ট সংসার, তা'তে বাস করেন অচলাদি আর তাঁর স্বামী। সে সংসার আবার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু দেখা গেল কল্পনার চোখে যা' দেখা যায় তার সবই সত্যি নয়, তাই রেখে আসা সম্ভব হল না।

সুজিৎ। আমি তা' জানতাম।

বিমল। কি? অচলাদি ফিরে আসবে?

সুজিত। হ্যাঁ, আমি জান্‌তাম যে তার পিঠে চাবুকের নির্মম আঘাতে দাগ কেটে দিতে পারে, সে আবার তাকে ফিরে নিতে পারে না। কিন্তু অচলা কোথায় বিমল?

বিমল। এখনো গাড়ীতেই বসে আছেন। তোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন এবার তাঁকে কোথায় যেতে হবে?

সুজিৎ। কোথায় যেতে হবে?

নবীন প্রবেশ করিল। উত্তেজিত ভাবে।

নবীন। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, তোমাদের কাণ্ডখানা কি দাদাবাবু? মেয়েটা একা

রাস্তার ওপর গাড়ীতে বসে আছেন, আর ওদিকে পাড়ার লোক এসে ভিড় জমিয়ে তুলেছে ?

সুজিৎ। তাকে নিয়ে এসো বিমল। নিয়ে এসো।

বিমল ও নবীন চলিয়া গেল।

(আপন মনে) আমি বলে দেব কোথায় যেতে হবে? আমি বলে দেব ?

বিমলের সঙ্গে প্রবেশ করিল অচলা।

সুজিৎ। বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যাও। ভেতরে যাও অচলা।

অচলা। এর পর আমাকে কোথায় যেতে হবে সুজিৎদা ?

সুজিৎ। এখনো জানি না। কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে। এতো তোমার ঘর নয়, তোমার থাকার স্থান নয় ?

বিমল। নিশ্চয়ই নয়। এ ডাক্তারের গৃহ। এখানে থাকে ওষুধপত্র, এখানে হয় অস্ত্রোপচার—সুস্থ মানুষ এখানে থাকে না, বাস করে শুধু রোগীরাই।

সুজিৎ। আঃ বিমল! অচলা, এখন ভেতরে যাও, বিশ্রাম কর।

অচলা। বিশ্রাম? আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি জান্‌তে চাই, আমার স্থান কোথায় ?

সুজিৎ। স্থান সেখানে ছিল, সেখানকার পথতো রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর কোথায়, এখনো আমি জানিনা। কিন্তু এতবড় পৃথিবীতে, মানুষের পৃথিবীতে তোমার স্থান নেই, সে হতে পারেনা। (কিছুক্ষণ থামিয়া) এসব পরে হবে, পরে হবে অচলা, এখন তুমি যাও বিশ্রাম কর।

অচলা বাড়ীর ভিতর গেল।

সুজিৎ। তুমি অচলাদের বাড়ীতে গিয়েছিলে বিমল ?

বিমল। আমাকে অচলাদি যেতে দিলেন কৈ ? বল্‌লেন, তুমি গাড়ীতে বসে

থাক বিমল, যদি বুঝি অসম্মান অবমাননার হাত থেকে বাঁচাবার সম্বল ও আশ্বাস আমার এ বাড়ীতে আছে তবে তোমাকে ডেকে পাঠাব।

সুজিৎ। হুঁ।

বিমল। কিন্তু তাঁর এখন কি ব্যবস্থা হবে?

সুজিৎ। (বেদনাক্লিষ্ট ধীরকণ্ঠে) ব্যবস্থা?

বিমল। বিষণ্ণ মন নিয়ে রাস্তায় আসতে আসতে আমার কল্পনারাজ্যে একটা ছবি ভেসে উঠছিল। বড়ো সুন্দর সে ছবি! আমাদের এ হতশ্রী সংসারে আবার হয়েছে একটী স্নেহশীলা মমতাময়ী নারীর আবির্ভাব! তিনি গৃহের গৃহিনী নহেন, জননী ও ভগিনী। সে নারী প্রীতিতে কোমল, ভালবাসায় উচ্ছল। তা'কি, সে কল্পনা কি সত্য হতে পারেনা দাদা?

সুজিৎ। বিমল!

বিমল। তোমার হাতেই সে ছবি বাস্তব রূপ গ্রহণ করতে পারে দাদা, তুমি রাজী হও।

সুজিৎ। না বিমল, তা' সত্য হতে পারেনা।

বিমল। কেন পারেনা?

সুজিৎ। তুমি বুঝবেনা। শুধু জেনে রাখ, আমাদের জননী ভগিনী নেই, বুঝি থাকতে নেই।

বিমল। কি জানি। আমাদের থাকবে শুধু কাজ আর কাজ। থাকবে সমাজ, থাকবে সেবা, থাকবে সংগ্রাম কারাগার, কিন্তু গৃহে গৃহিনী থাকবে না, জননী না, ভগিনীও না। যারা ছিল, থাকতে পারে—তাদেরেও তাড়িয়ে দিতে হবে না-হয় ত্যাগ করে যেতে হবে আমাদের। এমনি হতভাগ্য আমরা! বাড়ীর বৌ······

সুজিৎ। (আর্তকণ্ঠে) বিমল!

বিমল। তা-ই হোক। আমার কি, আমি স্বপ্ন দেখেই কাটিয়ে দিতে পারি। স্বপ্ন—

রামরঞ্জন মহাপাত্র প্রবেশ করিলেন।

মহাপাত্র। স্বপ্নই তো!

বিমল। আপনিও স্বপ্ন দেখেন?

মহাপাত্র। বল কি, স্বপ্ন নয়? নইলে ক্রীটে কোথা থেকে কি হয়ে গেল বল দেখি? শূন্য থেকে ঝুপ্ঝুপ্ করে পড়তে লাগল সৈন্য, রসদ, কামান, বন্দুক মায় ট্যাঙ্ক পর্যন্ত। ক্রীট্—ক্রীট্, কে জানে এখানে এসেও পড়বে না একদিন?

সুজিৎ। এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি।

মহাপাত্র। পৃথিবী শুদ্ধ লোক আজ ব্যস্ত ডাক্তার। তা'ছাড়া তোমার তো···কি করবে বল! কিন্তু যুদ্ধের পরিস্থিতিটা তো আমরা উপেক্ষা করতে পারিনা? সেদিন চৌধুরী মশাই আলোচনাটা করতে বাধা দিলেন, তারপর এ দিকেও তোমার নানা বিপত্তি—তা'······

মহাপাত্র এদিক ওদিক বাঁকা দৃষ্টিতে চাহিয়া পকেট হইতে ভাঁজ করা একখানি ম্যাপ বাহির করিলেন। ম্যাপখানা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

মহাপাত্র। কিন্তু যুদ্ধের গতিটা হচ্ছে ভুলের পথে। পদে পদে ভুল। আচ্ছা ক্রীটের কথাই ধরো। এই তো গ্রীস্—এথেন্স, এই হলো ক্রীট—তা'তে এসে পড়ল—

বিমল। (উত্তেজিত আতঙ্কগ্রস্তভাবে) বোমা, বোমা!

মহাপাত্র। (চমকাইয়া উঠিয়া) বোমা?

বিমল। বোমা—এরোপ্লেন, এরোপ্লেন। শুনছেন না কি 'উৎকট শব্দ?

মহাপাত্র। শব্দ?

বিমান। বোমা ফেল্‌বে, বোমা!

মহাপাত্র। (উঠিয়া) ফেল্‌বে, বোমা ফেলবে? এই গ্রামেও .....

বিমল। ফেল্‌বে না? আশ্রয় নিন, আশ্রয়—

বিমল ছুটাছুটি করিতে লাগিল। মহাপাত্র ম্যাপ গুটাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুজিৎ হতভম্ব। বিমল বাহিরের দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ওইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিতে লাগিল।

বিমল। 'বিমান আক্রমণের সঙ্কেত ধ্বনি হইলে ওইখানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন'—(তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া) বাব্বাঃ?

সুজিৎ। ব্যাপার কি বিমল?

বিমল। এ, আর, পি মহড়া দাদা। আমি দেখছিলাম—স্বরূপ চৌধুরীর গুপ্তচর যুদ্ধ-বিশারদ এই মহাপাত্র—

সুজিতের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বিমল দ্রুত চলিয়া গেল।

সুজিৎ। স্বরূপ চৌধুরীর গুপ্তচর?

অচলা আসিয়া দাঁড়াইল।

অচলা। আমি প্রস্তুত হয়ে এলাম।

সুজিৎ। প্রস্তুত হয়ে এলে?

অচলা। হাঁ, নবীনদার কাছে সব শুন্‌লাম। এখানে, তোমাদের আশ্রয়ে থাকা আমার চলবেনা, থাকা উচিতও নয়।

সুজিৎ। আমাদের আশ্রয়ে?

অচলা। তোমাদের, তোমার আশ্রয়ে। কিন্তু আমি তোমার আদেশই পালন করব সুজিৎদা। পাঠ-জীবনে ক'বছরের ঘনিষ্ঠতায় একথাই-তো জেনেছিলাম তোমার আদেশ কোনকালেই অবহেলা করতে পারিনা। তাই সেদিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, ঝড় বাদল মাথায় নিয়ে ছুটে এসেছিলাম তোমারই গৃহদ্বারে।

সুজিৎ। ভাল করনি, তুমি ভুল করেছিলে।

অচলা। তর্ক আমি করব না। কিন্তু আর কি করতে পারতাম, মরতে যাওয়া ছাড়া?

সুজিৎ। পারতে না—পারনা? কেন পারনা অচলা? তুমি অনীতার মত হতে পারনা—যে সব-কিছুকে তুচ্ছ করে মনের জোরে চলতে পারে, একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় ভুলের পথেও যে সাহস হারায় না? তুমি কি পারতে না জোর করেও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে তোমারই সংসারে?

অচলা। তুমি নারী নও সুজিৎদা, তাই বুঝবেনা কেন পারিনা। আর বৌদির মতো মনের জোর, তিনি যে তোমার স্ত্রী!

সুজিৎ। অনীতা আমার স্ত্রী, আর তুমি—

অচলা। কি জানিনা তো। তবে তোমার কিছু হলেও কেন পারিনা, তার উত্তর আমি দেবনা। তুমিই আজ আদেশ কর, যদি মরতে বল—

সুজিৎ। মরতে বল্‌ব আমি?

অচলা। তবে আর কি করতে বলবে? তোমার এক আদেশ পালন করতে গিয়ে কি আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি শুন্‌বে? শুনবার সাহস আছে তোমার? আমি রূপহীনা হতে পারি, কিন্তু আমিও মানুষ সুজিৎদা। মানুষ বলেই, সইতে পারলাম না স্বামীর ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ান, নীরবে স্বীকৃতি দিলাম না তার কদর্য ব্যভিচারে—আমি যে সম্ভ্রান্ত মানুষের বংশে জন্মেছিলাম, শিক্ষা পেয়েছিলাম? শুনবে আজ আমি কি নিয়ে এসেছি? নারীর কাছে তা' চাবুকের আঘাতের চেয়েও নির্মম—

সুজিৎ। থাম অচলা। শুন্‌তে আমি চাই না।

অচলা। জানি সে সাহস তোমার নেই। তোমরা জান বক্তৃতা করতে, উপদেশ দিতে, জান বড় বড় কথার মাঝে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করতে। বাস্তবতার সম্মুখীন হবার সাহস তোমাদের নেই বলেই, স্ত্রীরাও মুখের ওপর বলে যেতে বাধ্য হয়, ছেড়ে চল্‌লাম।

সুজিৎ। তুমি উত্তেজিত হয়েছ অচলা।

অচলা। আর জান, সমাজের ভয়ে একটা অসহায়া নারীকে একাকী পথে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিতে।

সুজিৎ। তুমি ভুল বুঝেছ। নবীনদা তোমাকে যা' বলেছে সমাজের সে মিথ্যা কুৎসার অত্যাচার সইবার শক্তি আমার আছে। কিন্তু আমি যে ভয় করি আমাকেই।

অচলা। তোমাকেই ভয়?

সুজিৎ। হাঁা, আমাকে ভয় করি, ভয় করি আমার বিপর্যস্ত মনকে। তুমি যে আজ—আজ, পরস্ত্রী অচলা।

অচলা। শুধু পরস্ত্রী?

সুজিৎ। তাছাড়া আর-কিছু নও। তোমার আমার মাঝে আজ কতো ব্যবধান। আর ভুলে গেলে চল্‌বে না—আমিও তো রক্ত মাংসের মানুষ? যদি ভুল না করতাম, তা'হলে হয়তো আমি সুখী হতে পারতাম। আমার আদর্শকে সার্থক করে তোলবার পথে সাধনার পথে আরো শক্তি পেতাম। তা' হয়নি আর হবার নয়। তথাপি আমাকে বাঁচতে হবে, আমার আজন্ম সাধনা আমি ত্যাগ করতে পারিনা। কিন্তু নিজে বাঁচতে গিয়ে আমার মনের মাঝে যে ব্যর্থতার বেদনা জমাট হয়ে আছে তার অসতর্ক অপমানের হাত থেকে তোমাকেও রক্ষা করতে হবে।

অচলা। তুমি এত দুর্বল! নারীকে শুধু পরস্ত্রী রূপেই দেখ্‌তে শিখ্‌লে সুজিৎদা! আগে তো কখনো একথা বলনি?

সুজিৎ। সত্যিই আমি দুর্বল। তোমাকে যেতে হবে, এখান থেকে যেতেই হবে অচলা। কোথায় যাবে জানিনা, কিন্তু আমার গৃহে তোমার ঠাঁই নেই।

অচলা। নিশ্চয়ই যাব, আর তোমার আদেশেরও অপেক্ষা রাখব না। কিন্তু যাবার আগে শুধু জানিয়ে যেতে চাই, আমাকে আদেশ করবার দাবী তোমার আজও ছিল।

সুজিৎ। সে-দাবী অস্বীকার করলেই হয়ত আমি মনে বল পেতাম।

অচলা। তাই হোক সুজিৎদা! আমি যাই—

সুজিৎ। হ্যাঁ, যাবে তুমি। কোথায় যাবে—

অচলা। সে খবরে তোমার তো প্রয়োজন নেই?

সুজিৎ। না, প্রয়োজন নেই। একদিন যখন আমার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিলে, তখনো খোঁজ নেইনি, কোথায় তুমি গেলে, আজও নেবনা। তোমার পথ তুমিই দেখে নাও।

অচলা সুজিৎকে প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইল। সুজিৎ স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া।

অচলা। আশ্চর্য, আশীর্বাদ করবার সাহসটুকুও নেই তোমার?

সুজিৎ স্তব্ধ। অচলা বাহিরের দিকে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

অচলা। তোমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাই সুজিৎদা! তুমি জানতে চেয়েছিলে—

অচলা থামিল, সুজিৎ নিরুত্তর।

আমিও হয়ত সমস্ত উপেক্ষা করে সাহস না হারিয়ে পথ চলতে পারতাম, না হয় মরতেও পারতাম। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, তোমার স্ত্রী কি এমন ভাবে নিরুদ্দেশের পানে বেরিয়ে যেতে পারতেন যদি তাঁর (অবরুদ্ধ চাপাকণ্ঠে)—যদি তাঁর গর্ভে থাকৃত তাঁর আর তাঁর স্বামীর ভবিষ্যৎ বংশধর?

সুজিৎ। অচলা!

অচলা। বুঝলে কেন এত দুর্বল? নারী বলে দুর্বল নই, দুর্বল মা বলে।

অচলা দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছিল।

সুজিৎ। অচলা! তুমি যেয়োনা, যেতে পারনা।

অচলা। না, না, আমাকে যেতেই হবে।

সুজিৎ। এ আমি আদেশ করছি! আহ্বান নয় আদেশই তো তুমি চেয়েছিলে? তুমি এসো, এখানে এবাড়ীতেই তুমি থাক্‌বে। বিমল, বিমল, বিমল!

(বাড়ীর ভিতর হইতে) যাই দাদা।

অচনা ধীর পদক্ষেপে ফিরিতে লাগিল। তার দুই চোখে অশ্রুপূর্ণ।

সুজিৎ। আর কা'কেও আমি ভয় করবনা অচলা, নিজেকেও না, সমাজকেও না—তুমি যে শুধু নারী নও, মা।

অচলা সুজিতের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া তাহার দুই হাঁটুতে মুখ গুজিয়া উচ্ছসিত বেগে কাঁদিয়া উঠিল। বিমল আসিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ

রমলার কলিকাতাস্থ বাড়ীর কক্ষ। কক্ষটি সুসজ্জিত। একধারে একটি পিয়ানোর পাশে দাঁড়াইয়া অনীতা। তার একটু দূরে একখানা কোচে বসিয়া টিপয়ের উপর রক্ষিত চায়ের বাটীতে টুং টুং করিয়া তালে তালে চামচ দিয়া বাজাইতেছিল তরুণী রমলা।

অনীতা। আমি—আমি আজ গৃহহারা রমলা।

রমলা আরো জোরে দ্রুত পেয়ালেতে চামচের আঘাত করিল।

রমলা। না, না, না।

রমলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

শুনুন অনীতা দেবী! এ গৃহের একচ্ছত্র অধিকারিণী, প্রবল প্রতাপান্বিতা শ্রীযুক্তা রমলা দেবী আদেশ করছেন, আজ হতে এই মহিমময়ীর আদেশে আপনিই হচ্ছেন এ গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী, সর্বসম্পদের নিয়ন্ত্রী, সর্বকর্মের অধিনায়িকা—

অনীতা। রমলা!

রমলা। থামুন। আরো জেনে রাখুন, এ গৃহে পিতা নেই, মাতা নেই, ভ্রাতা নেই, ভগ্নি নেই, সম্ভবতঃ সেই অপসৃতদের আশীর্বাদই আপনাকে গৃহহারা করে এই সর্বজনহারাকে আশ্রয় দানের জন্যে টেনে এনেছে।

রমলার দু'চোখে জল।

অনীতা। থাম্ রমলা। থাকব, আমি এখানেই থাকব তোর বড় বোনটী হয়ে। কিন্তু পারব কি—

রমলা। (আত্মসংবরণ করিয়া) কেন পারবে না অনীতাদি? আমরা মেয়েরা শুধু পুরুষের আশ্রয় খুঁজে বেড়াব, তা' না পেলেই ভাবব আমরা নিরাশ্রয় অসহায়—

অনীতা। কিছুতেই তা' ভাবব না রমলা। আমিও তোর এ আশ্রয়কে অজ্ঞাত বিধাতার আশীর্বাদ রূপেই গ্রহণ করছি। তুই আর আমি দু'জন মিলে করব আমার আদর্শের উদ্‌যাপন। আজ থেকে তুই আমার সত্যিকার ছোট বোন, আর—

রমলা। তুমি আমার স্নেহময়ী দিদি—আর—

কিশোরীপতি পর্দা সরাইয়া দ্বার প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। বয়স প্রায় পয়ত্রিশ, চেহারা সুন্দর, পরিপাটী পোষাক পরিচ্ছদ, চোখে চশমা।

কিশোরী। আমি—

রমলা। কে? ও—

কিশোরী। আমি আসতে পারি রমলা দেবী? অবশ্য যদিও অসময়ে—

রমলা। আসুন আসুন, মিঃ মজুমদার। আগে পরিচয়টা হোক—

অন্যদিক দিয়া প্রবেশ করিল একটী যুবক, সমীরণ হালদার। সে-যেন নিকটেই অপেক্ষা করিতেছিল। অতি বিনয়-কুণ্ঠিত তাহার ভাব। তাহার কাঁধে ঝুলান চামড়ার ফিতায় বাঁধা একটি ক্যামেরা।

সমীরণ। আজকার বক্ষ্যমান পরিপ্রেক্ষিতে কি আমিও আসতে পারি স্যার?

কিশোরী। রমলাদেবীর অনুমতি হলে নিশ্চয়ই, কলাবিদ! সুস্বাগতম্। আজ কি তোমার বাণী? আর্ট?

সমীরণ। নির্বাধের পথে আক্রম্যমান পৃথিবীতে জীবনের একমাত্র সত্যই তো আর্ট স্যার।

রমলা। হার্ট—হার্ট মিঃ হালদার!

সমীরণ। হার্ট?

রমলা। হ্যাঁ, হার্টডিসিজ—হৃদ্‌রোগ। তারপর মিঃ মজুমদার। ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী অনীতা দেবী বি, এ, আমার অনীতাদি—আর, মিঃ কিশোরীপতি মজুমদার, উদীয়মান জননেতা, অক্লান্ত কর্মী, প্রখ্যাত বক্তা, বহু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, মস্ত বড় ব্যবসায়ী, এক কথায়—

কিশোরী। বলুন, এক কথায় হোয়াট নট অর্থাৎ কিছুইনা। নমস্কার, অনীতা দেবী।

অনীতা। নমস্কার।

রমলা। আরো পরিচয় এঁর আছে অনীতাদি, আমার বড়দার ছিলেন ইনি বন্ধু, তাই আমারো শুভকামনা ইনি করে থাকেন।

কিশোরী। শুধু ইনি একটুখানি সহায়তা গ্রহণেও প্রস্তুত নহেন।

অনীতা। আপনার নামটা আমার কাছে সম্ভবতঃ অজানা নয়।

কিশোরী। ধন্যবাদ!

সমীরণ। আমারো নমস্কার!

অনীতা। নমস্কার !

কিশোরীপতি ও অনীতা বসিল।

কিশোরী। তারপর, আমি কি জন্যে এসেছিলাম জানেন রমলা দেবী ?

রমলা। না-বলা পর্যন্ত কি করে জান্‌ব বলুন ?

সমীরণ জড়সড় হইয়া বসিল।

কিশোরী। তাই। আমি এসেছি আপনার কাছে আবেদন নিয়ে, আমাদের সেবা সংঘের ভার আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে। কোন আপত্তিই কিন্তু শুনবনা। আপনি ছাড়া আর কা'কেও দেখছিনা, যে আমাদের এ সেবা-প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে পারে।

রমলা। তারপর ?

কিশোরী। এশুধু আমার কথা নয়, সংঘ প্রতিষ্ঠার পেছনে যাঁরা আছেন, তাঁদের সবারই এই অভিমত।

রমলা। আপত্তি করাটা যখন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, তখন আমার সে ধৃষ্টতা নেই—কিন্তু আপত্তি করবেন কে জানেন ? করবেন এই অনীতা দেবী।

কিশোরী। ইনি আপত্তি করবেন ?

রমলা। অনীতা দেবী বলবেন, কি শিক্ষায়, কি কর্মকুশলতায়, বাস্তব জ্ঞানে ও বিচারবুদ্ধিতে তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশী উপযুক্ত। তা ছাড়া তিনি আমার দিদি, আমার অভিবাবিকা। আপনার ও পশ্চাদ্বর্তী অনুষ্ঠাতাদের এ অবিচার তিনি সহ্য করবেন না।

সমীরণ। সুশাণিত ঝঞ্ঝা-দুর্বার প্রতিবাদ ! কিন্তু রমলা দেবী—

অনীতা। না, এ আপত্তি করবনা। কিন্তু—

কিশোরী। কিন্তু ?

অনীতা। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, একজন মেয়েকে সেবা-

সংঘের ভার দেবার আপনাদের পুরুষদের এ আগ্রহ কি শুধু সে নারী বলে ?

কিশোরী। অর্থাৎ ?

অনীতা। আপনাদের সংস্কার, আপনাদের অভ্যস্ত ধারণা অন্তরে থেকে কি একথাই বল্‌ছে না নারীই চিরকাল সেবা করে এসেছে আর সে-ই তার একমাত্র ধর্ম ? তাই সেবাসংঘকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই একজন নারীকে, নয় কি ?

কিশোরী। আপনি ভুল করছেন অনীতা দেবী। এ ধারণা ও সংস্কারের হাত আমরা এড়াতে পেরেছি বলেই আজ আপনাদেরে আমাদের সংঘে, সমিতিতে, কার্যে সমান অধিকারের আসন দিয়ে টেনে নিচ্ছি।

অনীতা। বলতে চান, অনুগ্রহ করে আপনারা অবনত নারীজাতিকে উন্নীত কর্‌ছেন !

কিশোরী। না, বলতে চাই, এতকাল যে অমর্যাদা আমরা করেছি, আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। তাও করতে আপনারা আমাদেরে দেবেন না ?

অনীতা। ক্ষমা করবেন, যা-ই বলুন আপনি, চিরকাল পুরুষদের মুখে মেয়েরা মন ভুলানো অনেক কথাই শুনে এসেছি, আর তারই মোহে আত্মবলি দিতেও কুণ্ঠিত হইনি। আজ কি নারীদেরও প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় আসেনি মিঃ মজুমদার ? তাই বল্‌ছিলাম, আপাততঃ নারীদের কর্তব্যের তালিকা থেকে সেবাটাকে তুলে দেব আমরা।

কিশোরী। সেবা শুধু নারীরই নয়, সমস্ত মানুষেরই ধর্ম। তা'কি আপনি অস্বীকার করেন ?

অনীতা। হ্যাঁ অস্বীকার করতে চাই। সেবা দাসত্বের নিদর্শন হয়ে

দাঁড়িয়েছে—এই করে সমাজ একটা জাতিকে কাপুরুষ সেবাধর্মী করে তুলেছে, তা' বর্জন করতেই হবে।

রমলা। অনীতাদি, সেবাব্রতী মিঃ মজুমদারকে আর আঘাত দিয়োনা, নিষ্ঠুরতা হবে।

কিশোরী। না, না, রমলা দেবী! এ আঘাত নয়। আমি এত মুগ্ধ হয়ে গেছি যে—এ যে কি, আমি বলতে পারছি নে। আমি ভাবছি অনীতা দেবীর মত নারী যদি—

রমলা। সাবধান!

কিশোরী। এ বিপদ সঙ্কেত কেন রমলা দেবী? কিন্তু সত্যিই আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছি, এমনটিই আজকার দ্বিধাগ্রস্ত বিপন্ন পৃথিবীতে চাই। আমি আপনাকে আহ্বান করছি অনীতা দেবী, আপনি আসুন—আমাদের সেবাসংঘকে ভেঙ্গে দিন, আপনার নব জীবনের জাগরণের মন্ত্র দিয়ে তাকে নতুন প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলুন।

রমলা। সেজন্যেও বল্‌ছিলাম সাবধান! অনীতাদি ভাঙ্গার মন্ত্রই নিয়েছেন, গড়ার নয়।

অনীতা। ভাঙ্গার? (বিবর্ণ মুখে) না, রমলা, না। ভাঙ্গার মাঝেই তো লুকিয়ে আছে গড়ার বীজ, নয় কি?

কিশোরী। চমৎকার!

সমীরণ। কি অপরিমেয় নির্বার প্রকাশ-ভঙ্গিমা।

কিশোরী। আমি বিস্মিত, মুগ্ধ। অনীতা দেবী! আমার আমন্ত্রণ আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে। না, না কোন বাধা মানব না। আপনি নেবেন আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভার, তার নামকরণ, কর্মতালিকা প্রণয়ন আপনিই করবেন, আপনার নতুন মন্ত্র, তা' আমাদেরেও দান করবেন,—সত্যিকার স্বাধীনতার ব্রতে দীক্ষা দেবেন।

রমলা। বক্তৃতা আরম্ভ হল? তা'হলেও করতালি এখানে জুটছেনা। কিন্তু অনীতাদির সব কথাই তো এখনো বলা হয়নি, তা'তেই এত উচ্ছ্বাস?

কিশোরী। আপনি চিরকালই অবিচার করে আসছেন, রমলা দেবী।

রমলা। আপনার প্রতি অবিচার?

কিশোরী। আর কারো প্রতি কি না জানি নে। আপাততঃ বিচার-বিতর্ক বন্ধই থাকুক। তা'হলে কথা রইল, কাল সন্ধ্যা ছ'টায় আমাদের সমিতির বৈঠকে আপনাকে আর অনীতা দেবীকে আমরা চাই। আপনারা উপস্থিত থাকবেন—কেমন?

অনীতা। আমরা যাবই, কি বলিস্ রমলা? অন্ততঃ তাদেরে আমাদের কথা, আজকার যুগের মেয়েদের কথা শুনিয়ে আসতে আমি চাই।

রমলা। তুমি যদি চাও, তাহলে আমার না-চাইবার কোন কারণ দেখছিনা। তবে—

সমীরণ। তবে—স্যার, আজ এ নতুন সম্ভাবনাময় জগতে জিজীবিষা জাগছে।

রমলা। জিজীবিষা?

কিশোরী। কি বল্ছ কলাবিদ্?

সমীরণ। স্যার, এ শুভ যোগাযোগ সংবাদপত্রে বিঘোষিত হোক, তার জন্যে আমি উৎকলিকান্বিত।

রমলা। শুভ যোগাযোগ? মিঃ হালদার, আপাততঃ আমরা বিয়োগ কামনায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত।

কিশোরী। আজকার দিনের বিয়োগের কথাটা আমরা যেন না ভাবি। কলাবিদ্! আপাততঃ তোমার প্রচার স্পৃহাটা দমনই রাখ, তার সময় আস্ছে। (ঘড়ি দেখিয়া) একটা এনগেজম্যাণ্টের সময় হয়ে এল—

কিশোরীপতি উঠিল।

তা'হলে আসি অনীতা দেবী? নমস্কার! নমস্কার!

কিশোরীপতি রমলা ও অনীতাকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

রমলা। আপনি? আপনি মিঃ হালদার!

একখানা 'চলন্তিকা' লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

সমীরণ। আমি? হ্যাঁ আমি···আমি বল্‌ছিলাম কি ধ্বান্ত পৃথিবীতে নারীর জিগীষা—

রমলা। আমি বল্‌ছিলাম, আপনি কি (চলন্তিকা দেখিয়া) জিজীবিষু?

অনীতা। কি সব বলছিস রমলা?

রমলা। এঁকে বলছি অনীতাদি, ইনি কি জিজীবিষু অর্থাৎ "বেঁচে থাকতে ইচ্ছুক?"

অনীতা। ওঃ! (অনীতা হাসিয়া উঠিল)

সমীরণ। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু অন্ততঃ একটা এক্সপোজার—

রমলা। না, এক্সজিট।

সমীরণ। নমস্কার!

কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়া সমীরণ হালদার বারবার ফিরিয়া চাহিতেছিল।

রমলা। আসুন। আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, কি জানি আবার সিঁড়িতে হোঁচট্‌ খেয়ে পড়ে যান। আহা-হা, চল্‌তে চল্‌তে পেছনে তাকাবেন না, আমি যে আপনার সুমুখেই থাক্‌ব!

অগত্যা সমীরণ রমলার সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল। রমলা অল্পক্ষণ মধ্যেই ফিরিয়া আসিল। অনীতা ততক্ষণে গিয়া পিয়ানোর কাছে বসিয়া—পিয়ানোয় হাত চালাইতেছে।

অনীতা। ব্যাপার কি রমলা? তুই দেখ্‌ছি কলাবিদের অপমৃত্যু ঘটাবে! প্রতিভার আত্মহত্যা।

রমলা। কলাবিদ্‌ যে আমার জীবন দুর্বহ করে তুলেছে অনীতা দি।

লোকটা যেন সর্বব্যাপী। ট্রামে উঠে বসেছি, সামনের আসনেই চেয়ে দেখব ওকে, নিউ মার্কেটে গেছি হয়তো একটা জিনিষ পছন্দ করছি, পেছনে, 'নমস্কার' ওই সুর। ঢাকুরিয়ায়, মেমোরিয়ালে, গার্ডেনে, রংমহলে, লাইট হাউসে, সর্বত্র—উঃ।

অনীতা। লোকটা শুধু শিল্পীই নয়, উদ্যমী পুরুষ-সিংহ।

রমলা। অবতার অনীতাদি। আমি আশ্চর্য হবনা, দরজার পরদাটা সরালে এখনই হয়তো দেখব—ধুমকেতুমিব কিমপি করালম্—

অনীতা। কোন অবতার কেন সিংহ, ব্যাঘ্রকে পর্যন্ত ভয় করিস্ না রমলা। এদের নিয়ে খেলতে সতর্কতা ও সাহস চাই বটে কিন্তু আনন্দও কম নয়।

রমলা। তুমি তো আজই খেলা শুরু করে দিলে অনীতাদি, কিন্তু সার্কেস পার্টিতে আমার পোষাবে না। নাঃ, আমাদের একটা স্বতন্ত্র আত্মরক্ষা সমিতি গড়তে হবে দেখছি।

অনীতা। নারীরক্ষা সমিতি? না, রমলা—এনামে প্রকাশ পাবে দুর্বলতা। আমরা দেখাতে চাই, আমরা দুর্বল নই। নারীরা করব বিদ্রোহ, গাইব বিদ্রোহের গান—বাংলার ভারতের ঘরে ঘরে অন্তঃপুরে সে বিদ্রোহের উত্তেজনা ছড়িয়ে দেব।

রমলা। কিন্তু তোমার এ বিদ্রোহের পেছনেও যে আছে বেদনা—নয় কি?

অনীতা। (ম্লান হাসি হাসিয়া) না, রমলা, না। বেদনা নয়, জ্বালা। আর সেই জ্বালাই হবে আমাদের মুক্তি পথের পাথেয়।

অনীতা পিয়ানোয় হাত চালাইয়া গান ধরিল।

গান

দহন আমার সেই যে ওগো—
সেই যে প্রাণের আলো
ঝড়ের রাতে পথ দেখাতে
তীব্র দহন জ্বালো।
জ্বালো—তুমি জ্বালো।
আজিকার বিদ্রোহ-বন্ধুর পথে
চল, চল, সঙ্কট দুর্জয় রথে
বিঘ্নের অশনি পাতে
উজ্জ্বল আলোধারা ঢালো ;
জ্বালো—ওগো জ্বালো।
শান্তিবিহীন ক্লান্তিহারা
জীবন নিকষ কালো,
সেই হবে মোর ভালো।

গান থামিবার পূর্বেই ক'খানা বইএর একটা সুদৃশ্য প্যাকেট লইয়া বেয়ারা আসিয়া প্যাকেটটা রমলার হাতে দিয়াছিল। রমলা একটানে প্যাকেটটা ছিঁড়িয়া বইগুলি দেখিতেছিল।

রমলা। আগুন জ্বালো অনীতাদি, আগুন!

অনীতা। কেন—আগুন কেন রমলা?

রমলা। এ বইগুলো, এ উপহার, আগুনে পোড়াতে হবে অনীতাদি! উপহার! উপহার!

রমলা বইগুলি জড়াইয়া লইয়া জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

রমলা। না, আপাততঃ উপহারগুলো রাস্তার আবর্জনার মাঝেই বিশ্রাম গ্রহণ করুক।

রমলা বইগুলি জানালা দিয়া নীচে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

অনীতা। কোন পূজারীর অর্ঘ তুমি এমন ভাবে নর্দমায় ফেলে দিলে রমলা?

রমলা। অর্ঘের উপাদান কি জান অনীতাদি? "স্বামীর চেয়ে বড়ো" উপন্যাস, "সখী জাগো মম যৌবন নিকুঞ্জে" কাব্য, "তুঁহু মম জীবন" নাটক। এ অর্ঘ—

বাহিরে শুনা গেল কে যেন বাধা না মানিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া আসিতেছিল। দরজার পাশে আসিয়া কহিল, 'আসতে পারি কি?'

রমলা। এইরে—আবার কলাবিদ্—না, না, না।

দরজা ঠেলিয়া প্রবেশ করিল বিমল। তাহার হাতে রমলার জানালা দিয়া ফেলা বইগুলির প্যাকেট।

রমলা। নিপীড়িত পথচারীর অনধিকার প্রবেশ মার্জনা করবেন। আপনি কে জানিনা, এ উপহারগুলো আপনার কি না তা'ও জানবার কথা নয়—শুধু একথা জানি আমার নয়। তথাপি আমার মাথায় যিনিই এগুলো বর্ষণ করুন না কেন, তার জন্যে খুব প্রীতি অনুভব করতে পারিনি।

রমলা। আপনার মাথায়?…তা'—

বিমল। হ্যাঁ, আমারই এ শ্রীমস্তকে। আমি স্বপ্ন-বিলাসী, পথ চলতে চলতে স্বপ্ন দেখছিলাম স্বর্গপুরীতে দেবকন্যারা নৃত্য ভুলে রাইট্ লেফট্ করতে আরম্ভ করেছেন. তাঁদের কণ্ঠ রণ-সঙ্গীতে মুখর, কোমল করগুলি হাতবোমায় সুশোভিত, তার পরই আপনার বা আপনারই গৃহের কারো পুস্তকাঘাতে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

রমলা। দেখুন, আপনিও পথে পথে আর স্বপ্ন দেখে বেড়াবেন না, আর আমিও —

বিমল। এমন করে পথচারীর বিঘ্ন উৎপাদন করবেন না। ধন্যবাদ !

রমলা। তবে একথাও জেনে রাখা ভাল, আপনার কথা বলছি না,— যে-সব পুরুষ পথের চেয়ে পাশের বাড়ীর জানালাগুলির দিকে চেয়ে চেয়েই পথ চলতে যায় তাদের বিপদ একটু ঘটেই, তা' অস্বাভাবিক নয়।

বিমল। সহরশুদ্ধ সবগুলো জানালায়ই আর ফুল ফুটে থাকেনা যে বুদ্ধিমান পথিকরা ওদিকে চেয়ে চেয়ে পথ চলবে। মহানাগরিক জীবনে অবশ্য জানালার পাশে প্রদর্শনী খুলে বসে-থাকার ন্যাকামী যেমন বিরল নয়, চেয়ে-থাকার বোকামিও তেমনি কম নয়। কি বলেন ?

রমলা। প্রদর্শনী যারা খুলে বসত, তারা এসব অঞ্চলে বাস করতনা।

বিমল। কোথায় বাস করে বা করত জানিনা। অধুনা পাড়াগাঁয়ে বাস করি, আর স্বপ্ন দেখি—তাই ভাবি সমস্ত সহুরে জীবনটাই বুঝি প্রদর্শনীময়, বিশেষ করে এ নতুন সভ্যতার আবির্ভাব লগ্নে।

রমলা। সেজন্যেই হয়ত ভগবান ভাবলেন, আপনার মিথ্যা ভাবনাটা আঘাত দিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে।

বিমল। ভুল করলেন, যারা শীকার খুঁজে বেড়ায় বা শীকার হয় ভগবানও তাদেরে আঘাত করতে আজকাল আর পারেননা। যাক্, আমার আর সময় নেই, আমি যাচ্ছি। তবে নিরীহ পথচারীদের মাথা বাঁচিয়ে এ বাড়ীর লোকেরা ভবিষ্যতে চলবেন এ ভরসাটুকু নিয়ে যেতে পারি তো ? নমস্কার—

রমলা। দেখুন, আপনার অনধিকার প্রবেশ আর বাক্যবাণের আঘাত সহজে মার্জনীয় নয়। তবে আপনিও আঘাত পেয়েছেন তা'ও

মিথ্যা নয়। তাই আমি বলি কি, একটু অপেক্ষা করুন, দেখি যদি সে-বেদনায় একটুখানি লাঘব করা যায়—কি বলেন? দুর্ঘটনার মাঝে আজকার এ আকস্মিক পরিচয়টা—আমি আসছি—দু'মিনিট। পালাবেন না কিন্তু। ততক্ষণ তুমি পাহারা দাও অনীতাদি।

রমলা দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। হতভম্ব বিমল কক্ষের অন্তপ্রান্তে চাহিয়া দেখিল, পিয়ানোর ধারে ভর করিয়া দুই হাতে মুখ রাখিয়া একজন মেয়ে।

বিমল। অনীতাদি—?

অনীতা বিবর্ণমুখে একটুখানি হাসি টানিয়া আনিয়া দাঁড়াইল। বিমল চাহিয়া দেখিল অনীতা। সহসা তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল।

অনীতা। ঠাকুরপো!

বিমল। ঠাকুরপো? আর তো আমি কারো ঠাকুরপো নই—। এককালে আমার বৌদি ছিলেন, আমিও ছিলাম তাঁর ঠাকুরপো—কিন্তু সে স্বপ্ন তো ভেঙ্গে গেছে। আমার বৌদি মরে গেছেন।

অনীতা। হ্যাঁ, মরে গেছে। কিন্তু ভুলে যেয়োনা যে অনীতা মরেনি, মরবেও না। সে বেঁচে থাকবে তার আপন পরিচয় নিয়ে, আপন গৌরবে।

বিমল। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে চাই, আমাদের দেশের, সমাজের, পরিবারের পরিচয় নিয়ে, গৌরব নিয়ে, নিজেকে তারই মাঝে ডুবিয়ে দিতে চাই। এ-ই আমার দাদার শিক্ষা, গুরুর মন্ত্র।

অনীতা। দাদার শিক্ষা?

বিমল। দাদা বলেন, আমি স্বতন্ত্র নই—স্বাধীন নই। দেশের, জাতির স্বাধীনতাই আমার সব। যাক্, এখন যাই।

অনীতা। যাও। এবাড়ীতে যারা থাকে, তারা স্বতন্ত্র, স্বাধীন—তোমার

দাদার থিওরীর ভক্ত নয়। যারা নিজে স্বাধীন নয়, বন্ধনমুক্ত নয়, তারা স্বাধীনতার স্বপ্নই দেখে শুধু।

বিমল। আর অনেকে উচ্ছৃঙ্খল ধ্বংসের পথেই দেশকে এগিয়ে দেয়।

বিমল চলিয়া গেল। অনীতা স্তব্ধ অপলক দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রবেশ করিল রমলা।

রমলা। উনি চলে গেলেন অনীতাদি?

অনীতা। হ্যাঁ, চলে গেলেন।

রমলা। রাখ্‌তে পারলেনা?

অনীতা। (ম্লান হাস্যে) যারা যাবার তারা তো যাবেই—ধরে রাথব কি করে? তোমার চায়ের অভ্যর্থনায় ওরা ভুলেনা। ওরা নারীর কাছে আত্মসমর্পণ দাবী করে—অভ্যর্থনা চায়না।

তৃতীয় দৃশ্য :—

স্বরূপ চৌধুরীর বাড়ীর বহির্ভাগস্থ কক্ষ। অদূরেই দেখা যায়, সুসজ্জিত তোরণ, বিবাহ বাড়ীর চিহ্ন। ব্যস্ততার মৃদু কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল। নহবৎ বাজিয়া বাজিয়া থামিয়া গিয়াছে। সেই কক্ষে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল সত্যজিৎ চৌধুরী। রুক্ষ বিমলিন চেহারা। খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ী মুখে। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

সত্য। কার অভ্যর্থনার জন্যে এ তোরণ? আমি আজ ফিরে আস্‌ছি বলে একটু আগে নহবৎ বাজ্‌ছিল? কিন্তু—

রামরঞ্জন মহাপাত্র প্রবেশ করিলেন।

মহাপাত্র। এসো বাবাজী এসো। কি যে আনন্দ হচ্ছে তোমাকে দেখে।

সত্য। আনন্দ হচ্ছে রামকাকা?

মহাপাত্র। হবেনা? বুঝ্‌লে বাবাজী, এ অঞ্চলে যুদ্ধের মর্মকথাটা কেউ বুঝেনা, বুঝলে না। তুমি এলে, তোমার সঙ্গে আলোচনা

করে তবু আনন্দ পাব, শান্তি পাব। কি বল ?

সত্য। যুদ্ধ ? যুদ্ধ তো থেমে গেছে।

মহাপাত্র। থেমে গেছে ? বল কি ? (উচ্চকণ্ঠে) যুদ্ধ থেমে গেছে, সন্ধি হল—সন্ধি ?

সত্য। না, সন্ধি নয় পরাজয়। রণে পর্যুদস্ত পরাজিত আমি আজ ফিরে এসেছি আত্মসমর্পণ করতে। আমারই অভ্যর্থনার জন্যে এ সুসজ্জিত তোরণ, পরাজিত আমারই আগমনী গাইছলি নহবৎ ?

মহাপাত্র। তুমি কি-সব বলছ বাবাজী ?

সত্য। সত্যই আমি পরাজিত। কিন্তু কেন এমন হল জান ? আমি নিজেই সবটা বুঝে উঠতে পারছিনা।

স্বরূপ চৌধুরী প্রবেশ করিলেন।

স্বরূপ। এসেছ সত্যজিৎ ?

সত্য। (বিস্ময়স্তব্ধ নেত্রে পিতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া) বাবা ?

স্বরূপ। হাঁা, তোমার বাবাই, চিন্‌তে পারছ না তুমি ?

সত্য। বাবা ! হাঁা চিন্‌তে পারছি—আমি আপনারই ছেলে।

সত্য পিতার পদধুলি লইল।

স্বরূপ। চৌধুরীকুলের একমাত্র বংশধর।

সত্য। বংশধর ? হাঁা, বাবা। আমি আজো বেঁচে আছি, আপনার ভবিষ্যৎ বংশধর বেঁচে আছে।

স্বরূপ। যাও, বাড়ীর ভেতরে যাও। তোমার এ চেহারা ? মহাপাত্র !

সত্য। বাড়ীর ভেতর যাব আমি ?

স্বরূপ। হাঁা, বাড়ীর ভেতর যাবে সত্যজিৎ। যাবেনা ? ওরে হতভাগা ! আমার কঠোরতার ওপর আর আঘাত দিস্‌না।

সেখানে তোর মা অপেক্ষা করছেন তোর জন্যে, তোর বোন অপেক্ষা করছে—আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন—

সত্য। মা বোন, আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন? আমার সবাই আছেন?

স্বরূপ। সবাই আছেন। তোমার আঘাতে জর্জরিত দেহ নিয়েও এ তিন বছর তাঁরা বেঁচে আছেন, তোমারই জন্যে। তাঁরা ভুলে যেতে পারেন না যে তোমারও দেহে তাঁদেরই রক্তধারা বইছে। যাও, তুমি বাড়ীর ভেতর যাও সত্যজিৎ! চল মহাপাত্র! পূজোবাড়ীতে যেতে হবে।

স্বরূপ চৌধুরী ও মহাপাত্র চলিলেন।

মহাপাত্র! সাড়ম্বরে আজ কুলদেবতার পূজো হবে। শুধু বিয়ের জন্যে নয়, চৌধুরী কুলের বংশধর ফিরে এসেছে. বলেও। দেবতার পায়ে সমস্ত গ্লানি বিসর্জন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে সত্যজিৎ আজ শুদ্ধ হবে, পবিত্র হবে—

সত্য। (আর্ত্তকণ্ঠে) বাবা! প্রায়শ্চিত্ত করব, পবিত্র হব?

স্বরূপ। (ফিরিয়া) তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ? ভেতরে যাও—

সত্য। বাবা! আমি একা আসিনি তো!

স্বরূপ। (নিকটবর্ত্তী হইয়া কঠোরকণ্ঠে) একা আসনি? কে এসেছে তোমার সঙ্গে—কোথায় সে?

সত্য। যে এসেছে সে শিশুর দেহেও চৌধুরী বংশেরই রক্তধারা বইছে।

স্বরূপ। চৌধুরী বংশেরই রক্তধারা? মহাপাত্র! তুমি যাও, আমি একা সত্যজিতের সঙ্গে কথা বলতে চাই। কেউ এসে ভীড় করোনা এখানে, যাও।

মহাপাত্র চলিয়া গেলেন। বাহিরে যে অস্ফুট কোলাহল চলিতেছিল তাহাও থামিয়া গেল।

সত্য। কিন্তু বাবা! সে রক্তধারা বইছে অতি ক্ষীণ—কখন হয়ত হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাবে।

স্বরূপ। সে কোথায় ?

সত্য। গাড়ীতে বসে ধুঁক্‌ছে। আমি জান্‌তে এসেছি বাবা, এবাড়ীতে প্রবেশের তারও কি অধিকার আছে ?

স্বরূপ। অধিকার! অধিকার! চৌধুরী বংশের রক্তধারা ? ওরে—

স্বরূপ চৌধুরী অস্থির ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন।

সত্য। কেউ তার নেই বাবা! অপদার্থ শক্তিহীন পিতা, মা বলে কেউ ছিল তা' হয়ে গেছে স্বপ্নকথা। অথচ সেও বাঁচতে এসেছিল, এসেছিল এবংশেরই রক্তধারা আশ্রয় করে। তার………

স্বরূপ। থাম তুমি সত্যজিৎ। অনুকম্পা জাগাতে চেষ্টা করো না। আমার আজন্ম আরাধ্য ইষ্টদেবতার বাণী শুন্‌বার অবসর আমাকে দাও।

সত্য। অনুকম্পা যদি পেতাম, তা'হলে হয়ত সে আজ মাতৃহারা হতনা, তার পিতা তার জন্তে নিজের পিতার দ্বারে এসে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতনা।

স্বরূপ। আমার ইষ্টদেবতার বাণী কি জান ? তিনি কঠোর কণ্ঠে অন্তর থেকে বলছেন, তুমি তোমার অভিজাত্য, বংশের মর্যাদা, তোমার সাধনা, শাস্ত্র, ধর্ম কখনো বিসর্জন দিয়োনা চৌধুরী— দুর্বল তুমি হয়োনা। না, না, না। দুর্বল আমি নই। শোন সত্যজিৎ!

সত্য। বলুন।

স্বরূপ। সে শিশুর স্থান হবে এগৃহে।

সত্য। হবে বাবা ? আশ্রয় পাবে সে ? বাঁচবে সে ?

স্বরূপ। হ্যাঁ, পাবে। (থামিয়া) এগৃহে বহু দাসদাসী আছে, বহু আশ্রয়-প্রার্থীর অন্নবস্ত্র এবাড়ী অকাতরে যুগিয়ে যাচ্ছে—একটী শিশুরও স্থান হবে, সে বাঁচবে। কিন্তু—এবাড়ীর বংশধররূপে নয়।

সত্য। (আর্তকণ্ঠে) বাবা! কিন্তু সে যে আমারই বংশধর।

স্বরূপ। না, না, সে তোমার বংশধর নয়। আজ থেকে সে হবে এবাড়ীর প্রতিপাল্য, কিন্তু তোমার কিছু নয়। এসব জমিদার পরিবারে নতুন নয় সত্যজিৎ। এরকম শিশুজন্ম আগেও হত, আশ্রয়ও তারা পেত, কিন্তু মর্যাদা, সম্মান, কুলগৌরবের অধিকার তাদের থাক্‌ত না, থাক্‌তে পারেনা।

সত্য। সে আমার পুত্র, আমার পুত্র সে। না, বাবা —

স্বরূপ। তোমার পুত্র নয়। অজ্ঞাতকুলশীলা, আশ্রমে প্রতিপালিতা মেয়ের, হয়ত নীচজাতীয়ার গর্ভজাত পুত্র গোত্রদায়াধিকারী নয়, সে মাত্র বান্ধব।

সত্য। আপনার শাস্ত্র আর সমাজধর্মের বিচার মাথা পেতে নিতে পারছি নে বাবা! আমি পরাজিত, হৃতশক্তি, কিন্তু মৃত নই।

স্বরূপ। সত্যজিৎ—!

সত্য। আমি এখনো মৃত নই। কিন্তু সে একদিন মর্‌বেই। তারপর একদিন আপনার এ দুর্বল হতভাগ্য পুত্র ফিরে আসবেই হয়ত। তার মাকে ধরে রাখতে পারিনি—আমিই পারিনি, ছেলেকেও পারবনা? আমি তা'হলে যাই বাবা।

স্বরূপ। যাবে? (কিছুক্ষণ থামিয়া) যাও, যেতে পার তুমি। বহুকাল ধরে আমার পূর্বপুরুষেরা বংশের যে পবিত্রতা রক্ষা করে আসছিলেন, পুত্রস্নেহে এ পুরুষে আমি তা' নষ্ট করতে পারিনা। আমি আমার ধর্ম বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নই।

"না মুত্র হি সহায়ার্থং পিতামাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতিধর্মতিষ্ঠাত কেবলঃ॥

সত্য। তাই হোক।

একজন চাকর ভীতভাবে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল।

স্বরূপ। কে? কি চাস্ তুই?

চাকর। মা ঠাকুরুণ!

স্বরূপ। না, এখানে কেউ আসতে পাবেনা।

চাকরের প্রস্থান। ভিতরের দিক হইতে নারী কণ্ঠের একটা অস্ফুট আর্তনাদ শুনা গেল। কে একজন নারীকণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা'!

স্বরূপ। না, সুরধুনী! আমি পুত্রহীন, তুইও ভ্রাতৃহীনা।

সত্য। এখানে থেকেই প্রণাম করছি মা! আর সুরধুনী, প্রার্থনা করছি, তুই সুখীহ'। বাবা—

স্বরূপ চৌধুরী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সত্য তাহাকে প্রণাম করিল।

সত্য। এ আশীর্বাদটুকুও করবেননা বাবা, আপনার বংশ না-হোক যেন এই শিশুর মাঝেই দুর্বল, কলঙ্কিত আমি বেঁচে থাকি?

সুজিৎ প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল।

সুজিৎ। বাঁচবে সত্যদা, নিশ্চয়ই বাঁচবে। আমি তোমার ছেলেকে বাঁচাব, তোমাকে বাঁচাব—আর চৌধুরী বংশও বেঁচে থাকবে। এসো সত্যদা, আমার সঙ্গে এসো। তোমার ওপর অধিকার শুধু তোমার পিতামাতারই নয়, কাজলদিঘীরও। তোমার ছেলেকে আমার হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমারো বিশ্রামের প্রয়োজন, শান্তির প্রয়োজন।

স্বরূপ। (কঠোর কণ্ঠে) সুজিৎ! কাজলদিঘীর তুমি কেউ নও, হতে পারনা।

সুজিৎ। অন্ধ হলেও অবিচলিত বিশ্বাসকে আমি শ্রদ্ধা করি, সংকল্প-দৃঢ় অটুট কঠোরতাতে বিস্ময় বোধকরি। কিন্তু কারো দম্ভকেই আমি ভয় করিনা জ্যাঠামশাই।

———

চতুর্থ দৃশ্য :—

কিশোরীপতির বাড়ী। কিশোরীপতির নিজস্ব অফিস কক্ষ। টেবিলের একধারে দাঁড়াইয়াছিল স্মিতমুখে কিশোরীপতি, অন্যপাশে অনীতা। কিশোরীপতি টেবিলের উপর দিয়া বিদায়অভ্যর্থনার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছে, অনীতাও সেই হাতে হাত মিলাইয়াছে। অনীতার মুখে ক্ষণিকের জন্য একটু বিপন্ন সংকোচের ভাব দেখা দিয়াছিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইয়াছে।

অনীতা। ভয় আমিও করিনা। দুর্গমের পথে দুঃসাহসিক যাত্রী যারা তাদেরে হতে হয় চির-নির্ভয়।

কিশোরী। আপনার মাঝে কি দেখছি জানেন অনীতা দেবী? না, এ আমার অতিশয়োক্তি নয়, উচ্ছ্বাসও নয়—আমি দেখছি ভারতবর্ষের মুক্তি যেন রূপ পেয়েছে এই অপরূপ—

অনীতা। উচ্ছ্বাস না হলেও খোশামোদের মত শুনায় মিঃ মজুমদার।

কিশোরী। খোশামোদ আমি জানি না, আমিও জয় করি, করতে চাই স্বীয় শক্তিতে। যাক্, আপনার হাতে প্রতিষ্ঠানের ভার তুলে দিয়ে আজ আমি নিশ্চিন্ত। আপনার 'নারী শিল্পাগার,' স্বাবলম্বী, স্বাধীন নারী জাতির জন্ম দিক, আর 'জাগরণী সংঘ' নতুনের মন্ত্রে দেশকে দীক্ষিত করুক—এ আমার অন্তরের কামনা। মনে রাখবেন, আমি এ মহান কার্যে আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে আছি আপনার পাশে। আপনার উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হোক।

অনীতা। অজস্র ধন্যবাদ।

কিশোরী। আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করে আমি আনন্দিত। সে-কথা বলতেই আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম।

অনীতা। (হাস্য মুখে) কিন্তু একথা ভুলে যাবেননা মিঃ মজুমদার

যে, আত্মসমর্পণ আমার মূলমন্ত্র-বিরোধী, এবস্তুটাকে আমি ঘৃণা করি।

কিশোরী। কিন্তু এ-সমর্পণের মাঝেও থাকে সত্যিকার জয়ের আনন্দ, ঘৃণার মাঝেও আনে পুলক।

অনীতা। পুরুষেরা সবাই মাঝে মাঝে একটু কাব্যিক হয়ে উঠে, নয় কি মিঃ মজুমদার? তা'হলে এখন আসি।

অনীতা এইবার হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, কিশোরীপতিও। তারপর অনীতা বাহির হইয়া গেল। কিশোরীপতি একটা সিগারেট ধরাইয়া চেয়ারে গা' এলাইয়া দিল। পরক্ষণেই বেল টিপিল, প্রবেশ করিল বেয়ারা। বেয়ারাকে সে হাতের ইঙ্গিত করিল। বেয়ারা দরজা ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কিশোরী। পুরুষেরা হয় কাব্যিক? আর নারীরা? হাসি আসে—নারী! নারী! কিশোরীপতির কাছে নারীর মূল্য কত,—জানো অনীতা দেবী?

আপনমনে সে হাসিয়া উঠিল। বেয়ারা মদের একটা বোতল ও গ্লাস ট্রেতে করিয়া আনিয়া পাশে রাখিল। কিশোরীপতি গ্লাস তুলিয়া চুমুক দিল। বাহির হইতে সমীরণ সাড়া দিল।

সমীরণ। আসতে পারি স্যার?

কিশোরী। কে? কলাবিদ্? না, না, এখন আসতে পারনা।

সমীরণ। (বাহির হইতে) এক মিনিট স্যার!

কিশোরী। না, না।

কিশোরীপতি দরজার সম্মুখে গিয়া পর্দা সরাইয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া বাহিরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইল।

কিশোরী। কি চাই কলাবিদ্? এখন আমি বিশ্রাম চাই—একাকী আপন মনে ডুবে থেকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম। হ্যাঁ, শোন। তুমি চেয়েছিলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের কথা বিঘোষিত হবে কাগজে কাগজে?

তা' হচ্ছে কলাবিদ্। তুমি সমস্ত সংবাদপত্রের অফিসে গিয়ে দেখ যা'তে কালকার ভোরের কাগজেই, 'নারী শিল্পাগার' আর 'জাগরণী সংঘের' সচিত্র বার্তা প্রচারিত হয়। আর সঙ্গে যেন থাকে অনীতা দেবীর কথা, তা'ও সচিত্র—বুঝলে ? হ্যাঁ, 'জাগৃহি' সম্পাদককে স্মরণ করিয়ে দিও, অনীতা দেবী সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যের কথা।

সমীরণ। (বাহির হইতে) স্যার! রমলা দেবীও—

কিশোরী। রমলা দেবী ? নিশ্চয়—রমলাদেবীও—

উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, তারপর দরজা বন্ধ করিয়া পর্দা টানিয়া দিল, চেয়ারে বসিয়া আবার মদের গ্লাসে চুমুক দিল। টেলিফোন বাজিয়া উঠিল—সে রিসিভার হাতে নিল।

কিশোরী। হ্যালো—কে ? ম্যানেজার ? কি, বলুন !·· হ্যাঁ, দাম ? দাম কিছুটা নেবে গেছে ? নাবলই বা, আবার বাড়বেই আর এক দিন······দুষ্প্রাপ্যও হবে।···মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান ? চাল নিয়ে যাবে ? ··কি, ব্ল্যাক মার্কেটে কারা করবে অভিযান ? ভয় পাবেন না। ওদেরে আমি দেখব।···আপনি এক কাজ করুন। ২।৩ নং গোডাউনের সব আজ রাতেই গঙ্গার ওপারে, বুঝেছেন কোথায় ?···হ্যাঁ, সরিয়ে রাখ্‌তে হবেই। তারপর আমি সব ব্যবস্থা দেখব।···নিশ্চয়, কাল ভোরেই গো-ডাউন শূন্য দেখতে চাই।······ব্ল্যাক মার্কেট !············

রিসিভার রাখিয়া কিশোরীপতি আবার চুরুট ধরাইল এবং গ্লাসে চুমুক দিল। আবার টেলিফোন বাজিতেই রিসিভার হাতে নিল।

হ্যাঁ, আমি কিশোরীপতি। কে ?···নির্মলবাবু ? কাল সভা করতে চান ?···নিশ্চয়ই, আমিও উপস্থিত থাকব। সারা বাংলাদেশে যদি এই চলে, ব্যবসা জগতে এই অনাচার,..

তা' হলে বাংলা বাঁচবে কি করে ?···হোর্ডিং আর অব্যবস্থার প্রতিবাদ—হ্যাঁ, হ্যাঁ প্রবল প্রতিবাদ করতেই হবে। ডাঃ সমাধ্যায়কে লিড্ দেবার জন্যে অনুরোধ করুন।···কি ? আমার গুদামে আমার যা' আছে তা'তো দেশের লোকের জন্যেই। আমি সব আপনাদের হাতেই তুলে দেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কিন্তু কিই বা আছে ? নমস্কার ! নমস্কার !

রিসিভার রাখিয়া আবার মদ্যপান করিল। টেলিফোনটা পুনর্বার বাজিলে এবার সে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে রিসিভারের দিকে চাহিয়া রহিল ও কিছুক্ষণ তাহার বাজনা শুনিতে লাগিল।

আজ রাতে সারা কলকাতা আমার রিসিভারেই ভেঙ্গে পড়ল ?

রিসিভার তুলিয়া লইল।

হ্যালো ? কে আপনি ?···অ-হঃ মিস্ মণিকা ? মাপ করো মিস্ ! অধুনা বড় ব্যস্ত আছি—আর···· কি, কি বল্‌লে ?··· তোমাকে কথা দিয়েছিলাম ? ভুলে গেছি একেবারে। তা' —হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখ মণিকা ! তোমাকে ভুলব কি করে ? তোমার যেটুকু আমি পেয়েছি—তার স্পর্শ মুছে গেলেও স্মৃতি তো মুছে যাবে না।······আঃ, চিরকাল গাঁথা হয়ে থাক্‌ব, এ প্রত্যাশাই বা তুমি করেছিলে কি করে। না, না, এতখানি বোকা মেয়ে তুমি নও।······কি বলছ ? ভালবাসা ? আধুনিক সমাজের অতি-আধুনিক আলোকে উদ্ভাসিতা তুমি, তুমিও ভালবাসাকে চিরকালের পবিত্র বন্ধন বলে মনে করলে ?······রেগেছ তুমি ?······কি করবে ?······ নিজের দিকে চেয়ে দেখো, তোমার পরিবার, সমাজ, ভবিষ্যত যদি বাধা না জন্মায় যা'খুশী প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা তুমি করতে পার। আমার দিক থেকে উৎকণ্ঠিত হবার কারণ

নেই।····· আমার মুখোস? ছিঃ ছিঃ, তুমি এত অবুঝ? জান, তা'তে আমার উপকারই করা হবে—তখন আমাকে গৃহে আর মজলিসে বসে যারা ছিঃ ছিঃ করবে, সে-সব মেয়েরাই আমার চারদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়াবে—আমি হব তাদের জপমালা। আমাকে এতখানি প্রসিদ্ধ করে তুলোনা, সামলাতে পারবনা।···বেশ! বেশ! কিন্তু একথাও জানি মণিকা, আবার মনের খেয়ালে একদিন যদি তোমার দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হই, ফেরাতে আমাকে তুমি পারবে না।···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপাততঃ সুখে নিদ্রা যাও, আমার দুঃস্বপ্ন আর দেখোনা।···স্কাউণ্ড্রেল?

উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া রিসিভার রাখিয়া দিল। আর একবার মদ খাইল।

স্কাউণ্ড্রেল!—কেন?

কলিং বেল টিপিল। বেয়ারা আসিল।

শোন, আজ কিছুই খাবনা, হোটেলে খেয়ে এসেছি। আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চলে যা' তুই। আমি এখানেই থাকব আজ।···

বেয়ারা আলো নিবাইয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

আর দ্যাখ্—পাখার জোরটা পুরো করে দে।··

বেয়ারা পাখার গতি বাড়াইয়া দিল। টেবিলে কাগজপত্র ইত্যাদি পাখার বাতাসে উড়িয়া একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করিতেছিল।

যা,' এবার তুই যা'।

টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া কিশোরীপতি এলাইয়া পড়িল।

কাল ভোরে আবার জাগবে কিশোরীপতি নতুন জীবন নিয়ে, নতুন উদ্যমে। কাল চাইবে সে অর্থ, যশ, করতালি, অভিনন্দন সব-কিছু, অনেক কিছুই। আজ আর নয়। আজ বিশ্রাম আর স্বপ্ন। কার স্বপ্ন দেখব আজ?—তোমার? তোমার স্বপ্ন?···

পঞ্চম দৃশ্য :—

সুজিতের বাড়ীর কক্ষ।

সুজিত জাগৃহি সংবাদপত্র হাতে লইয়া বসিয়াছিল। বিমল তাহার পাশে একটু দূরে।

বিমল। আর আমি স্বপ্ন দেখিনে দাদা! আমি যা' বলছি, তা' বাস্তব। নিজে কলকাতায় দেখে জেনে এসেছি।

সুজিৎ। আমিও জানি বিমল। কিন্তু আর এসব ভাবতে পারিনে।

বিমল। তা-ই হোক, আমিও আর ভাববনা। কিন্তু এ অঞ্চলে আমাদেরে যারা অসম্মান করতে চাইবে, তাদেরেও কিছু বলবনা? অন্যায়, অবিচার, মুখ বুজে সহ্য করব?—ডাঃ সুজিৎ রায়কে দম্ভ ভরে বলবে, তফাতে থাক তোমার জাত নেই, তা'ও?

সুজিৎ। (হাসিয়া) তা'হলে তুমি কি করতে বল? দল বেঁধে গায়ের জোরে সমাজের নিষেধ বিধির গণ্ডী অতিক্রম করতে চাও? এ সংগ্রামে সার্থকতা নেই বিমল।

বিমল। সার্থকতা আছে স'য়ে থাকায়?

সুজিৎ। না, তা'তেও নয়। সার্থকতা আসবে উপেক্ষায়, অগ্রাহ্য করে পথ চলায়। নির্যাতন, অন্যায়, অবিচারকে উপেক্ষা করে চলবার শক্তি কম শক্তি নয়। আজ আমাদেরে গ্রাম্য দলাদলি আর পারিবারিক কলহ নিয়ে থাকলে চলবে না, বিশ্বে যে কলহ যে দলাদলি চলছে, তা'তে আমাদেরে অংশ গ্রহণ করতেই হবে।

বিমল। কিন্তু এগ্রামেই আমাদেরে থাকতে হবে তো?

সুজিৎ। কে বললে চিরকালই একে আঁকড়ে থাকব আমরা? বাইরের—আরো বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের ডাক আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কে-জানে কখন সে ডাক আসবে?

বিমল। তোমার এ পল্লীসমাজকে গড়ে তুলবার আদর্শ—

সুজিৎ। ভুলিনি, ভুলবনা বিমল! তুমি দেখছনা আজ এসমাজের শক্তি স্বরূপ চৌধুরী নয়, তোমার মহাপাত্রও নয়—শক্তি আজ ওই নিতাই, কালীচরণ, তিনু, হারু। স্বরূপ চৌধুরীর বৈঠকখানায় ওরা আর হাঁটু গেড়ে মাথা নুইয়ে বসে আনুগত্য জানায় না। এরাই নতুন সমাজ গড়ে তুলবে—

বিমল। হুঁ—গড়ে তুলবে!

সুজিৎ। বিশ্বাস হল না? তুল্‌বে রে তুলবে। আবেদনের আত্মসমর্পণের ভাব তাদের দূর হয়েছে, তারা জেগেছে। আজ তারা বলতে শিখেছে 'জমি চাষ করে ফসল ফলাই আমরাই।' আজ প্রশ্ন করতে সাহস পায়, 'জমি কার?' বিপ্লব আস্‌বে বিমল, তা' আসবেই। যারা আজো ভাব্‌ছে তারা সমাজের নেতা, ব্যবস্থার পরিচালক, সেদিন তাদেরেও এদেরই পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদেরে তাদেরই মাঝে মিশিয়ে দিতে হবে। কিন্তু, কিন্তু বিমল—ভয় হয়, যে বিপ্লবের দিন আসছে—ঐক্যের সার্থকতার দাবী নিয়ে, সেদিনে না ওরা পথহারা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

বিমল। তোমার এসব কথা বুঝবার চেষ্টা করার চেয়ে আমার স্বপ্ন দেখা ঢের ভাল।

সুজিৎ। স্বপ্ন দেখে আর কাটাতে পারবেনা বিমল। তুমিই তো বলেছিলে সেদিন, জ্যাঠামশাইরা অতীতের স্বপ্ন দেখছেন, ভাবছেন, আবার বুঝি সমাজের ওপর তাদের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে,—আর আমাদের দেশের বিধাতারা ভাব্‌ছেন সমস্ত জাতিটাকে ভেদ-বিভেদে অর্থলোভে অমানুষ করে তোলে নিজে-দের অধিকার কায়েম রাখ্‌বেন। কিন্তু ভুল দু'দলেরই ভাঙ্গবে।

বিমল। ভুল ভাঙ্গবে?—হয়ত তারাই হবেন সার্থক। স্বরূপ চৌধুরীর

দরবারে আজো মহাপাত্র জাতীয় লোকের অভাব নেই আর—

স্বজিৎ। রাজদরবারে অধুনা নতুন নতুন জগৎশেঠদের জন্ম হচ্ছে? প্রসাদলোভী মহাপাত্রেরা চিরকালই প্রসাদ প্রার্থনা করে ফেরে, কিন্তু জমিদারের প্রসাদের থালা যে শূন্য হয়ে আসছে। আর মিরজাফর জগৎশেঠরাই একদিন ক্লাইভেরও বশংবদ হয়ে উঠেছিল কিন্তু তারা? ইতিহাস ভুলোনা বিমল।

বিমল। তা'হলে এই আশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকি, রায় পরিবারের অপমানের শোধ তুলবে একদিন নিতাই, কালীচরণ, তিনু, হারু ওরা। সে স্বপ্নই দেখি।

বিমল বিমর্ষ মুখে চলিয়া গেল।

স্বজিৎ। বিমল বড় আঘাত পেয়েছে।

খাবার ও এক গ্লাস জল লইয়া প্রবেশ করিল অচলা।

তুমি—তুমি অচলা? তা' নবীনদা কোথায় গেল?

অচলা। আমি খাবার নিয়ে আসলে অপরাধ হয় স্বজিৎদা?

স্বজিৎ। না, অপরাধ নয়। তবে আমি তো একদিনই বলেছি, এ পরিবর্তন আমি ইচ্ছা করিনা। কেন করিনা, নাই বা শুনলে তুমি?

অচলা। তা'হলে এগুলো নিয়ে যাই—নবীনদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব?

স্বজিৎ। না, তারও প্রয়োজন নেই।

অচলা খাবার রাখিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

স্বজিৎ। শোন!

অচলা। আরো কোন নির্দেশ আছে তোমার?

স্বজিৎ। রাগ করোনা অচলা। নির্দেশই কি কেবল দিই আমি তোমাকে, আর কিছু নয়?

অচলা। অনেক কিছুই ত্যাগ স্বীকার করেছ তুমি স্বজিৎদা! আমার জন্যে

আজ তোমার সুনামে কলঙ্ক, সমাজে তোমার মাথা হেঁট হয়েছে, তুমি·········

সুজিৎ। কে বললে আমার মাথা হেঁট হয়েছে? সবাই চীৎকার করে কারো সত্যিকার উঁচু মাথা হেঁট করে দিতে পারেনা। কিন্তু এসব কথা আজ নয়। তুমি না সেদিন জানতে চেয়েছিলে, তোমার বৌদির কথা? এই নাও 'জাগৃতি' পড়ে দেখো, তাঁর সন্ধান পাবে, তাঁকে ছবিতে দেখতে পাবে।

অচলা সুজিতের হাত হইতে জাগৃতি পত্রিকাখানা লইল। সুজিৎ খাবার খাইতেছিল। অচলা 'জাগৃতি' লইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করিল বিমল।

বিমল। দাদা—

সুজিৎ। কি, বিমল—কি হয়েছে?

বিমল। সংগ্রাম বেঁধে গেছে দাদা। কালীচরণ আর কিষাণপাড়ার লোকেরা আর স্কুলের ছেলে কয়টি মহাপাত্র, রতন তালুকদার—চৌধুরী বাড়ীর নায়েবকে ঘিরে ফেলেছে। ওদিকে লাঠিয়াল আসছে?

সুজিৎ। কেন, কি করেছে তারা?

বিমল। তোমার হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, তোমার গ্রামোন্নয়নের প্রচেষ্টা বয়কটের তারা প্রচার-কার্য্য চালাচ্ছিল। তুমি ব্যভিচারী—তুমি অবিশ্বাসী, তুমি পতিত, তুমি—

সুজিৎ। আমি জানতে চাই, তুমি বাধা দেবার চেষ্টা করছিলে কি না।

বিমল। কালীচরণরা উত্তেজিত। তারা ওদেরে তোমার কাছে এনে হাজির করবে, ওদের বিচার চায় তারা। আরো বলে, তালুকদারের ছেলেকে তুমি বাঁচিয়েছ, মহাপাত্রের—

সুজিৎ। আর কথা নয় বিমল! এ উত্তেজনার পেছনে তুমিও আছ। কিন্তু এখনই যেতে হবে সেখানে, আমার সঙ্গে তুমিও যাবে। ওদের

বিচার করবার কালীচরণদের কোন অধিকার নেই, আমারও নেই।

সুজিৎ ও বিমল বাহিরে যাইতেছিল, ঠিক তখনই 'জাগৃহি' হস্তে মড়ার মতো ফ্যাকাসে ভীতমুখে প্রবেশ করিল অচলা।

অচলা। বাঁচাও, তুমি তাঁকে বাঁচাও সুজিৎদা।

সুজিৎ। কা'কে বাঁচাব অচলা?

অচলা। বৌদিকে, তোমার স্ত্রীকে। তুমি জাননা তিনি কি বিপাকে পড়েছেন, কার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছে। তুমি চেননা ওকে। তাঁকে নিয়ে এসো, ফিরিয়ে নিয়ে এসো তুমি।

সুজিৎ। আমাকে এখন গাঁয়ের লোকদের বাঁচাতে হবে, জ্যাঠামশায়ের লাঠিয়ালরা হয়তো এতোক্ষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

অচলা। তুমি কিছুই বুঝছনা সুজিৎদা,—কিন্তু তিনি তোমার স্ত্রী,—

সুজিৎ। আর এরাও আমার গাঁয়ের লোক, আগে তারা বাঁচুক, তারপর বুঝব তাঁর কি হয়েছে।

সুজিৎ চলিয়া গেল।

বিমল। অচলাদি! দাদা লাঠিয়ালদের লাঠির নীচে মাথা দিতে চললেন।

বিমল তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। বাহিরে দূর হইতে একটা কোলাহল ভাসিয়া আসিতে লাগিল—সেই সঙ্গে চৌধুরী বাড়ীতে সানাই বাজিয়া উঠিয়াছে।

অচলা। লাঠির নীচে মাথা দিতে গেলেন? কিন্তু আমি······আমি কি করব?

সত্যজিৎ প্রবেশ করিল।

সত্যজিৎ। সুজিৎ কোথায়? সুজিৎ?

অচলা। আপনি? শুনছেন না ওই কোলাহল?

সত্যজিৎ। শুনছি। আর শুনছি ওই সানাই বাজছে। সুরধুনী বিদায় নেবে আজ। কিন্তু সে-বিদায়ের ক্ষণে আমার শুষ্ক আশীর্বাদটুকু দেবারও অধিকার নেই? শুনছি সবই, কিন্তু আমি অক্ষম, অপদার্থ।

অচলা। আমি যাই, নবীনদার খোঁজ করে দেখি।

সত্যজিৎ 'জাগৃহি' পত্রিকাখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সত্যজিৎ। অচলা! আজকার কাগজ এখানা? তুমি পড়ে দেখলে, কোন দুর্ঘটনার সংবাদ—আত্মহত্যা, ট্রেন দুর্ঘটনা, কোন কিছু? নেই? মাসের পর মাস কেটে গেল, তথাপি এক টুক্‌রো খবর—! (কাগজখানা উল্‌টাইয়া) একি, একি - কার এ ছবি? অচলা, কার এ ছবি?

অচলা। বৌদির—অনীতা বৌদির কথা বলছেন?

সত্যজিৎ। না, না, অচলা! এই যে, এই ছায়াচিত্রের বিজ্ঞাপনে?...... ওই হাসি, ওই মুখ আর এই বন্দিতা—! বন্দিতা? নন্দিনী আজ নন্দিতা? খোকা, খোকা, ওরে খোকা! তুই বেঁচে উঠ্‌বি—উঠ্‌বি বেঁচে?......

সত্যজিতের হাত ও সারা দেহ কাঁপিতেছিল। নবীন প্রবেশ করিল।

অচলা। নবীনদা!

নবীন। ছোটবাবু! ছোটবাবু!!

সত্যজিৎ। কি বলছ নবীন?

নবীন। আমাদের বড়বাবুকে বাঁচান ছোটবাবু!

সত্যজিৎ। আমার খোকাকে বাঁচাতে হবে নবীন, সে বাঁচবে কিন্তু তার মা বাঁচলনা।

নবীন। এখন ওকথা না ছোটবাবু। আপনাদেরই লাঠিয়ালদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন বড়বাবু।

সত্যজিৎ। আমাদের লাঠিয়াল? চৌধুরী বাড়ীর লাঠিয়াল? কিন্তু আমি, আমি......না, নবীন! আমি দুর্বল নই। আমি চৌধুরীবাড়ীর বংশধর খোকার বাবা। আমি যাব—বাবা যদি নিজে আসেন, তাঁরও সামনে আমি দাঁড়াব। চৌধুরী বাড়ীর প্রাচীন আর নবীনে যদি সংঘর্ষ আজ বাঁধে—বাঁধুক।

সত্যজিৎ চলিয়া গেল।

অচলা তুমিও যাও নবীনদা !

নবীন যেতে নেই দিদি। ওই ডাক্তার মানুষটিকে এখনো তুমি চেননি।

অচলা সত্যি, আমি চিনিনি, চিনতে বুঝি অনেকই বাকী আছে। কিন্তু বলতে পার কার জন্যে এতোসব ?

নবীন কারো জন্যেই নয়, সবই তাঁর নিজের সৃষ্টি। তিনি যাদেরে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন, যাদেরে বাঁচিয়েছেন—

মাথায় আহত সুজিৎকে লইয়া বিমল প্রবেশ করিল।

সুজিৎ। শেষকালে তালুকদারই পেছন থেকে এসে মাথায় আঘাত করলে— লাঠিয়ালরা যা' করলে না, করতে পারলে না !

অচলা। (আর্তকণ্ঠে) সুজিৎদা !

নবীন। দাদাবাবু !

সুজিৎ একখানা ইজিচেয়ারে শুইয়া পড়িল।

সুজিৎ। তেমন কিছুই হয়নি অচলা ! আমি বেঁচে আছি, বেঁচে থাকব। বিমল ! সত্যদাকে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এসো।

বিমল চলিয়া গেল।

সুজিৎ। (ম্লান হাসি হাসিয়া) এর চেয়ে শক্ত অপারেশন আমিও করে থাকি নবীনদা। ভয় কি ? যাও, কিছু জল আর একটা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে এস।

নবীন চলিয়া গেল। অচলা ডান হাতে তাহার কাপড়ের আঁচল লইয়া সুজিতের মাথার রক্ত মুছিয়া দিতে অগ্রসর হইল। সুজিৎ মাথা তুলিয়া বসিবার চেষ্টা করিল।

সুজিৎ। না, না, অচলা—তুমি না।

অচলা। (রুদ্ধ কণ্ঠে) সুজিৎদা !

সুজিৎ। তুমি হয়তো মনে করছ আঘাত, কিন্তু এ আঘাত নয় অচলা। এ আত্মরক্ষা তোমারও, আমারও।

আঁচলে চোখ ঢাকিয়া অচলা দ্রুত সরিয়া গেল।

—•—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ঃ—কাজলদিঘী গ্রামের একখানি বাড়ীর বাইরের রাস্তা। নেপথ্যে একটি ক্ষুদ্র জনতার কথাবার্ত্তা শোনা যাইতেছিল। প্রবেশ করিল ডাঃ সুজিৎ, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিমল। আর একদল যুবক রতন, নরেন ও অন্যান্য সুজিৎও কথা বলিতে বলিতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

সুজিৎ। দুঃখ কি ভাই, আমাদের বিপ্লব তো এই সুরু। কে বলে আমরা হেরে গেছি? আমরা ছিলাম শৃঙ্খলাহীন, পারিনি আমরা দেশকে বিপ্লবের চরমমন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলতে, পারিনি সবার মনে অভ্রান্ত পথরেখা এঁকে দিতে। তাই ওদের পাশবিকতা সাময়িক ভাবে জয়ী হয়েছে, কিন্তু এ জয় জয় নয়।

বিমল। কিন্তু লোকে কি বল্‌বেনা—জেল থেকে বেরিয়েই আমরা চুপ করে আছি, আমরাই বিপ্লব বন্ধ করে দিয়েছি?

সুজিৎ। অনেকেই অনেক কথা বলে বিমল, বলবেও। তা' শুনলে তোমার আমার তো চল্‌বেনা। জেলে আমরা আবার কালই ছুটে যেতে পারি। কিন্তু এই দেশ?—দেখছ না চারদিকে চেয়ে, দলে দলে মরছে লোক দুর্ভিক্ষে মহামারীতে, শুনছ না তাদের ক্রন্দন? বুঝছ না অর্থলোভে মানুষ কি অমানুষ হয়ে উঠেছে? আজ দেশের জীবন ফিরিয়ে আনতে হবে বিমল। যারা মরেছে, মরছে তাদেরে বাঁচাতে হবে, তবে না সার্থক হবে আমাদের ভাবী বিপ্লব।

বিমল। ভাবী বিপ্লব? যুদ্ধ জয়ের পর কি এদেশে ইংরেজের ঘাঁটি আরো দৃঢ়তর হবে না?

সুজিৎ। না রে না, ওরা ডুবছে, ডুবছে তাদের সাম্রাজ্যবাদ। যদি জয়ীও হয়, তথাপি আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। ভয় নেই। আবার বিপ্লব আস্‌বে—তারপরও বিপ্লব চল্‌বে এ দেশেরই প্রতি-ক্রিয়ার বিরুদ্ধে। ইংরেজ দেশ ছেড়ে গেলেই কি আমরা হব স্বাধীন? তাতেই তো আমাদের আদর্শের উদ্‌যাপন হবেনা। আমাদেরে লড়তে হবেই—সত্যিকার স্বাধীনতার লড়াই। তার জন্যে, সে বিপ্লবের জন্যেও প্রস্তুত করে তোল্‌তে হবে এদেশকে। সে ব্রতই তো আমরা গ্রহণ করেছি।

রতন। তাই করতে হবে সুজিৎদা! চিরকাল ওই ধনীর দল, অভিজাতের দল শোষণ করে চলেছে। ওরাই এনেছিল ইংরেজকে, ওরাই চাইছে ভিন্নপথে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। চেয়ে দেখ দেখি, তোমার বাড়ীর দিকে? ওই যে পুলিশের দল এতো বড় বাড়ী, হাসপাতাল সব ধূলোয় মিশিয়ে দিলে, তা'তো ওই স্বরূপ চৌধুরীরই ইঙ্গিতে? অত্যাচারীর দলকে—

সুজিৎ। উত্তেজিত হয়োনা রতন—এমনি কতো বাড়ী ঘর ধ্বংস হয়েছে, আগুন জ্বলেছে দিকে দিকে, আরো ধ্বংস হবে, আগুন জ্বল্‌বে। এইতো বিপ্লবের রূপ। ওরা যাবার আগে শতভাবে আমাদেরে বিভ্রান্ত করে দিতে চেষ্টা করবে, আনবে বিভেদ, হত্যা, মৃত্যুর বিভীষিকা। বিপ্লব ব্যর্থ করে দিতে ওরাই তো রচনা করেছিল চোরাবাজার, ওরাইতো অর্থলোভ দেখিয়ে হাজার হাজার ছেলেকে সাজালে সৈনিক, সাজালে চাকুরে, ওরাই তো জন্ম দিল দুর্ভিক্ষের, আন্‌ল মহামারী।

বিমল। ওরাই আন্‌লে মৃত্যু।

সুজিৎ। আজো কোন ভবিষ্যৎ ওদের কারখানায় রচিত হচ্ছে কে জানে? কিন্তু সে মৃত্যুকেই আমরা রোধ করব। রতনপুরের মহামায়াদির

আহ্বানে তাই আমরা চলেছি মধুখালিতে। সেখানে চলছে মহামারীর তাণ্ডব। তারা, সেখানকার মৃত্যুপথযাত্রীরা যে আমাদের মুখের দিকেই নীরবে চেয়ে আছে। মধুখালি, জোঠামশাই-এরই জমিদারী। বিমল, তোর অচলাদিকে দেখতে ইচ্ছা হয় নারে? আর সতাদা—তাঁদের ছেলেরা—

কথা বলিতে বলিতে সকলে সুজিতের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। একটী লোক সঙ্গে লইয়া অন্দর হইতে প্রবেশ করিলেন, রামরঞ্জন মহাপাত্র।

মহাপাত্র। শুনলে তো? মরিশা না মরে রাম—ইংরেজও না, এই সুজিৎ ডাক্তারও না। মধুখালি আর স্বরূপ চৌধুরীর জমিদারী! নাঃ, লোকটা শান্তি দেবে না, সদিকে যুদ্ধ, এদিকে যুদ্ধ—বুঝলে নরহরি, যুদ্ধ! বর্ম্মায় যুদ্ধ আবার কাজলদিঘীতেও যুদ্ধ। ইংরেজ জাপানে যুদ্ধ—স্বরূপ চৌধুরী সুজিৎ রায়ে যুদ্ধ। আমার কি! যাই চৌধুরী মশায়ের কাছে, ভ্রাতুষ্পুত্র যে মধুখালিতে চললেন ভ্রাতুষ্পুত্র!—আ-হা-হা-হা!

চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় দৃশ্য ঃ—কলিকাতায় জাগরণী সংঘের অফিস।

অনীতা একখানা চেয়ারে ক্লান্ত ও চিন্তাকুলভাবে বসিয়া ছিল। অদূরে কক্ষের এককোণে দাঁড়াইয়া সমীরণ হালদার তাহার হাতক্যামেরা দিয়া ফটো তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় প্রবেশ করিল রমলা, তাহার হাতে লম্বা কাগজ-কাটা ছুরি ছিল। সে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সমীরণ ক্যামেরা তাক করিয়া নানারূপ ভঙ্গী করিতেছে। রমলা অগ্রসর হইয়া ক্যামেরার সম্মুখে পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

সমীরণ। আ—হা-হা—

রমলা। শিল্পি! তোল তোমার ফটো।

সমীরণ। আ-নার পশ্চাদ্দেশে—

রমলা। মোড়কের পছনে পেছনে বেড়ানতেই তো তোমার শিল্প-নৈপুণ্য—শিল্প!

সমীরণ ন- না. রমা! এই যে প ভাস পৃথিবী ধুন্ধুমারে নির্ধূত হচ্ছে—

রমলা। চুপ্—চুপ্—ওই শোন, বাইরে কারা কি ভাষায় কথা বলছে? ওটাই বর্ত্তমান বাংলার ভাষা. তারই শিল্পরূপ—

সমীরণ বুঝেছি. মহাযুদ্ধের জঠরে বর্ধমান প্রাকামা-বিশ্লিষ্ট পৃথিবীতে—

রমলা। আবার?

বাহিরে শিশুকণ্ঠে কাতর আর্তনাদ উঠিল, 'দাও মা, খেতে দাও মা, একটু ফ্যান মা—।'

অনীতা। বলে দাও রমলা, ওদেরে কিছু দিতে—

রমলা ভিতরে চলিয়া গেল। রাস্তা দিয়া একটি শোভাযাত্রা যাইতেছিল. তাহাতে মেয়েদের কণ্ঠে গীত হইতেছিল—

'হাত্মে রাইফেল লে লেনা।
কিষাণ মজদুর কো জঙ্গ সুরু হ'গি
কদম্ কদম্ পর চলনা,
হাত্মে রাইফেল লে লেনা।
পয়লে দুষ্মন ফ্যাসিষ্ট হ
উন্‌কে খতম করনা চাহি
তব্ স্বরাজ পর প' দেনা।
হাত্মে রাইফেল লে লেনা।'

রমলা প্রবেশ করিল।

রমলা। কলাবিদ! শুনছেন?

সমীরণ। শুন্‌ছি। ওরা আর অন্তঃপুরনিবদ্ধ হয়ে থাকতে চান না।

হাতের ছুরি নাচাইতে নাচাইতে রমলা সমীরণের দিকে অগ্রসর হইল। সমীরণ পিছাইল।

অনীতা। অবশেষে একটা কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে রমলা?

রমলা। ভয় পেয়োনা, অনীতাদি!

সমীরণ। আমি—আমি

রমলা। শুনলেন না আপনি? —'স্বরাজ দুষমন ফ্যাসিস্ট ও—ইনকে খতম করনা চাহি।' বাঙালী নারীরা পর্যন্ত যাচ্ছে। নিন, 'হাত্মে রাইফেল লে লেনা……লে লেনা।'

রমলা টেবিলের উপর হইতে একটি রুল লইয়া ভীত সন্ত্রস্ত সমীরণের হাতে তুলিয়া দিল।

রমলা। যান, অগ্রসর হোন। ফ্যাসিস্ট শত্রু সীমান্তে এসে ওঁৎপেতে বসে আছে—পিছিয়ে থাকলে চলবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এগিয়ে যান—।

সমীরণ করুণদৃষ্টিতে অনীতার দিকে চাহিল।

রমলা। আঃ, কদম্ কদম্ পর চল্না!

সমীরণ বাহির হইয়া গেল. রমলা সশব্দে দরজা ভেজাইয়া দিল।

রমলা। অনীতাদি, আমি জানতে চাই, তোমার 'জাগরণী সংঘে'র দ্বার কবে চিরতরে রুদ্ধ হবে

অনীতা। আজ তোর কি হয়েছে রমলা?

রমলা। নতুন করে কিছুই নয়, তবে হয়েছে—

অনীতা। ওদেরে ভাল লাগেনা তোর, ওই কলাবিদের অবিশ্রাম প্রশস্তি পাঠ! আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। নারী-হৃদয় জয়ের জন্যে মাসের পর মাস ওর অদম্য উৎসাহ, অবোধ্য বাক্য-বিন্যাস—

রমলা। আর ওই জননেতা কিশোরীপতি, তাকেও খুব ভাল লাগে?

অনীতা। মন্দ কি? এ দু'বছরে আমাদের প্রতিষ্ঠান যে দেশে এতখানি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করল, কিশোরীপতি না থাকলে, তার মুক্ত হস্ত দান আর অকৃপণ সহায়তা না পেলে তা' হতনা রমলা। অকৃতজ্ঞ আমরা হতে পারি না।

রমলা। তাহলে বল, কৃতজ্ঞতা অঞ্জলিবদ্ধ করে আছ, অর্ঘ দেবে বলে ?

অনীতা। না-রে, না। কি আর আছে যে অর্ঘ দেব ? আর ওই কলাবিদ্ ! সে-ই তো সংবাদে, প্রবন্ধে, কবিতায় আমাকে তোকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বাংলার ঘরে ঘরে।

রমলা। এতেই তোমার আমার সার্থকতা ? তোমার শিল্পাগারে এসে ভিড় জমিয়েছে কারা অনীতাদি ? যারা অনাথা, যাদের কেউ নেই, কোন সম্বল নেই। শিল্পশিক্ষা করে জীবনে স্বাধীন হতে চাইলে আর কারা ? আর যারা এসেছিল, সবাই কি ঘর বাঁধবার আগ্রহে থাস পাড়নি ?

অনীতা। এক বছরে, দু'বছরে এতদিনকার সংস্কার আর অভিশাপের হাত থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারিনা, একথা তুমি বোঝনা ?

রমলা। না, তা' সত্যি নয়। ডাঃ রায় জেল থেকে বেরিয়ে এসে জাগৃতি-তে সত্য প্রতিবাদই করেছেন, বাংলার মাটী, ভারতের মাটী— তারই নিজস্ব। বিদেশী চারায় এ মাটীতে গাছ জন্মাতে পারে, কিন্তু ফল হবে বিকৃত, বিস্বাদ।

অনীতা। ডাঃ রায় ? উনি ভারতের আধিপত্যাভিলাষী প্রাচীন পুরুষদের মার্জ্জিত সংস্করণ।

রমলা। না, অনীতাদি। তিনি সত্যি বলেছেন, বিদেশী উৎকৃষ্ট সার দিয়ে নিজেদের দেশের মাটীকে উর্ব্বর করে আমরা তুলতে পারি সত্য, কিন্তু ঠিক বিদেশী গাছ ফলাতে পারি না। তোমার এই জাগরণী সংঘ ! ওই কিশোরীপতিরই আনুকূল্যে পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির প্রশংসাই জাগরণ নয়। কিশোরীপতিকে তুমি জাননোনা— কিশোরীপতি জাগরণী সংঘকে তার নিজ উদ্দেশ্যে—

অনীতা। থাম, থাম্ রমলা। জিজ্ঞেস করি, ডাঃ রায়ের প্রবন্ধ পড়ে তোর মনেও কি ঘর বাঁধবার আগ্রহ জেগেছে ?

রমলা। মোটেই না, মোটেই না।

অনীতা। ওই যার মাথায় বই ছুঁড়ে মারলে, তারপর তোর রাজ্যে এককথা হয়েছিল যার অনধিকার প্রবেশ--

রমলা। আঃ অনীতাদি!

ঘরের একপাশে রক্ষিত ফোন বাজিয়া উঠিল।

রমলা। ওই শোন, কে ডাকছে। বোধহয় কিশোরীপতি।

অনীতা। তুমিই শোন, লক্ষ্মী বোনটী—

রমলা গিয়া ফোন ধরিল।

রমলা। কে? লীলাদি?—কি, কি, কি বলছ? বিজিতা মারা গেছে?

রমলার হাত কাঁপিতেছিল।

অনীতা। (কাছে আসিয়া) বিজিতা মারা গেছে?

রমলা। ক্লিনিকে মারা গেছে? কি হয়েছিল?...সন্তান...কারা? · মিঃ মজুমদার —সবাই বলছে?...অনীতাদিকে বল।

রমলা কম্পিত বিবর্ণ মুখে রিসিভার অনীতার হাতে দিল।

অনীতা। হাঁা, আমি অনীতা...হুঁ...

অনীতা কিছুক্ষণ পরেই রিসিভার রাখিয়া দিল। সে ফিরিয়া আসিল মৃতের মতো বিবর্ণ মুখে।

অনীতা। রমলা!

রমলা। অনীতাদি!

অনীতা। বিজিতা মরেছে। এ জন্যেই কিছুদিন থেকে বিজিতা গা-ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু সে এমন করলে কেন রমলা? তার শিক্ষা, তার বুদ্ধি, তার সহজ সুন্দর স্বভাব—

রমলা। ওই কিশোরীপতির মোহজাল।

অনীতা। কিশোরীপতি, সত্যি কিশোরীপতি? জানি ব্যাধের অভাব নেই, কিন্তু সবাই কি জালে আটকা পড়ে রমলা?--পড়েনা।

বাহিরে কিশোরীপতির মোটরের শব্দ শোনা গেল।

রমলা। ওই যে! আমি আজ ওকে সহ্য করব না অনীতাদি।

অনীতা। উত্তেজিত হোস্‌নে রমলা। বরং ওঘরে গিয়ে কাজকর্ম দেখ্‌।

রমলা। আচ্ছা!

রমলা প্রস্থান করিল, প্রবেশ করিল কিশোরীপতি।

কিশোরী। তারপর? একাই আছেন দেখছি। একি, আপনাকে যেন বিবর্ণ, বিমর্ষ দেখাচ্ছে! কিছু হয়েছে?

কিশোরীপতি বসিল।

অনীতা। বিবর্ণ? না—তা' আপনি কি—

কিশোরী। শুনে আশ্বস্ত হলুম। আমার হতোরাজ্যের কাজ আর কাজ। আর পারিনা অনীতা দেবী। একটু বিশ্রাম, কারো একখানি স্নেহকোমল হাতের একটুখানি স্পর্শ, নিরিবিলি মুহূর্ত্তের আনন্দ—তাই প্রাণ চায়। কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? কি বলেন? (অনীতার দিকে একবার চাহিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া) এই তো আজ সারাটা দিন গেল কংগ্রেসওয়ালাদের সঙ্গে বোঝা-পড়ায়।

অনীতা। কি তাঁরা চান? আপনি তো আছেন তাঁদের সঙ্গে?

কিশোরী। নিশ্চয়ই আছি। আমি এদের, ওদের, তাদের সবার সঙ্গেই আছি। আমি চাই দেশের সম্পদ, স্বাধীনতা। যারাই যেপথে সেটা অর্জ্জন করতে চাইবে, আমি তাদেরই দলে। তবে ওই জেল টেল, ওই যে আগষ্ট বিপ্লব—তা' বাইরেও লোকের প্রয়োজন, টাকার প্রয়োজন। কিন্তু এদিকে ওদের অনেকে বুঝতে চায় না, এ দেশটার সমস্ত সম্পদ বিদেশীরা লুটে নিচ্ছে। আজ-না আমরা জেগেছি, সুযোগ পাচ্ছি। আমাদের যে সম্পদ, সে তো দেশেরই সম্পদ।

অনীতা। তাঁরা তা' বুঝি স্বীকার করেননা?

কিশোরী। করেননা ঠিক নয়। তবে চান আমরা ভাণ্ডার-দ্বার মুক্ত করে

দেব আজকার উপবাসী জনতার সম্মুখে। আঘাত কোথায় করতে হবে তারা ভুলে যাচ্ছেন। আমরা তো তোমাদেরই আছি, তোমাদেরই জন্যে থাকবও আঘাত কর ওই সরকারী দুর্গে——তাদের যারা দুর্গরক্ষী, ওই মন্ত্রীদের বের করে দাও, তবে তো মিলবে সব?

অনীতা। সে দুর্গরক্ষী সাজতে চান আপনারাই! আচ্ছা, এসব কথা থাক এখন মিঃ মজুমদার!

কিশোরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ তর্কের শেষ নেই। তবে আমি যা' বলতে এসেছি। আমি স্থির করেছি, নিজে একটি খয়রাতি ভোজনাগার খুলব। টাকার ব্যবস্থা—সে ভার আমারই। একদিনেই সে টাকা তুলে নেব। তবে এই অনাহারক্লিষ্ট নরনারী শিশুদের খাওয়াবার ভার নেবেন আপনারা—জাগরণী সংঘ।

অনীতা। তার আগে আপনার কাছ থেকে একটা কথা জানতে চাই মিঃ মজুমদার!

কিশোরী। প্রশ্ন করুন। সে অধিকার আপনার আছে।

অনীতা। আপনি বিজিতাকে জানতেন? বিজিতা চক্রবর্তী?

কিশোরী। বিজিতা? বিজিতা? (শিষ দিতে লাগিল) নাঃ, মনে পড়ছে নাতো?

অনীতা। বিজিতাকে এখানেই আপনি দেখেছেন, আমাদেরই সংঘে। তারপর এ সংবাদও পেয়েছি, সে আপনার সঙ্গে—

কিশোরী। ওঃ, সেই মেয়েটা, যার চোখ দুটি সর্বদা ঢলঢল করতো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা' ক'মাসের মধ্যে তাকে তো আর এখানে দেখিনি? কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

অনীতা। বিজিতা মরেছে।

কিশোরী। মরেছে? কি করে মৃত্যু হ'ল তার?

অনীতা। কি করে, কেন, কিসে তার মৃত্যু হল আপনি জানেননা ?

কিশোরী। তার সঙ্গে আমার এমন কোন সম্বন্ধ ছিলনা যে, মৃত্যুর পুর্বে বা পরে আমাকে নোটীশ দেওয়া তার বা তারি আত্মীয়স্বজনের অবশ্য-কর্ত্তব্য ছিল।

অনীতা। কিন্তু অনেকেই বলছে তার রোগ তার মৃত্যু আপনার অজ্ঞাত নয়, থাকতে পারেনা। সে মা হতে চলেছিল—

কিশোরী। দেখুন অনীতা দেবী! অনেকে অনেক কথাই বলে, বলতে পারে—এ তাদের স্বভাব। যা' লোকে বলে তা-ই যদি সত্য হতো, তাহলে লোকে আপনার আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলতে পারে। তা'তো সত্য নয় ? সত্য কি ?

অনীতা। স্পষ্ট কথা বলবার, সত্য স্বীকার করবার সাহস আপনার কাছে আশা করেছিলাম।

কিশোরী। আপনি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবেন না, তা' আমিও প্রত্যাশা করেছিলাম। যাক্, আমি আজ স্পষ্ট কথাই বলব। দেখুন, কে কোথায় মরেছে, তা' নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কিছু নেই, মানসিক অশান্তি ছাড়া। আর এ বৈজ্ঞানিক চরম উৎকর্ষের দিনেও এ রকম মেয়েরা যারা আত্মরক্ষা করতে না পেরে আত্মহত্যা করে, তাদের নির্বুদ্ধিতার জন্যে করুণা হয় মাত্র।

অনীতা। এই আপনার স্পষ্ট কথা ?

কিশোরী। না। বিজিতার মৃত্যুর দায়িত্ব তার নিজের, আমার কিছু নয়। আমার স্পষ্ট কথা হল আপনার সম্বন্ধে।

অনীতা। আমার সম্বন্ধে কোন-কথাই শুনবার ইচ্ছা আমার নেই।

কিশোরী। স্পষ্ট কথা শুনবার সাহস আপনার নিশ্চয়ই আছে, নয় কি ? জীবনে ভুলভ্রান্তি আমার হয়তো অনেকখানিই হয়েছে; ভুল নিয়েই মানুষের জীবন, সবাই আর পরমহংস নয়। তবে আমার

জীবনে আপনার আবির্ভাব একটা বিস্ময়কর অভ্যুদয়। আপনাকে সামনে রেখে আমি আমার অন্তরের সন্ধান পাচ্ছি, তাই অপেক্ষা করে আছি। নইলে কিশোরীপতি, এতোকাল অপেক্ষা করতে জানে না—অপেক্ষা করতও না।

অনিতা। এ প্রসঙ্গ আপনি থামাবেন ?

কিশোরী। স্পষ্ট কথা, সত্য কথা! পরস্ত্রী বলে সংকোচ ? কিন্তু সে-বন্ধন আপনি কেটে এসেছেন—আসুননা,

অনীতা। (উষ্ণ সুরে) মিঃ মজুমদার !

কিশোরী। নতুন জগতে সত্যিকার স্বাধীন জীবন আরম্ভ করি।

অনীতা। আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আপনারই অকাতর দানে আমার প্রচেষ্টা. আমার প্রতিষ্ঠান আজ এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

কিশোরী। আজ আমাকেও আপনাকেই দান করছি।

অনীতা। . কিন্তু এ,দান গ্রহণ যারা করতে পারে, অনীতা তাদের একজন নয়। অনীতাকে আত্মরক্ষা করতে কোনকিছুরই আশ্রয়ও নিতে হবেনা। তবে আমি চাইনা, আপনার ধৃষ্টতার উত্তর দিতে গিয়ে কৃতজ্ঞতাটুকু ভুলে যাই। আর এমন কিছুও করতে চাই না, যা'তে ভদ্রসমাজে কিশোরীপতি মজুমদারের মুখ দেখান ভার হবে।

কিশোরী। ধৃষ্টতা ? স্বামীত্যাগী নারীরও ধৃষ্টতাবোধ আছে—কৃতজ্ঞতা-বোধও! সেজন্যেইতো জীবনে প্রথম আপনাকে সত্যি করে ভালবেসেছি। আর অর্থ, বিচক্ষণতা এবং নিজের জোরে যারা সমাজে চলে, তারা লোকের প্রশংসা আর ভাল-বলা সম্বল যাদের তাদের মতো সমাজকে ভয় করেনা।

অনীতা। আপাততঃ অর্থ ও শক্তিশালী বিচক্ষণ কিশোরীপতির প্রস্থানই আমি একান্ত দৃঢ়মনে কামনা করি। আর এ প্রস্থানই যেন এ রঙ্গমঞ্চ হতে শেষ প্রস্থান হয়।

কিশোরী। নাটকের রচয়িতা হয়তো চাননা যে, এখনই কিশোরীপতি প্রস্থান করবে কিন্তু অনীতা দেবী! আজ যদি সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় মাল্যচন্দন অর্চিত কিশোরীপতি আর অনীতা দেবীর যুগল প্রতিকৃতি, হাসিমুখে একে অন্যের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে—

অনীতা বাগের হাটের সেই অভ্যর্থনা সভা?

কিশোরী। কে জানবে যে বাগের হাট না প্রেমের হাট? তারপর বাগানে, রেলের কামরায়, জলভ্রমণে, হোটেলে, রেস্তোঁরায়—এমন কি পানপাত্র সামনে রেখেও অনীতা দেবীকে যদি প্রত্যক্ষ করে দেশের লোক, কলাবিদের কলানৈপুণ্যে যে-চিত্র বাস্তব হয়ে ধরা পড়েছিল তার হাতক্যামেরায় সে চিত্র যদি প্রকাশ পায়, তাহলে অনীতা দেবীর জীবন-নাট্য কি জমে উঠবে না?

অনীতা। (ভয়-কাতর কণ্ঠে) আপনি এতো ভীষণ, বীভৎস?

কিশোরী। (স্মিত মুখে) না, না, আমি চিরকোমল, চিরকিশোর প্রেমিক কিশোরীপতি। বাঁশি ছেড়ে অসি সহজে ধরি না। ওঃ, আজ আর নয়, এখনই আমাকে যেতে হবে এক জায়গায়। তার আগে—

কিশোরীপতি গিয়া ফোনের রিসিভার লইল।

কিশোরী। বড়বাজার 6530 প্লিজ। ইয়েস, ইয়েস…হ্যালো, সম্পাদক? নমস্কার। একটা সংবাদ কালকের কাগজেই ছেপে দেবেন। জরুরী, হ্যাঁ ছাপা চাই-ই।

রিসিভারে হাতচাপা দিয়া স্তব্ধ পাষাণ মূর্ত্তিবৎ দণ্ডায়মানা অনীতার দিকে চাহিয়া হাস্যমুখে কহিল,

ভয় নেই, আপনার কথা নয়। (ফোনে) হ্যাঁ, সংবাদটা হচ্ছে, কাল থেকে আমি একটি খয়রাতি ভোজনালয় খুলছি, তা'তে অনশনক্লিষ্ট বিশেষভাবে নারী, না-না, শুধু নারীদেরই নয়, নারী ও শিশুদের আহার্য দেওয়া হবে।…নারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব?

তা' একটু আছে বৈ কি ? হ্যাঁ, লিখে দেবেন যে ভোজনালয় পরিচালনা করবেন—জাগরণী সংঘের ও নারী শিল্পাগারের অধ্যক্ষা শ্রীযুক্তা অনীতা দেবী আর তাঁর সহকারিণী শ্রীমতী রমলা দেবী।

রমলা উত্তেজিতভাবে প্রবেশ করিল।

রমলা। না-না-না।

কিশোরী। কি বলছেন ? ও কিছু নয় সম্পাদক, নারীসুলভ সবিনয় প্রতিবাদ মাত্র।...আচ্ছা, নমস্কার।

রিসিভার রাখিয়া দিল :

রমলা। অনীতাদি, বিজিতার হত্যাকারীর সঙ্গে আমরা আর কোন সম্পর্কই রাখবনা। কিছুতেই না।

কিশোরী। উত্তেজিত হলে মাঝে মাঝে আপনাকেও সুন্দর দেখায় রমলা-দেবী। তা' বিজিতা তো আত্মহত্যা করেছে ? কিশোরীপতির বন্ধুত্বের সংস্কার যদি বাধা না দিত, তাহলে একদিন রমলাদেবীও আত্মহত্যা করতে পারতেন—নয় কি ? আচ্ছা, আসি, নমস্কার।

কিশোরীপতি চলিয়া গেল।

রমলা। অনীতাদি ! (কাঁদিয়া ফেলিল)।

অনীতা। কাঁদিস্ না রমলা। চল্, এখান থেকে আমরা চলে যাই। তুই না কাল বলছিলি মধুখালি অঞ্চলে মহামারী, দুর্ভিক্ষের কথা ? মধুখালিই হোক আমাদের কর্মস্থল।

—•—

তৃতীয় দৃশ্য :—মধুখালির গ্রামাঞ্চল।

ডাঃ সুজিতের সেবাকেন্দ্র। সুজিতদের কুটীরের সম্মুখ। সম্মুখেই মধুখালি নদী বহিয়া যাইতেছে—দূরে তাহার অপর তীর দেখা যায়। মধুখালি দিয়া একখানি নৌকা বাইতেছিল। নদীর তীরে দাঁড়াইয়া-ছিল সত্যজিৎ—আর কুটীরের দ্বারের সম্মুখে সুজিৎ। নৌকার মাঝি গান গাহিতেছিল।

গান

মধুখালির তীরে,
গাঁয়ের বধূ আসে না আর
কলসী কাঁখে ধীরে,
বন্ধু, মধুখালির তীরে।
হানছানি দে' সাঁজের পিদিম
ডাকে না আর হেথা,
বলেনা আর বামন বৌএ লক্ষ্মীমায়ের কথা—
বন্ধুরে—
ধানের ক্ষেতের বুকে হেথায়
সোণা আর না ঝরে,
বন্ধু, মধুখালির তীরে।
আর নড়ে না গাছের পাতা
ডাকে না আর পাখি,
খালের পারে দৌড়ে না আর
দামাল খোকা খুকী—
মায়ের বুকের দুধের লাগি'
ঝুরে ঝুরে মরে,
বন্ধু, মধুখালির তীরে।
কোথায় গেলে আমার বধূ
বরণ কাচা সোনা,
কান্দিয়া কান্দিয়া চোখের জলে

নদী হইল লোনা,
বন্ধুরে—
আর কি তোমার পায়ের নুপুর
বাজবে আমার ঘরে,
বন্ধু, মধুখালির তীরে।

মাঝি গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল। সত্যজিৎ নদীর দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিল। সুজিৎ তাহার কাছে আগাইয়া গেল।

সত্যজিৎ। আমার ঘরে আর তার নুপুর বাজ্‌বেনা। তার নুপুর বাজ্‌ছে এখন দেশের বিলাসী-সমাজের চোখে চোখে, রূপালি পর্দায়। বন্ধু, মধুখালির জল চোখের জলে লোনা করে তোললেও, সে আর আসবেনা। সে এ দুঃখ-দারিদ্র্যময় সংসার চায়না, সে চায়না তুলসীতলায় সাঁজের প্রদীপ জ্বাল্‌তে। সে চায় বিলাসীর প্রাসাদ, চায় বিদ্যুতের চোখ-ঝল্‌সানো আলো—সে তার উপবাসী খোকার মুখে বুকভরা দুধও……

সুজিৎ। সত্যদা!

সত্য। সুজিৎ! সুজিৎ! বলতে পার, আমি ভুল করেছিলাম কিনা? বলতে পার, কেমন করে সে ভুল্‌ল আমাকে, তার খোকাকে?

সুজিৎ। সত্যদা! আমাদেরে এখুনি বেরোতে হ'বে। চল, প্রস্তুত হয়ে নাও।

সত্য। বেরোতে হবে? কোথায়, কোন দিকে?

সুজিৎ। জাননা? মন থেকে ও চিন্তা ঝেড়ে ফেল দেখি সত্যদা। আজ এ দেশটা জুড়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। দেখছনা ঘরে ঘরে মানুষ মরছে, শুধু মরছেই—আর্তনাদ করতে পর্যন্ত ভুলে গেছে।

সত্য। আমিও আমার প্রাণের অপঘাত মৃত্যুতে আর্তনাদ করব না?

সুজিৎ। না, করবেনা। আজ আমাদেরে সংগ্রাম করতে হবে সত্যদা। মধুখালির তীরে তীরে আজ যে গ্রামগুলি মরতে বসেছে, তাদেরে বাঁচাতে হবে।

সত্য। কিন্তু আমি কি বেঁচে আছি সুজিৎ?

সুজিৎ। তুমি বেঁচে আছ, আর বেঁচে থাকবে এ দেশের প্রতিটী মানুষের মাঝে। এরা যদি জীবন পায় তবেই তো আমরা বাঁচব?

ক্লান্ত দেহে বিমলের প্রবেশ। সে প্রবেশ করিতে করিতে বাহিরের দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল—

বিমল। তোমরা যাও ভাই, এখন বিশ্রাম কর। আমি যথাস্থানে সব রিপোর্ট করে আসি।

সুজিৎ। ফিরে এলে বিমল?

বিমল। এ অঞ্চলের লোকগুলোকে তুমি বাঁচাবে দাদা? যারা মরে আছে, আর মরতে চায় তা'দেরে বাঁচাবার সাধ্যি দেবতারও নেই।

সুজিৎ। মরতে যদি না-ই থাকবে, তবে বাঁচাবার প্রয়োজন থাকেনা বিমল।

বিমল। কি-জানি। তবে কি দেখে এলাম, অভিজ্ঞতা লাভ করে এলাম তা-ই শোন। গাঁয়ের খালনালা আর বনজঙ্গল পরিষ্কার করতে দেখে, শীর্ণ মৃতকল্প গ্রামবাসীদের দেহগুলিও হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, যেন একটা আমোদের ব্যাপার।

সুজিৎ। মৃত্যুর বিভীষিকার মাঝেও আনন্দ অবশিষ্ট আছে, ভাল কথা।

বিমল। ভালকথা? সেনপাড়ার সূর্য সেন এখনো সূর্যতেজেই জ্বলছেন। তিনি বললেন, তাঁর বাড়ীর বন-ব্যাদাড় লাকড়ী জোগায়, খানা ডোবা দেয় মাছ, আর আঁধার-করা গাছের ঝোপগুলো সূর্যকে আঁধারে ঢেকে রাখতে চায় রাখুক কিন্তু বৈশাখী ঝড়কে বাধা

দেয়। তাঁর পিতৃপিতামহের কাল থেকেই এমনি চলছে, তাঁরা কেউ ম্যালেরিয়ার মহামারীতে মরেননি।

সুজিৎ। জানি বিমল, ওরা অন্যকে অভিশাপ দিতে জানে, অভিশপ্ত নিজের দিকে ফিরে তাকায়না।

সত্য। আমারই মতো তারাও লড়াই করতে ভুলে গেছেরে। তারাও শক্তিহীন, অপদার্থ!

বিমল। তারপর সেবাসংঘের দেওয়া কুইনাইনগুলি কোথায় যাচ্ছে জান? সবগুলো রোগীদের উদরেই নয়. কৃষ্ণনগরেও চালান যাচ্ছে।

সুজিৎ। কৃষ্ণনগরে?

বিমল। হ্যাঁ, বর্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণের কল্যাণে যে অপূর্ব নগর সৃষ্টি হয়েছে, যা'কে বলা হয় ব্লাক মার্কেট।

সুজিৎ। ব্লাক মার্কেট! মহামারীতে গাঁ'গুলো উজাড় হয়ে যাচ্ছে আর সেখানকার ওষুধ যাচ্ছে ব্লাকমার্কেটে?

বিমল। আজকার যুগে এযে প্রচলিত প্রথা। কৃষ্ণনগরে অনুসন্ধান করলে কৃষ্ণ পরিচ্ছেদে ঢাকা বহু রাজনৈতিক দলপতি কৃষ্ণচন্দ্রেরও সন্ধান পাবে।

সুজিৎ। আর কিছু বলবার আছে বিমল?

বিমল। অনেককিছুই আছে। মজাদিঘীর একদিকে পানার নীচে আশ্রয় নিয়েছে ক'টা মৃতদেহ আর অন্যদিকে কৃষাণপাড়ার পানীয় জলও সরবরাহ করছে সেই দিঘীই। জল তারা পাবে কোথায়? কাছারী বাড়ীর দিঘীর তীরে পাহারা বসেছে।

সুজিৎ। পাহারা বসানই উচিত বিমল। স্বেচ্ছাসেবকদেরে বলো, তারা কৃষাণ পাড়ার পানীয় জল দেবার ব্যবস্থা করুক, কাছারীর লোক নিশ্চয়ই বাধা দেবেনা।

বিমল। মুসলমান পাড়ার ঘরের পাশেই কবর থেকে পচা দুর্গন্ধ উঠছে…

সুজিৎ। উপায় করতে হবে। অভিযোগ করে লাভ নেই। ওরা প্রাণশক্তি হারিয়েছে, ওরা নিরুপায়। তাই তারা করে বিধাতার ওপর অভিযোগ, আমরা করি তাদেরই ওপরে। কি করবে তারা?

উত্তেজিত নরেন প্রবেশ করিল।

নরেন। সুজিৎদা! তোমার নিজের না-গেলে চল্‌ছেনা।

সুজিৎ। কোথায় নরেন?

নরেন। বামুন পাড়ায়। সেখানে কুরুক্ষেত্র বেঁধেছে।

সুজিৎ। কুরুক্ষেত্র যদি ওরা বাঁধাতে পারত, তা'হলে হয়তো বেঁচে থাকৃত —এমন করে মরত না।

নরেন। (উত্তেজিত ভাবে) নয়ান ভট্টচায্যি সুজিৎদা, একেবারে আদর্শ ব্যক্তি! সে কি করেছে জান? তার ভাই মরেছে, একটি ছেলে মরেছে, তাই সে স্থির করেছে এর জন্যে দায়ী তার সদ্যজাত মেয়েটা। মার ওপর নিষেধ পড়ল, দুধ দিতে পারবে না, মা সে নিষেধ মানতে পারলে না। তাই নয়ান ভট্টচায্যি সেই শিশুকে আবদ্ধ করে রাখলে একাকী বাইরের একটা ঘরে। মায়ের আর্তনাদে একদিন পর পাড়ার যারা বেঁচে আছে তারা এসে দেখলে মৃত শিশুটার সর্বাঙ্গে পিঁপড়ের ঝাঁক। ছেলেরা ক্ষেপে গেছে—বলে, ভট্টচায্যি এ শিশুর হত্যাকারী। ক্ষেপবে না কেন? সেকি মানুষ?

সত্য। এও ঘটে? ঘটতে পারে নরেন? না, না,বাবা তার সন্তানকে এমন করে পিঁপড়ের হাতে সঁপে দিতে পারে? পারেনা, ওরে পারেনা। আমি পারি? কিন্তু খোকার মা······সে হয়তো পারে—

সুজিৎ প্রস্থান করিল। ক্লান্তভাবে প্রবেশ করিল রতন।

রতন। আমার দলটা আজ যা' করে এসেছে, সেজন্যে তারা পুরস্কার পাবেনা? নিশ্চয়ই পাবে। আমাদের দলপতি, গুরু আপনি নিজে এ কাজ করতে পারতেন? কখনো নয়, বাজী রাখুন। আঃ—কি তৃপ্তি।

সুজিৎ। কি হল রতন, কি এমন সংকার্য করে এলে?

রতন। মৃতদেহের সৎকার। যে-সে মৃতদেহ নয়, একটি তিন বছরের শিশুর মৃতদেহ।

বিমল। তুমি থাম। তোমার তৃপ্তি তোমারই থাক।

রতন। বাঃ, তৃপ্তি নয়? শুধু কি মৃতদেহ? তিন দিনের বাসি গলিত মৃতদেহ। তার ওপর মা বসে পাহারা দিচ্ছে, কিছুতেই ছাড়বে না। আরে সবগুলো ছেলে মেয়েই না-হয় মরেছে, নিজেই না হয় মরবি, তা'বলে আমাদেরে আমাদের কর্ত্তব্য করতে বাধা দেবে? অদ্ভুত মেয়ে।

বিমল। এখন যেতে পার রতন, পুরস্কার নিশ্চয়ই পাবে। কি করে? সবই আমরা বুঝেছি।

রতন। কিচ্ছু বোঝনি বিমলদা! শকুনির মতো বসে পাহারা দিচ্ছিল সন্তানের মৃতদেহ। হাসি এল, আমার হাত থেকে রক্ষা করবে তোমার ছেলেকে, এমন মা তুমি? ওঁৎ পেতে বসে রইলাম, সে যেই একটু ঢুলতে আরম্ভ করেছে, অমনি ছোঁ মেরে নিজেই নিয়ে এলাম। চিতা সাজানই ছিল, চট্ করে জ্বলে উঠ্‌ল। চিন্তা নেই, চিতার পাশে পাহারা আছে, কি-জানি সেখানে এসেও হানা দেয়। আপাততঃ আমার পুরস্কার, আজকার বিশ্রাম অনুমতি হোক। ব্যাস, কাল আবার অভিযান আরম্ভ করব। আঃ, গায়ে দুর্গন্ধ? সাবান লাগবে দেখছি।

রতন প্রস্থান করিল। সুজিৎ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিমল বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। প্রবেশ করিল সত্যজিৎ।

সত্য। রতন কোথায় গেল? সে যেন লুচিল কোন শিশুর মায়ের কথা? আমি শুনব—রতন!

দ্রুত প্রস্থান করিল।

নরেন। সুজিৎদা! বল কি করব আমি?

সুজিৎ। ছেলেদেরে বলো নরেন, তারা সেবা করবে—কারো অপরাধের বিচার নয়। আমি পরে যাব সে'দিকে, তুমি যাও।

বিমল। আমি আপাততঃ বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারি?

প্রবেশ করিল সেই গাঁয়েরই লোক পরাণ—শীর্ণ রুক্ষ চেহারা, উদভ্রান্ত। চোখ দুটী তাহার কোটরের ভিতরেও যেন জ্বলিতেছে।

পরাণ। না, কিছুতেই না। আপনারা উপায় করুন। নইলে আমিই করব। দু'জনেই একসঙ্গে ঝুলব আর কি? এ আমি সইব না।

সুজিৎ। কি তুমি সইবে না?

পরাণ। আমার ইস্ত্রী, আমার ইস্ত্রী কি করবে জানেন? সে নাকি জাত দেবে। কেন, পেটের আর রোগের জ্বালায় সবই তো সয়েছি? সে মোড়লের পুতের কাছে রোজ গেছে, ধান চাল এটা ওটা নিয়ে এসেছে—কিন্তু তা'বলে নিজের জাত মজাবে? ধর্ম্মই যদি গেল, তবে বাঁচব কেন? জানিয়ে গেলাম আপনাদেরে, আপনারা কিছু না করেন, প্রতিকার আমিই করব, জাত দিতে পারব না।

উদভ্রান্তের মতো প্রস্থান করিল।

সুজিৎ। বিমল!

বিমল। দাদা!

সুজিৎ। তুমি এখন বিশ্রাম কর। তারপর সবা-কে নিয়ে প্রোগ্রাম মতো বেরোবে।

বিমল যাইতেছিল।

আর শোন। আমি আর সত্যদা এখনই বেরোব। কাজ সেরে সন্ধ্যায় পাড়ি দেব রতনপুরে। দেখে আসব খোকা আর অচলারা কেমন আছে, কি করছে।

বিমল। পরিশ্রান্ত দেহে তিন মাইল পাড়ি দেবে ?

সুজিৎ। দিদির মাতৃমন্দিরে যেতে সে-ই হবে বিশ্রাম। সে যে আমাদের তীর্থস্থান রে, আমাদের আদর্শ রতনপুর।

চতুর্থ দৃশ্য : রতনপুরে মহামায়ার মাতৃমন্দির। সেই মাতৃমন্দিরেরই সংলগ্ন মহামায়াদের বাড়ীর একটী কক্ষ। কক্ষটী প্রশস্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কক্ষের প্রাচীর-গাত্রে বিখ্যাত দেশনায়কদের প্রতিকৃতি টাঙ্গানো। এক পাশে সেই বাড়ীরই কর্তা দেবব্রতের একখানা প্রতিকৃতি, তাহা পুষ্প-মাল্য শোভিত।

সন্ধ্যাকাল। কক্ষের একদিকে দেশনায়কদের প্রতিকৃতির সম্মুখে ঘৃতেরর প্রদীপ ও একটী বৃহৎ ভাণ্ডে ধূপধুনা জ্বলিতেছে। দেবব্রতের প্রতিকৃতি সম্মুখেও স্বতন্ত্র প্রদীপ ও ধূপধুনার ব্যবস্থা।

দেবব্রতের প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রণতঃ হইয়া আছেন মহামায়া। মহামায়ার পরিধানে লালপাড় গরদের ধুতি, চুল খোলা, মাথায় ঘোমটা, গলায় আঁচল।

মহামায়া। তোমার আদর্শ রতনপুর—তার দায়িত্ব দিয়ে গেছ আমারই ওপর। তুমি কবে এসে সে দায়িত্ব গ্রহণ করবে জানিনা,—দূরে থেকে নিত্য তুমি এই কামনাই করো, রতনপুর যেন সুখী হয়, সমৃদ্ধ হয়, তার মানুষগুলো যেন মানুষের মতো বেঁচে থাকে। তোমার ইচ্ছা, তোমার কামনাই আমার শক্তি। তুমি জয়ী হও, সার্থক হও—

দ্বারপ্রান্তে দেখা দিল অনীতা ও রমলা।

রমলা। আশ্চর্য! কথা শুনছি, কিন্তু মানুষ কা'কেও তো দেখছিনা? ধূপধুনায় সব আচ্ছন্ন।

অনীতা। আস্তে রমলা। চুপ করে দাঁড়াও। বাধা দিয়োনা। সম্ভবতঃ প্রার্থনা করছেন।

ধীরে ধীরে ধূপ-ধুনার অন্ধকারের মধ্য হইতে একটী রমনী মূর্তি— মহামায়ার মূর্তি দেখা গেল। তিনি তখনো যুক্তকরে নিমীলিত চক্ষে দেবব্রতের প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

রমলা। (চাপা কণ্ঠে) দস্তুর মতে ! মানুষ পূজা অনীতাদি ?

অনীতা। আঃ রমলা !

রমলা। তোমার বিদ্রোহ-দেবতাকে ভয় হচ্ছে, তাই কথা বল্‌ছি। সম্ভবতঃ শুধু মানুষ পূজাই নয়, স্বামীপূজা।

অনীতা। (বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) রমলা !

রমলা। (মুখে আঙুল দিয়া) চুপ, চুপ।

মহামায়া স্মিতমুখে ফিরিয়া চাহিলেন।

মহামায়া। আসুন, আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?

অনীতা ও রমলা অগ্রসর হইল।

মহামায়া। আমি জানতাম, আপনারা আস্‌ছেন।

অনীতা। নির্ম্মলবাবু সংবাদ দিয়েছিলেন।

মহামায়া। অনীতা দেবী আর—

রমলা। দেবী নয়, শুধু রমলা।

মহামায়া। শ্রীমতী রমলা ! আপনারা বসুন।

রমলা। শ্রীমতী রমলা 'বসুন' নয়, নিতান্তই 'বস'।

মহামায়া। (হাসিতে হাসিতে) আচ্ছা বসই। তবে এ ঘরে কিন্তু কেউ চেয়ারে টেবিলে বসেনা।

রমলা। তা' দেখ্‌ছি, এঘরে যাঁরা থাকেন, সবাই দেয়ালেই উঁচুতে বিরাজ করেন।

অনীতা। রমলা, বাজে বক্‌তে আরম্ভ করেছ—ভুলে গেছ যে,······

রমলা। ওহো—তাই তো !

রমলা ও অনীতা মহামায়াকে প্রণাম করিলেন। মহামায়া তাহাদেরে জড়াইয়া ধরিলেন।

মহামায়া। আরে না, না না—একসঙ্গে কাজ করব। তাদের মধ্যে তো বড় ছোট থাকতে নেই।

রমলা। দেখুন, আমি—

মহামায়া। আমার এখানে যারা 'বসুন' হয়না, তারা 'দেখুন'ও বল্‌তে পায় না।

রমলা। মহা মুস্কিল তো, আইনটা একটু দমনমূলক। আচ্ছা, আমি কিন্তু এখানে এখন বস্‌তে পারছিনা। রাস্তায় যা' ধূলোবালি আর ভ্যাপ্‌সা গরমের গন্ধ—

মহামায়া। আমার এ ভুল হওয়া উচিত ছিলনা। অবশ্য তোমাদের জিনিষপত্র যথাস্থানে পৌঁছে যাবে, তা' আমি জানি। এসো, রমলা, আর—

অনীতা। আমি আপাততঃ এখানেই একটু হাঁফ ছেড়ে নিই। বেশ জায়গা—

মহামায়া। আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।

মহামায়া ও রমলা চলিয়া গেলেন। অনীতা দেয়ালের চিত্রগুলি দেখিতেছিল। সবশেষে দেবব্রতের চিত্রের উপর তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল।

অনীতা। (স্বগত) নিশ্চয়ই উনিই ওঁর···স্বামী।

বাহিরে সুজিতের গলা শুনা গেল।

সুজিৎ। আসতে পারি ?

সুজিতের প্রবেশ।

আমি জানি, এখন এখানেই আছ। আমি কিন্তু আজ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত, কোন কথা বলবার আগেই····· আপনি······ ?

সুজিৎ অনীতার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অনীতা চাহিয়া দৃষ্টি অবনত করিল।

আমি ভেবেছিলাম, দিদি। দিদি কোথায় গেলেন ?

মহামায়ার প্রবেশ।

মহামায়া। সুজিৎ—তুমি ? ভালই হয়েছে। এঁরা কলকাতা থেকে এই মাত্র এলেন, তোমাদের মধ্যে সেবার উদ্দেশ্যে। নির্ম্মলবাবুর ইচ্ছা মাতৃমন্দিরের কাজেই এঁরা যোগ দেন। তা' আগে পরিচয় করিয়ে দিই।

সুজিৎ। (একটু ম্লান হাসি হাসিল) নিশ্চয়।

মহামায়া। তুমি এঁকে জান ?

সুজিৎ। জানিনা বলতে পারিনা তো। তা' ছাড়া তাঁর কথা প্রায়ই সংবাদ পত্রে পড়েছি, আর ছবিও তো বেরিয়েছে।

মহামায়া। (অনীতার প্রতি) কিন্তু আমার এ ছোট ভাইটীকে তো আপনি জানেননা ? ডাঃ সুজিৎ রায়, বিজ্ঞপ্তি পছন্দ করেননা কিনা।

সুজিৎ। আচ্ছা দিদি ! আমি আগে মাতৃমন্দির থেকে আসি। সত্যদা তো খোকাকে দেখতে সেখানেই চলে গেছেন। আমিও ছেলে মেয়েগুলোকে একবার দেখে আসি। দেবুদার দেবশিশুরাও তো সেখানেই আছে, তাদের সঙ্গেও কথা বল্‌তে লোভ হয়।

মহামায়া। অচলাও সেখানেই আছে।

অনীতা নত দৃষ্টি তুলিয়া একবার সুজিতের দিকে চাহিল—দৃষ্টি তাহার সহসা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সুজিৎ তখন চলিয়া যাইতেছে।

মহামায়া। তুমি যে একটা কথাও বললেনা বোন ? এই দেখ, বয়সে একটুখানি বড় বলেই যাকেতাকে যখনতখন তুমি বলে ফেলি—

অনীতা। না-বলাটাই অশোভন হয় দিদি। যদি বা সঙ্কোচ থাকে, আমিই তোমার সে-সঙ্কোচ ঘুচিয়ে দিলাম।

মহামায়া। তাই ভাল। এখন এস দেখি হাত মুখ ধোবে কাপড় জামা বদ্‌লে কিছু মুখে দেবে।

অনীতা। কিন্তু, কিন্তু—দিদি।

মহামায়া। কি, সঙ্কোচ কেন?

অনীতা। উনি—ওই যে ডাঃ রায়, উনি বলেছিলেন, বড় ক্ষুধার্ত্ত। না খেয়ে—

মহামায়া। নড়বেনা? ওর স্বভাবই এই। বলবে, ক্ষুধার্ত্ত না-খেয়ে নড়ছে-না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে দেখ সে ক্ষুধা সে ভুলে গেছে। চল বোন, ওর ভাবনা আমরা কেউ আর ভাবিনা।

অনীতা। (আপনমনে) ভাবেননা?

মহামায়া ও অনীতা চলিয়া গেলেন। প্রবেশ করিল শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে বিমল।

বিমল। (কাহাকেও না দেখিয়া) কেউ নেই? বাঃ—একেবারে নির্জন। না, না, নির্জন বলি কিসে? এই যে দেবুদা ঘরের কোণে বসে হাস্‌ছেন। বেশ আছ দেবুদা। জমিদারী বিলিয়ে দিয়েও তুমি জমিদার। কারাগারে বাস করেও তুমি দেবতা হয়ে ঘরেই বিরাজ করছ। নিত্য ধূপধুনা—পঞ্চপ্রদীপ, গলায় ফুলের মালা, ভাগ্যবান পুরুষ তুমি। তোমাকে নমস্কার। (দেয়ালে টাঙ্গানো ছবির দিকে) আপনারা রাগ করবেন না। আপনাদেরেও প্রণাম জানাচ্ছি।

কথা বলিতে বলিতে একখানা তোয়ালে দিয়া হাত মুখ মুছিতে মুছিতে প্রবেশ করিল রমলা। সে দেবব্রতের প্রতিকৃতির দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া কথা বলিতেছিল।

রমলা। দিদিই ডাক্‌ব তোমাকে মহামায়াদি। মাসি ডাকাটা, বুঝলে? এ ডাকে আমার কেবল হাসি আসে। স্কুলে যখন পড়তাম, তখন শুধু বড় মাসীমা, মেজ মাসীমা, ছোট মাসীমা। আমাদের ছোট মাসীমাকে বলতে হতো প্রতিটী কথায় ছোট মাসীমা ম্যাডাম্‌। একদিন বলে ফেল্‌লাম, আমার হাসি আসে কেন জানেন ছোট মাসীমা ম্যাডাম্‌, আমাদের বাবার সঙ্গে আপনার

সম্পর্কটা মনে করে। উঃ, চুলের খোঁপাটা ধরে মাসীমা ব্যাঘ্র জননী হয়ে উঠেছিলেন। সেই থেকে ওই মাসীমা—এ্যাঁ? দিদি—

বিমল। না, মাসীমা ম্যাডাম নই, দিদিও নই। যদি বলেন—

রমলা। পালিয়ে যেতে পারেন?

বিমল। না, আজ আর পারলাম না। কারণ, এখানে কেউ মাথার উপর বই ছুড়ে মারবে সে আশঙ্কা নেই।

রমলা। বইগুলোর লক্ষ্য ছিল নর্দমা। তা' আপনার মাথার দুর্ভাগ্যে যদি—

বিমল। তা-ই নর্দমা হয়ে দাঁড়ায়! কিন্তু এমন লোভনীয় লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায় নিশ্চয়ই আপনার দুঃখ হয়েছিল। এখন আর সে-কথায় প্রয়োজন কি? তবে আমি ভাবছি, সেদিন দুর্ঘটনার ফলে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আজ আবার কি দুর্ঘটনা ঘটল?

রমলা। একমাত্র দুর্ঘটনা দেখতে পাচ্ছি, আপনার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত—

বিমল। অবাঞ্ছিত সাক্ষাৎ! কিন্তু তার ফলে আপনার জীবনে আরো যে দুর্ঘটনা না ঘটতে পারে, বলা যায়না।

রমলা। অর্থাৎ?

বিমল। ব্যাখ্যা করে সে-কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলা আমার পক্ষে অন্ততঃ দুঃসাধ্য। আমি শুধু স্বপ্ন দেখি কি না?

রমলা। তা-ই বলুন! স্বপ্ন যারা দেখে দুর্ঘটনার সঙ্গে পরিচয়-লাভ তাদেরই বেশী করে ঘটে।

মহামায়া ও অনীতা প্রবেশ করিলেন। অনীতা বিমলকে সেখানে দেখিয়া দ্বারপ্রান্তেই থমকিয়া দাঁড়াইল।

মহামায়া। রমলা, তোমাকেই খুঁজছি আমরা। একি? বিমল যে!

বিমল। হ্যাঁ, দিদি। সত্যদা, দাদা পাড়ি দিলেন তোমার রাজ্যে, আমিও বসে থাকতে পারলাম না।

রমলা। অন্ততঃ স্বপ্ন দেখ্‌তে পারতেন।

মহামায়া। তোমাদের পরিচয় হয়ে গেছে?

রমলা। পরিচয় ঠিক নয়, দুর্ঘটনা।

বিমল। তাও ঠিক নয় রমলাদেবী ম্যাডাম্, স্বপ্ন।

মহামায়া। এবার থেকে দু'জনেই না বেশী করে স্বপ্ন দেখতে থাক, সে ভয়ই আমার হচ্ছে।

রমলা। ভয় নেই মহামায়াদি! আমি বাঘ ভালুক জন্তু জানোয়ারের স্বপ্ন কখনো দেখিনা।

বিমল। স্বপ্নেও কোন সাহেবী-পেত্নী এসে আমার কাঁধে ভর করবে, সে দুর্ভাবনারও তোমার কারণ নেই দিদি।

মহামায়া। আপাততঃ তোমরা থাম দেখি? রমলারা যখন এখানেই থাকবে, তখন বিমলের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটবেই। তবে দেখো, মাথাগুলো তোমরা বাঁচিয়ে চলো।

রমলা। সবাই মাথা বাঁচিয়ে চল্‌তে জানেনা মহামায়াদি! তাই অনেক কবন্ধও জগতে বিচরণ করে।

মহামায়া। আর না বিমল। তোমার উত্তরটা মুলতুবী থাক। আমার অনেক কাজ আছে। এসো রমলা, অনীতা বোন—

বিমলের দৃষ্টি পড়িল অনীতার দিকে। অনীতা নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বিমল তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বিমল। তোমার কাজ! হুঁ, এখন বোধ হয় শাশুড়ী ঠাকুরুণের পদসেবা করতে যাবে, নইলে তাঁর ঘুম হবেনা।

মহামায়া। চুপ করে তুমিও না হয় বাড়ীর ভেতর চল।

বিমল। চুপ করেই থাকি আমি। তবে না ভেবে পারিনে যে, কি তোমার আদর্শ? এম, এ পাশ করেছিলে, কোথায় বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুরুষ জাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারী বাহিনীকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে, তা' নয় পাড়াগাঁয়ের বন ব্যাদাড়ের মাঝে

এসে পল্লীসেবা আর সন্তান পালনকেই মনে করলে জীবনের বড়ো কর্তব্য।

মহামায়া। তুমি চল রমলা।

রমলা। (বিমলের প্রতি) তারপর?

বিমল। মহামায়াদি বল্‌লেন, স্বামীর ধর্মই তাঁর ধর্ম। তিনি নাকি মা।: সন্তানদেরে যুদ্ধজয়ের জন্যে তৈরী করে তোলাই তাঁর ব্রত। ওরা নাকি বীর হবে, যোদ্ধা হবে, দিগ্বিজয় করবে—এতেই নাকি তাঁর সার্থকতা। বল দেখি দিদি! এতেই কি তোমার জীবন হবে সার্থক? ঐ এদেরে জিজ্ঞেস করতো!······

মহামায়া। পাগল!

বিমল। আমি পাগল? এই যে দেবুদা! নিত্য তোমার পূজা কুড়ায়, তাঁর দেশোদ্ধারের বোঝা বহন করতে হয় তোমাকে—মনে হয় কি জান? মনে হয় পাষণ্ড পুরুষজাতির প্রতিনিধি দেবুদাকে—

মহামায়া। (রুক্ষ কণ্ঠে) বিমল!

বিমল চট্‌করিয়া মহামায়ার পদধূলি লইল। তারপর দেবব্রতের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল।

বিমল। জানি তুমি রাগ করবে আর ক্ষমাও করবে।

অনীতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

রমলা। শুনুন, ও মশায়—একটা কথা শুনে যান, আপনার বক্তৃতার উত্তর—

রমলা বিমলের পিছনে পিছনে প্রস্থান করিল।

বিমল। (বাহির হইতে একটু উচ্চকণ্ঠে) আমার বক্তৃতার উত্তর দিদিই দিয়েছেন।

মহামায়া। ও এমনই। কিন্তু বড়ো ভাল। অনীতা, তুমি রমলাকে নিয়ে এসো বোন। আমাকে এক্ষুণি মার কাছে যেতে হবে। আমি

না-গেলে তাঁর খাওয়াই হবেনা। ভেতরে গিয়ে খবর করো।"

মহামায়ার প্রস্থান, প্রবেশ করিল রমলা।

রমলা। অনীতাদি!

অনীতা। কি রমলা? শীকার ধরতে পারলেনা?

রমলা। ও, তুমি বুঝি—

অনীতা। আমি কিছুইনা রমলা। আমি শুধু ভাবছি, এখানেও বুঝি আমাদের থাকা হবেনা।

রমলা। তোমার আদর্শের সংঘাত? আমার কিন্তু বড় ভাল লাগছে। রাত্রির আঁধারে রতনপুরকে চোখে দেখিনি, কিন্তু তার অধিষ্ঠাত্রীদেবী মহামায়াদিকে দেখছি, আর আশ্চর্য হচ্ছি। কি অদ্ভুত সাধনা অনীতাদি! মানুষ তৈরীর, সৃষ্টির সাধনা।

অনীতা। আর ঐ বিমল!—

রমলা। বিমল? বদ্ধ উন্মাদ!

অনীতা। আর—

রমলা। ঐ যে কে, সুজিৎ রায়?

ধীরে ধীরে সুজিতের প্রবেশ।

সুজিৎ। দিদির সঙ্গে বুঝি যাবার সময় দেখা হলনা। (রমলার প্রতি চাহিয়া) আপনি বলবেন দিদিকে, মহামায়া দেবীকে—আমি সুজিৎ এসেছিলাম। রাত্রি শেষের আগেই জমিদারের কাছারী বাড়ীতে আমাকে উপস্থিত হতে হবে। আমার যা' বল্‌বার অচলার কাছে বলে এসেছি।

সুজিৎ বাহির হইয়া গেল।

অনীতা। অচলা?

একখানা খাবারের থালা ও এক গ্লাস জল লইয়া অচলার প্রবেশ।

অচলা। সুজিৎদা! সুজিৎদা!! তিনি চলে গেলেন?

অচলা। হ্যাঁ, চলে গেলেন।

অচলা। কিন্তু তিনি যে ছিলেন বড়ো ক্ষুধার্ত, সারাদিন তাঁর উদরে কিছু পড়েনি। তিনি চলে গেলেন!

অনীতা। তুমি ডাকলেই নিশ্চয় তিনি ফিরে আসবেন।

অচলা। না, আসবেননা, দিদি ডাকলে হয়তো আসতেনই। কিন্তু……

অনীতা। আমি কে জিজ্ঞেস করছেন?

অচলা। (অচলার যেন চমক ভাঙিল) আপনি? ……আপনি, বৌদি?

অচলার হাত কাঁপিতেছিল।

অনীতা। (ম্লান হাসিয়া) না। আমি অনীতা।

অচলা। কিন্তু তিনি বড়ো দুর্বল, বড়ো ক্ষুধার্ত!

অচলার চোখে জল।

অনীতা। যারা দুর্বল, তারা চিরকালই ক্ষুধার্ত থাকে।

অচলা চোখের জল সামলাইতে গিয়া কম্পিত হস্ত হইতে সশব্দে খাবারের থালা জলের গ্লাস ফেলিয়া দিল।

—•—

পঞ্চম দৃশ্য :—মধুখালির তীরে জমিদারের কাছারীবাড়ী। সেই কাছারী বাড়ীরই কক্ষের পিছনের জানালা দিয়া মধুখালি নদী দেখা যাইতেছে। নদীর বুকে দু'একখানা বড় নৌকাও কক্ষের জানালাপথে দেখা যায়, কোনটার পাল, কোনটার মাস্তুল।

সেই কক্ষের এক কোণে একখানা তক্তপোষে বসিয়া মহাপাত্র ঢুলিতেছিল। দরজার শব্দে সে চমকিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রবেশ

স্বরূপ। ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত! বুঝলে মহাপাত্র—

মহাপাত্র। আজ্ঞে, আমি বর্তমানে নিদ্রার্ত।

স্বরূপ। ওরা ক্ষুধার্ত বলে চীৎকার আরম্ভ করেছে। সারা বাংলা, ভারতের লোক আর্তনাদ করছে, কার অভিশাপে? ধর্মের অভিশাপে! অনাচার—ব্যভিচারের এ অভিশাপ?

মহাপাত্র। যুদ্ধের—

স্বরূপ। যুদ্ধের?

মহাপাত্র। আমি বলছিলাম, ওই চিন্দিথদের কথা। ব্রহ্মদেশের বনে-জঙ্গলে, তারাও তো ক্ষুধার্ত—তথাপি তারা লড়ছে। আকাশ পথে তাদের খাবার যাচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ যায় জল পর্যন্ত—একদিন পৌঁছতে দেরী হইল তারাও ক্ষুধার্ত।

স্বরূপ। থাম মহাপাত্র। সে যুদ্ধ যারা লড়ছে তারাই লড়ুক। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে কারা? কারা চায় সমাজের প্রাচীন কাঠামোকে ভেঙে দিতে, সমাজ ব্যবস্থার বিধানকে শাস্ত্রকে লোপ করে দিতে? কারা তারা?

মহাপাত্র। সত্যিই তো চৌধুরী মশায়, যুদ্ধইতো। বাইরে যুদ্ধ, ভেতরে যুদ্ধ—

স্বরূপ। না, এ যুদ্ধ আমি প্রতিরোধ করবই। ভেতরে কোন যুদ্ধ থাকতে পারেনা। জান মহাপাত্র—আমি শুধু ব্রাহ্মণই নই, আমি ক্ষত্রিয়ও। প্রাচীনকালের বিধান ছিল রাজা প্রতি গ্রাম থেকে আরম্ভ করে শত সহস্র গ্রামের একজন করে অধিপতি নিযুক্ত করতেন, রাজ্যরক্ষার জন্যে। আমি সেই রাজপ্রতিনিধি, আমি শাসক—বিদ্রোহ আমি সইবনা।

মহাপাত্র। প্রচণ্ড বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের মূল নিঃশেষ করতে হবে যেমন জার্মেণী যদি নিঃশেষ হয়, তা'হলে বাকী সব—

স্বরূপ। চৌধুরীবংশ প্রজাপালনে, ক্ষুধার্তকে অন্নদানে বিমুখ কখনো ছিলনা, আজও নয়—কিন্তু সে দানই। দাবী করে, জোর

করে আদায় করবে ক্ষুধার অন্ন ? এ উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় আমি দেবনা। (জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া) দেখতো মহাপাত্র ! ধান সব নৌকায় গিয়ে উঠছে কি না ?

মহাপাত্র। কলের মতো সব হচ্ছে। (গলা বাড়াইয়া) ওইতো বোঝা পিঠে নিয়ে ওরা সারি বেঁধে যাচ্ছে।

স্বরূপ। মহাপাত্র ! তুমি জাননা আমার পূর্বপুরুষদেরে।

মহাপাত্র। না, শুধু আপনাকেই জানি।

স্বরূপ। তাঁরা দণ্ডদ্বারাই কার্যসিদ্ধি করে গেছেন। আমার দণ্ড শিথিল হয়েছিল বলেই আজ অনাচার, ওদের ওই দুঃসাহস। (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) আমি দণ্ড দেব, শাসন করব—আমি চৌধুরী বংশেরই সন্তান।

সুজিতের প্রবেশ।

সুজিৎ। আপনি নিজে এখানে এতদূর থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন, এই বয়সে ! এতটা আশা করিনি জ্যাঠামশাই !

সুজিৎ তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেল, স্বরূপ চৌধুরী পিছাইয়া গেলেন।

স্বরূপ। আমাকে তুমি স্পর্শ করোনা, তুমি ব্যভিচারী।

সুজিৎ। তাই ভাল। দূরে থেকেই তা'হলে অভিশাপ দিন।

স্বরূপ। কিন্তু তুমি এখানে কেন ?

সুজিৎ। এখনই আপনি প্রাচীন বিধানের কথা বল্‌ছিলেন জ্যাঠামশাই। কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন কি ভুলে গেছেন, যে রাজা উগ্রভাবে প্রজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি অচিরেই রাজ্যভ্রষ্ট ও সবংশে ধ্বংস হন ?

স্বরূপ। আমার বংশ নেই, আমার সঙ্গে সঙ্গেই এ বংশের শেষ।

সুজিৎ। আপনার প্রাচীন সংহিতাকারই বলেছেন, আহারের অভাবে যেমন মানুষের জীবন শুকিয়ে নিঃশেষ হয়, তেমনি প্রজার পীড়নে রাজার জীবনও শেষ হয়ে যায়।

স্বরূপ। শাস্ত্রের বিধান শুনব তোমার মুখে, অনাচারীর কাছে?

মহাপাত্র। তার চেয়ে এসো ডাক্তার! ওই চিন্দিংদের কথা নিয়ে আমরা একটুখানি আলোচনা করি। এবার ক্রীট নয়, চিন্দিং। কতো পরিবর্তন!

স্বরূপ। তুমি থাম মহাপাত্র! প্রজাপীড়ন করছি আমি! কোথায়, কিসে? তারা আত্মপীড়ন করছে, নিজেদের পাপে তারা মরছে। এ অভিশপ্তদের মৃত্যুই শাস্ত্রের বিধান।

সুজিৎ। তা' নয়। আপনারাই, এদেশের সমাজের সবাই মিলে তাদেরে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। আপনার জমিদারীর পাশেই রতনপুরের দিকে চেয়ে দেখুন। সেখানে মহামারী নেই, দুর্ভিক্ষ নেই। এই দুর্দিনেও তারা বেঁচে থাকার পথ পেয়েছে, আর সে-মন্ত্র দিয়েছেন সেখানকারই জমিদার দেবব্রত।

স্বরূপ। সেই ভণ্ড নেতৃত্বাভিলাষী, রাজদ্রোহী দেবব্রত।

সুজিৎ। না। সেই মহৎ সর্বস্বত্যাগী দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী দেবব্রত।

স্বরূপ। স্বরূপ চৌধুরী দেবব্রত নয়। আমি নিজে কেন এসেছি, প্রশ্ন করেছিলে? আমি এসেছি তোমাদের ধৃষ্টতার, ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে।

সুজিৎ। কিন্তু আপনারই অগণিত প্রজা আজ মৃত্যুমুখে। তারা খেতে পাচ্ছে না। এদেশে খাবার অভাব আর আপনার ভাঁড়ারের সঞ্চিত ধান আজ বেপারীর নৌকায় চড়ে চালান যাচ্ছে।

স্বরূপ। হ্যাঁ, আমার ভঁড়ারের সঞ্চিত ধান, আর কারো নয়। এগুলি ছিল আমারই ন্যায্য প্রাপ্য, আমারই নিজস্ব।

সুজিৎ। কখনই নয়। এ অঞ্চলের লোকগুলোকে আপনারা জমি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন, অধিকাংশ জমিই আপনাদের খাসে—জমি তারা চাষ করেছে, কিন্তু ক্ষেতের ধান অধিকাংশ তুলে দিয়ে যায়

আপনাদেরই ভাঁড়ারে। একি অবিচার নয়, এর নাম কি প্রজাপালন? আপনার ম্যানেজার আজ বন্দুক হাতে নিয়ে বেপারীর নৌকা আগলাচ্ছেন, কিন্তু তিনিই না রিলিফ কমিটি গঠন করেছেন, চাঁদা সংগ্রহ করছেন? অন্যের কাছে সাহায্যের আবেদন করার আগে নিজের কাছে, আপনার কাছে তাঁর আবেদন পৌঁছেছে কি?

স্বরূপ। আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনা।

সুজিৎ। আমিও চাইনা। কিন্তু তারা আপনারই দেশের লোক, অনেকে আপনার প্রজাও। তারাই আপনার জীবন—আপনার শক্তি। বাইরের অভাবগ্রস্তদের অন্নও আমাদের সাধ্যমতো যোগাতে হবে, কিন্তু আপনার লোকদেরে উপবাসী রেখে নয়। গৃহে যারা অনশনে থাকে, তারা অন্যের ক্ষুধা মেটাতে পারেনা। দুর্ভিক্ষের দিনে যা' আমাদের আছে, সবাই তাই ভাগ করে খেয়ে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করব।

স্বরূপ। আশা করি আর কিছু বলবার নেই?

সুজিৎ। একটী মাত্র কথাই বলবার আছে। নিজের প্রতিবেশী, প্রজাদেরে উপবাসী রেখে আপনার ভাঁড়ারের ধান বেপারীদের হাতে তু'লে দেবেন না। আপনি তা' বন্ধ করুন।

স্বরূপ না।

সুজিৎ। জ্যাঠামশাই!

স্বরূপ। না, না, না। স্বরূপ চৌধুরীর ওপর বাইরের লোকের, প্রজাদের হুকুম অচল।

সুজিৎ। হুকুম নয় জ্যাঠামশাই, আমি আজ আবেদন জানাচ্ছি।

স্বরূপ। না, এ আবেদন অগ্রাহ্য হবে, শুধু অন্যায় বলেই নয় তা'তে বিদ্রোহ আছে বলে।

সুজিৎ। তা'হলে আমরা বাধা দেব। আপনার পাইক পেয়াদা, আপনার ম্যানেজারের বন্দুক আমাদেরে ঠেকাতে পারবেনা।

স্বরূপ। বাধা দাও, দণ্ড পাবে।

সুজিৎ। দণ্ড ভয় আমরা করিনা।

স্বরূপ। দণ্ডভয় করনা? আমিও এইসব ঔদ্ধত্য কি করে দমন করতে হয় জানি, আমার পূর্বপুরুষরাও জান্‌তেন। (কুটিল হাস্য সহকারে) তাঁরাও বকের ন্যায় অর্থচিন্তা করতেন, সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করতেন, আর ব্যাঘ্রের ন্যায় শীকার করতেন। (উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন) কি বল মহাপাত্র?

মহাপাত্র। আজ্ঞে হাঁ,—এ যুগের যুদ্ধেও যেমন ঘটছে, তেমনি শশকের ন্যায় পলায়ন তারা কখনও করেননি, যদিও মনুর বিধান ছিল।

সুজিৎ। আমি বাধা দিতে যাচ্ছি।

স্বরূপ। না, তুমি যেতে পাবেনা।

স্বরূপ চৌধুরী সুজিতের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সুজিৎ। আমাকে যেতে দেবেননা?

স্বরূপ। তুমি এখানে বন্দী হয়ে থাকবে। মহাপাত্র! যাও, বলে দাও—কা'কেও যেন এখান থেকে বাইরে যেতে দেওয়া না হয়! আমার আদেশ।

মহাপাত্রের প্রস্থান।

সুজিৎ। আমি বিস্মিত হচ্ছি জ্যাঠামশাই!

স্বরূপ। বিস্ময়ের আরো বাকী আছে সুজিৎ। ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকারী চৌধুরীদের তুমি এখনো দেখনি।

সুজিৎ। সে আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানিনে। কিন্তু আপনি কি চান? আপনি প্রকৃতিস্থ ন'ন, আপনি অসুস্থ।

স্বরূপ। আমি প্রকৃতিস্থ নই?

সুজিৎ। আপনার মতো আরো অনেকেই প্রকৃতিস্থ নয়, পৃথিবীর গতি, বাস্তবতা সম্পর্কে তারা অন্ধ। তাই তারা ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়েও ধর্মের, অধিকারের দোহাই দিয়ে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে কুণ্ঠিত নয়। আমাকে আপনি বন্দী করে রাখতে পারবেননা, আমি জানি···আমি আত্মরক্ষা করতে পারবই। কিন্তু আপনি আপনার নিজেকে রক্ষা করুন। কি সম্বল আপনার আছে? আপনি পুত্রকে, আপন পৌত্রকে ঘর ছাড়া করছেন, আপনি—

স্বরূপ। চুপ, চুপ কর সুজিৎ। আমার পুত্র নেই, পৌত্র নেই—

দরজা ঠেলিয়া দ্রুতপদে প্রবেশ করিল সত্যজিৎ। অত্যন্ত ক্লান্ত সে, শুষ্ক তাহার চেহারা।

সত্যজিৎ। বাবা! বাবা!!

স্বরূপ। বাবা নই, তোমার বাবা নই। আমার কোন পুত্র নেই!

সত্যজিৎ। বাবা! (কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া আসিল, সে টলিতেছিল) আপনি আমাকে নিরাশ্রয় করছেন, জমিদার চৌধুরীদের বংশধর আজ একমুষ্টি অন্নের কাঙাল! পুত্রের অবাধ্যতা ক্ষমা করে, যদি আশ্রয় দিতেন, তা'হলে আপনার পুত্রবধু আজ কুলের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াত না, আপনারই বংশধর শিশু-আশ্রমে আশ্রয় খুঁজতে যেতনা। কিন্তু বাবা! আমরা বঞ্চিত হয়েছি বলে, আপনারই প্রজাদেরে, প্রতিবেশীদেরে আপনি বঞ্চিত করবেন না। নিজের জন্যে কোন প্রার্থনা আমার নেই, প্রার্থনা জানাচ্ছি ওদের জন্যে। পুত্ররূপে এ প্রার্থনা নয় প্রার্থনা করছি আপনারই প্রজারূপে। আপনি বেপারীদের ফিরিয়ে দিন, অন্যায় রক্তপাত বন্ধ করুন।

স্বরূপ। নির্লজ্জ! আজ এসেছ ওদের জন্যে ভিক্ষে চাইতে—প্রার্থনা জানাতে? কিন্তু একদিন নিজের অবাধ্যতার জন্যে ক্ষমা চাইতে

পারনি, মাথা হেঁট করনি। আজ আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারি না। না, কিছুতেই পারিনা। হয় হোক রক্তপাত।

সুজিৎ। সত্যদা! চল এখান থেকে!

সত্যজিৎ। না, সুজিৎ, এ আমার শেষচেষ্টা। বাবা! বাবা! রক্তপাত বন্ধ হবেনা তবে?

স্বরূপ। না, হবেনা। মহাপাত্র! মহাপাত্র!!

সত্যজিৎ। বাবা! (হাঁফাইতে হাঁফাইতে কাশিতে লাগিল) রক্তপাত বন্ধ হবেনা?

কাশির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত বাহির হইয়া আসিল। সে ঢলিয়া পড়িতেছিল। সুজিৎ তাহাকে ধরিয়া তক্তপোষে বসাইয়া দিল।

সুজিৎ। এ কি সত্যদা? তোমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে?

সত্যজিৎ। রক্ত? একি শুধু আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে সুজিৎ? শুধু কি আজই উঠছে?

সুজিৎ। এতদিন একথা বলনি কেন সত্যদা?

সত্যজিৎ। বলিনি। চেয়েছিলাম, এ রক্তপাতে যদি আমার পাপ ধুয়ে মুছে যায়, শান্তি ফিরে আসে।

সুজিৎ। (রক্ত মুছাইয়া দিতে দিতে) তুমি আর কথা বলোনা সত্যদা! তোমাকে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে। কালই তোমাকে কলকাতা পাঠাব—

সত্যজিৎ। কলকাতা? না, না, না। সেখানে সিনেমা আছে, সিনেমার বিজ্ঞাপন আছে, আর সেও হয়তো সেখানে আছে সুজিৎ। বাবা! বাবা! রক্তপাত আপনি বন্ধ করবেননা বাবা?

স্বরূপ। (অনেকক্ষণের স্তব্ধ নিশ্চলতা ভঙ্গ করিয়া) রক্তপাত!

সত্যজিৎ। বাবা!

স্বরূপ। মহাপাত্র! মহাপাত্র!!

প্রস্থান করিলেন।

সত্যজিৎ। আমার জন্যে দুঃখ করোনা সুজিৎ। কি নিয়ে আমি বাঁচব? খোকার মা আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, আমার জ্ঞানবুদ্ধি, আমার শক্তি-সামর্থ্য সবকিছু।

সুজিৎ। তথাপি তুমি বাঁচবে, তোমাকে বাঁচাব সত্যদা। তুমি না বাঁচলে—

স্বরূপ চৌধুরীর প্রবেশ।

স্বরূপ। সত্যজিৎ বাঁচবে সুজিৎ? পারবে তাকে বাঁচাতে?

সুজিৎ। নিশ্চয় পারব জ্যাঠামশাই।

সত্যজিৎ। বাবা!

স্বরূপ। হ্যাঁ, তুমি বাঁচবে, আর—রক্তপাতও বন্ধ হবে।

স্বরূপ চৌধুরী অগ্রসর হইয়া সত্যজিতের মাথায় একখানি কম্পিত হাত রাখিলেন। সত্যজিৎ কাঁদিয়া উঠিল।

স্বরূপ। কেঁদোনা সত্যজিৎ!—বল্‌ছি আমি, নিশ্চয়ই রক্তপাত বন্ধ হবে। বেপারীরা ফিরে যাবে। এবং তোমাদেরই জয় হোক। আমার এ পরাজয়ে দুঃখ নেই। আমার পূর্বপুরুষেরা অভিশাপ দিতে পারবেনা, কারণ আমি তাঁদেরই বংশধর তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি।

সত্যজিৎ। এ কি পরাজয় বাবা?

স্বরূপ। সেকথা থাক্। শুনে রাখ সত্যজিৎ! আজ থেকে চৌধুরীবংশের কর্তা তুমি। তুমিও শুনো সুজিৎ! স্বরূপ চৌধুরী আর তার কুলদেবতা ভবিষ্যৎ চৌধুরীবংশের কেহ নয়।

সত্যজিৎ। বাবা!

স্বরূপ। প্রতিবাদ করোনা প্রার্থনা করি তুমি সুস্থ হয়ে উঠো।

প্রস্থান করিলেন।

সত্যজিৎ। বাবা এসব কি বলছেন সুজিৎ ?

সুজিৎ। এ নিয়ে তুমি চিন্তা করোনা সত্যদা ! জ্যাঠামশাই এমনি, জানতো তাঁকে ?

প্রভাতের পাখী ডাকিতেছে, আকাশ ফর্সা হইয়া আসিয়াছে, জানালা-পথে দেখা যাইতেছে ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘুচিতেছে। বাহিরে সমবেত কণ্ঠের একটা উল্লাস ধ্বনি উঠিয়াছে।

সত্যজিৎ। এ কিসের কোলাহল ?

সুজিৎ। কোলাহল ?

স্বরূপ চৌধুরীর পুনর্বার প্রবেশ।

স্বরূপ। ভয় নেই। এ আমার পরাজয়-বার্তা শুনে তোমার বাহিনীর জয়ধ্বনি। সত্যজিতের খোকা কোথায় আছে সুজিৎ ?

সুজিৎ। রতনপুরে—মাতৃমন্দিরে।

স্বরূপ। আমি এখনি যাচ্ছি সত্যজিৎ। যাবার পথে খোকাকে একবার দেখে, আশীর্বাদ করে যাব।

সত্যজিৎ। আপনি যাবেন—কোথায় যাবেন ?

স্বরূপ। ওই যে নতুন সূর্য উঠছেন, তিনি এখানে অভ্যর্থনা জানাবেন তোমাদেরেই, আমাকে নয়। তার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাব। চৌধুরী বংশের দ্বাদশ পুরুষকে, তার অতীতকে আজ আমি নিজ হাতে মুছে দিচ্ছি। ত্রয়োদশ পুরুষে তুমি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি কর, বাধা আমি দেবনা—কিন্তু আমি তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়েও থাকবনা। আমি বুঝেছি আমি দুর্বল, অক্ষম। সংগ্রামে আমি পরাজিত, আমার পক্ষে অবশিষ্ট রইল—শুধু স্বেচ্ছামরণ, তাই ছিল রাজধর্ম। আমি আমার

কুলদেবতাকে নিয়ে আপাততঃ কাশী চলে যাব সত্যজিৎ! তোমার মা যদি সঙ্গী না হন, তাঁকে তুমি দেখো, আর অন্ততঃ এটুকু মনে রেখো তিনি ছিলেন চৌধুরীবাড়ীর জমিদার গৃহিনী।

সত্যজিৎ উঠিয়া পিতার পদতলে লুটাইয়া পড়িল।

সত্যজিৎ। বাবা! বাবা!!

স্বরূপ। আশীর্বাদ করি তুমি সুস্থ হও, সবল হও, জয়ী হও, সুখী হও।

স্বরূপ চৌধুরী প্রস্থান করিলেন। সুজিতের বাহুবেষ্টনীতে থাকিয়া সত্যজিৎ ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

—•—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য :—রতনপুরের অতিথিশালা।

অতিথিশালার বারান্দায় একখানা ছোট টীপয়ের পাশে একখানা চেয়ারে উপবিষ্ট কিশোরীপতি। টিপয়ের ওপরে একটা সিগারেটের টিন, দেশলাই ও এস্‌ট্রে। মেজেতেও অনেকগুলো আধপোড়া সিগারেট পড়িয়া আছে।

কিশোরীপতির অদূরেই অতি বিনীতভাবে দাঁড়াইয়াছিল, মহেশ্বর খাসকিল—রতনপুরেরই অধিবাসী—দেবব্রতদের ভূতপূর্ব কর্মচারী।

কিশোরী। তা'হলে বেশ সুখেই তোমরা আছ খাস্‌কিল ?

মহেশ্বর। হ্যাঁ, স্যার। আমরা সুখেই আছি। (চারিদিকে একটু চাহিয়া স্বর খাটো করিয়া) কিন্তু স্যার—আমি শুধু দেখিই, বলিনা কিছুই। সে স্বভাবই আমার নয়।

কিশোরী। কিন্তু এখানে নিঃসঙ্কোচে তোমার মনের কথা বলতে পার।

মহেশ্বর। তা'তো পারিই স্যার, আমি আর লোক চিনিনা ? যখন কর্ত্তা বেঁচে ছিলেন, মামলা মোকদ্দমায় যখনি সদরে গেছি—হাকিমের এজলাসে ঢুকে তাঁর মুখের দিকে চেয়েই স্যার আমাদের উকিলকে বলেছি, যাই আপনি বলুন আর যাই আপনি করুন, মামলায় নির্ঘাত জিতেছি।

কিশোরী। লোক-চরিত্রে তোমার বিরাট অভিজ্ঞতা !

মহেশ্বর। সে আপনাদের দয়া স্যার।

কিশোরী। কিন্তু কি বলতে যাচ্ছিলে খাস্‌কিল ?

মহেশ্বর। এই সুখের কথা স্যার। (খাটো কণ্ঠে) একে কি সুখ বলে ? কর্ত্তা যখন মারা গেলেন আর দেবব্রত বাবাজী জমিদার হয়ে

বসলেন, তখনই বলেছিলাম, মাথায় ছিট আছে, দেখে নিয়ো। তাইতো হ'ল।

কিশোরী। কি হল?

মহেশ্বর। স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল স্যার! কাছারী বাড়ীতে যেখানে বসে আমরা গরীব, ছা'পোষা লোক কাজকর্ম করে পরিবার প্রতিপালন করে এসেছি একেবারে আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহের আমল থেকে, সেখানে এখন ব্যাঙ্ক আর সোসাইটী বসেছে স্যার, আর আমরা ভেসে বেড়াচ্ছি।

কিশোরী। কাছারী বাড়ীতো গেল দেখলাম, কিন্তু জমিদারীটা কি হল?

মহেশ্বর। রতনপুরের সব ব্যাটাই এখন জমিদার। জমিদারী এ এলাকার লোকগুলির মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে—সাবেক জমিদারের তহবিলে খাজানা আর কেউ দেয়না।

কিশোরী। খাজানা নেই অথচ জমি ভোগ করে? তা'হলে তো তোমরা সত্যি সত্যি স্বর্গরাজ্যে আছ খাসকিল? আমারো ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের এই রাজ্যে এসে কুটীর বাঁধি।

মহেশ্বর। স্বর্গরাজ্য স্যার! দেবতারা খাজনা দেননা, কিছু কিছু ফসল দেন। তাঁতে জমিদার বাড়ীর পূজা পার্বন অতিথিশালা এগুলো চলছে। আর জমিদার পরিবার ভাগের খাস খামারের ওপর ভর করে আছেন। কিন্তু আমরা কি করে খেয়ে বাঁচি বলুনতো স্যার? চিরকাল কলম চালিয়ে এসেছি, লাঙল তো চালাইনি?

কিশোরী। এবার তুমি চালাতে শুরু কর খাসকিল। তোমাদের রতনপুরে দেখছি স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে! স্বরাজের যুগে লাঙলই হবে একমাত্র অবলম্বন।

মহেশ্বর। যা' বলেছেন স্যার। (চারিদিকে চহিয়া) কিন্তু চাষার ছেলে

নই তো স্যার। দেখুন কতো ব্যাটার বিচার করেছি, জরিমানা আদায় করেছি, এখন কিনা এই মুজনপুরের সেই চাবাভুষোদের পঞ্চায়েতে খাসকিলেরও বিচার চলে। পাপ স্যার, পাপ! নির্ঘাত বল্‌ছি, ভরাডুবি হলো বলে। এইতো দু'বছর ধরে আমাদের দেবরাজ কারাগারে বসে দড়ি পাকাচ্ছেন—পাপ! কিন্তু দেখি সব, বুঝি সব—

কিশোরী। তোমাদের দেবরাজ এখন বন্দী?

মহেশ্বর। এতো ধর্ম বিধাতা সইলেন না কিনা? এখন আবার দেখছেন তো? মধুখালি অঞ্চলের যতোসব হতচ্ছাড়া, মা-বাপ মরা ছেলে মেয়ের দল তারা এসে এখানে গুলজার করে বসেছে। মাতৃ-মন্দির স্যার, মাতৃমন্দির। ওদিকে এক ডাক্তার এসে আড্ডা গেড়েছেন মধুখালিতে......আর......তাঁর ··· যাক্ স্যার! এ সব থাক।—আপনি বলছেন. তাই বলা। নইলে আবার ......কি জানি!......

কিশোরী। নির্ভয়ে বল খাসকিল, ডাক্তারটা কে?

মহেশ্বর। নির্ভয় আমি চিরকালই স্যার। কর্তার আমলে খাসকিলের হুকুমে কতো মাথা উড়ে গেছে। কিন্তু আজ? তা' আপনি যখন আছেন—তখন আবার সেই শক্তি যেন ফিরে আস্‌ছে স্যার। তবে প্রতিজ্ঞা করে আছি।—

কিশোরী। ডাক্তারের কথাটা শুনি এখন।

মহেশ্বর। সুজিৎ ডাক্তার স্যার, ওই দেশোদ্ধারকারী ডাক্তার, মধুখালিকে উদ্ধার করতে এসেছেন।

কিশোরী। কাজলদিঘীর সুজিৎ ডাক্তার তো? যার স্ত্রী—

মহেশ্বর। স্ত্রী দিয়ে কি হবে স্যার? দেশোদ্ধারের লীলা—(জিভ কাটিয়া) আমরা পাপমুখে উচ্চারণ করতে পারিনা। আমি জানতাম—

একবার ওই ডাক্তারকে আমাদের ছোটকর্তার পাশে উপস্থিত দেখেই বলেছিলাম নায়েব মশাইকে—নায়েব মশাই! বাইরে যা'—ভেতরে তা' নয়।'

কিশোরীপতি উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

কিশোরী। খাসকিল!

মহেশ্বর। আমি এখন যাই স্যার।

কিশোরী। সুজিৎ ডাক্তারের সব-কথা তোমার বলা হয়নি।

মহেশ্বর। বড়োদের ঘরে কতো কথা স্যার—আমরা—

কিশোরী। অর্থাৎ? বড়োদের ঘরের কথা?

মহেশ্বর। আমি যাই—।

মহেশ্বর আভূমি প্রণত হইয়া প্রণাম করিল।

কিশোরী। তুমি এক্ষুনি যেতে পারবেনা খাস্‌কিল, তোমাকে সব বলে যেতে হবে। প্রচুর পুরস্কার তুমি পাবে—চাকুরী, অর্থ, যা' চাও।

মহেশ্বর। আমি তো আপনারই গোলাম, সে আর পাবনা? আমি কি বলব স্যার, ডাক্তার সাহেব একা থাকেননা—স্ত্রী না থাকলেও একটা উপসর্গ আছে। তবে আমাদের মতো লোক, একথা কি উচ্চারণ করতে পারে?

কিশোরী। (হাসিমুখে) তাই বল। স্বদেশপ্রেমিক সুজিৎ ডাক্তার, অনীতা দেবীর পরিত্যক্ত স্বামী। তাই—

মহেশ্বর। প্রেমিকই বটে স্যার। তা'ও আবার নিষ্ফল নয়, ফলও ঝুলছে, একেবারে আড়াই বছরের একটি কচি—

কিশোরী। কিন্তু উপসর্গটি কে খাস্‌কিল?

মহেশ্বর। যিনি অচলা হয়ে মাতৃমন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

কিশোরী। অচলা হয়ে? অচলা? (কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিল) অচলা হয়ে অর্থ কি?

মহেশ্বর। অচলা দেবী স্যার! তিনি দেশের জন্যে কোন হতচ্ছাড়ার কপাল ভেঙে এসেছেন জানিনা। জেনেও কি হবে—যাঁদের জানবার তারা জানুক।

কিশোরী। (উত্তেজিত কণ্ঠে) থাস্‌কিল!

মহেশ্বর। ক্ষমা করবেন স্যার! এই আমার মুখ বন্ধ। থাস্‌কিল দেখে অনেক কিছুই কিন্তু মুখফুটে বলে না, সে তার স্বভাবই নয়। কিছুই আমি বল্‌তে পারিনে, কিছুই না।

কিশোরী। ভয় পেয়োনা থাস্‌কিল। তোমাকে মুখ বন্ধ করে থাকলে চল্‌বেনা, তোমার—তোমার দেশের, এ অঞ্চলের সবগুলি লোকের মঙ্গল যদি চাও, তা হলে তোমাকে মুখ খুল্‌তেই হবে। এসো আমার সঙ্গে—এসো, এখানে নয়।

থাস্‌কিলকে লইয়া কিশোরীপতির প্রস্থান; প্রবেশ করিল বিমল ও তাহার পিছনে অচলা।

বিমল। কা'কেও তো দেখ্‌ছিনা অচলাদি।

অচলা। তুমি বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর বিমল—আমি ওঁকে খুঁজে নেব। আর একটা কথা মনে রেখো ভাই, আজকার আমার এখানে আসা গোপন রেখো। এর কৈফিয়ৎ আমি একদিন দেব তোমাকে।

বিমল। আমি তো তোমার কৈফিয়ৎ চাইনি অচলাদি?

অচলা। অচলা দিকে অবিশ্বাস করনা তো?

বিমল। শুধু ভক্তি করি।

বিমলের প্রস্থান।

অচলা। ভক্তি করে অচলাদিকে শুধু ভক্তি করে। আর এখানে—

কিশোরীপতি প্রবেশ করিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। থাস্‌কিল প্রবেশ করিয়া অচলার অলক্ষ্যে জিভ কাটিয়া ত্বরিতে কতকগুলো নোট পকেটে গুজিয়া চুপি চুপি পা টিপিয়া চলিয়া গেল।

কিশোরী। কে, কে আপনি?

অচলা। (মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া) চিনতে পারনি ?

কিশোরী। ওঃ তুমি ? এতোকাল পরে! মাতৃ-মন্দিরে যখন দশ হাজার টাকা দান করি, তখন জানতামনা যে, তুমি এসে মাতৃরূপে এখানে অধিষ্ঠিতা হবে। ভাল কথা, একাকিনী—আমার কাছে কি প্রয়োজন ?

অচলা। তোমার নির্লজ্জ শ্লেষোক্তির জবাব দেবার আমার ইচ্ছে নেই। আমি এসেছি তোমাকে জানাতে, এখান থেকে তুমি চলে যাও।

কিশোরী। এ তোমার আদেশ ?

অচলা। এই রতনপুরের আর তোমারও মঙ্গলের জন্যে এ আমার অনুরোধ।

কিশোরী। অনুরোধ ? কিন্তু একথা তোমার অজানা নেই যে, কিশোরী-পতি নিজের মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে প্রতিক্ষণই সচেতন। আর রতনপুরের মঙ্গল ? তোমাদের সমবেত চেষ্টা যদি তা'তে ব্যর্থ হয়, না হয় আরো কিছু অর্থ দেব !

অচলা। তোমার সঙ্গে আমি কথা কাটাকাটি করতে চাইনা।

কিশোরী। অভিজ্ঞতা থেকে তা' না-চাওয়াই তো স্বাভাবিক।

অচলা। আমি চাই, তুমি এখান থেকে চলে যাবে।

কিশোরী। একথাত তুমি বলতে চাইতেনা—

অচলা। কিন্তু আজ বলছি।

কিশোরী। কারণ, কে-এক দেশপ্রেমিক ডাক্তারের শক্তি ও আশ্রয়ে তুমি আজ—

অচলা। চুপ্ কর।

কিশোরী। চুপ্ ? (হাসিয়া উঠিল) সত্যিই, সাহসের তোমার অন্ত নেই।

অচলা। হ্যাঁ, সাহসের অন্ত নেই। নারী-মাংস-লোলুপ চরিত্রহীন তোমার নিষ্ঠুরতা অমানুষিকতাকে আমি আর ভয় করিনা।

কিশোরী। চমৎকার! কিন্তু অচলাদেবী, আমাকে নিষ্ঠুর, অমানুষ তুমি বললেও তোমার সমাজ বলেনা, বলবার সাহসও নেই।

অচলা। আজকার কৃত্রিম সভ্যতাগর্বী সমাজের মাঝে তুমি আত্মগোপন করে থাক, বাধা দেবনা—কিন্তু এ রতনপুরে এসেছ কি সর্বনাশের নেশায়? তোমার কুটিলগতিকে আমি ভয় করি, তাই ছুটে এসেছি। রতনপুরের শান্তিকে তুমি ধ্বংস করোনা।

কিশোরী। আমি অশান্তি?

অচলা। তুমি অমানুষ।

কিশোরী। থাম। দুর্বিনীতার ধৃষ্টতার শাস্তি দেবার ক্ষমতা আমার এখানেও আছে।

অচলা। এ আস্ফালন বৃথা। সে ক্ষমতা তোমার এখানে নেই। তবে এখানকার শান্তি বিনষ্ট করবার, এখানে আগুণ জ্বালাবার ক্ষমতা তোমার আছে।

কিশোরী। একটা চরিত্রহীনা নারীর মুখে এ আস্ফালন, সত্যি আমার অভিজ্ঞতায় নতুন।

অচলা। কি বলছ তুমি?

কিশোরী। বল্‌ছি, রতনপুরের মাতৃ-মন্দিরের পতিত্যাগী দেবী যে সুজিৎ ডাক্তারের

অচলা। তুমি এতোদূর—

কিশোরী। অধঃপাতে গেছি? তোমার মতো এখনো ততোদূর এগোতে পারিনি। ডাক্তারের কল্যাণে তুমি মাতৃ মন্দিরেই শুধু অধিষ্ঠিতা হওনি—মা'ও হতে পেরেছ।

অচলা। কি—কি তুমি বল্‌তে চাও? (অচলা বিবর্ণ—স্বর কম্পিত) আমি মা হয়েছি, কিসে হয়েছি? তুমি—

কিশোরী। জানি এবং তা-ই বল্‌ছি।

অচলা। বিশ্বাস করো, তোমার—

কিশোরী। আমি তোমার কাছে কি চাই জান? তোমার আর এই রতনপুরের কল্যাণ যদি চাও, এখান থেকে চলে যাও।

অচলা। চলে যাব?

কিশোরী। আমার এ অনুরোধ নয়, আদেশ।

অচলা। তোমার আদেশ দেবার অধিকার আছে?

কিশোরী। রতনপুরের মাতৃমন্দিরের কল্যাণে সে অধিকার আমার আছে। আমার অর্থ তাকে প্রাণ দিয়েছে।

অচলা। অর্থ দিয়ে রতনপুরকেও তুমি কিন্‌বে? কিন্তু আমি যদি না যাই?

কিশোরী। অগত্যা রতনপুরের লোক তোমাকে যেতে বাধ্য করবে। তোমার মতো চরিত্রহীনা—

অচলা। না, না, না। তুমি—

ডাকিতে ডাকিতে বিমলের প্রবেশ।

বিমল। অচলাদি, অচলাদি! এতোক্ষণ অপেক্ষা করবার তো কথা ছিলনা? এ কি? তুমি কাঁপছ কেন—তোমার মুখ বিবর্ণ? তবে কি—

অচলা। কিছুনা বিমল।

বিমল। তুমি অপমানিত হয়েছ?

অচলা। না বিমল, না। কিন্তু তোমার এখানে আস্‌বারও তো কথা ছিলনা? তুমি যাও, আমি আস্‌ছি।

বিমল। আচ্ছা! ব্যাপার কি? তা' থাকুক—

বিমল চলিয়া যাইতেছিল।

কিশোরী। ওঃ, ভাইরাও তোমার জুটে গেছেন? Cousins are the best—

বিমল ফিরিয়া আসিল।

বিমল। ওঃ, তাই ? কি বল্‌ছিলেন মশাই—আবার আমি শুন্‌তে চাই।

কিশোরী। তোমার সঙ্গে তো আমার কোন কথা নয়—

বিমল। আমি তোমাকে এখানে ফেলে যাবনা অচলাদি। এই স্কাউণ্ড্রেল—

কিশোরী। এও বলে স্কাউণ্ড্রেল ?

বিমল। কেন যে এলে তুমি এখানে—

কিশোরী। এসেছিলেন অভিসারে, কিন্তু তা' জমলনা। নয় কি অচলা দেবী ?

বিমল ক্রুদ্ধভাবে কিশোরীপতির সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

অচলা। বিমল !

কিশোরী। শেষকালে গুণ্ডা লেলিয়ে দিতে এলে অচলা ?

বিমল। তোমার ধৃষ্টতার শাস্তি আজ দিতেই হবে।

বিমল কিশোরীপতির জামার কলার ডান হাতে চাপিয়া ধরিল।
কিশোরীপতি অবিচল ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।
অচলা গিয়া উত্তেজিতভাবে বিমলকে ধরিল।

অচলা। না, না বিমল ! তুমি একে অপমান করতে পারনা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও তুমি।

বিমল সরিয়া আসিল।

বিমল। তোমাকে অপমান করলেও না ?

অচলা। না, তুমি এস।

বিমল। বুঝছিনা কিছুই—হয়তো আমি নির্বোধ বলেই।

অচলা। চল বিমল।

বিমল। ইনি তোমার কিছু হ'ন ?

অচলা। ইনি ? না, কিছুই নয়, কিছু নয়।

বিমল। তবে ?

অচলা। আমি, আমি যে সন্তানের মা, ওরে—আমি মা।

অচলা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিমল কিশোরীপতির দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহার পিছনে চলিল। কিশোরীপতির রক্তিম বিপর্যস্ত মুখে কুটিল ক্রুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য :—রতনপুর মহামায়াদের বাড়ীর কক্ষ। তৃতীয় অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যে যে কক্ষ দেখা গিয়াছিল। মহামায়া ও অনীতা।

মহামায়া। মা হওয়ার মাকেই আমার সবচেয়ে বড় সার্থকতা অনীতা।

অনীতা। (নীরব)।

মহামায়া। (একটু থামিয়া) এখুনি তো শুনে এলে, মধুখালির আজকে-আসা অনাথ ছেলেটা কেবল 'মা মা' বলেই কাঁদছে। অবোধ শিশুরও এ অনুভূতি আছে, জগতে তার মাকেই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কেন এ অনুভূতি ?

অনীতা। এ আমাদের সমাজের জীবনগত সংস্কার।

মহামায়া। না, অনীতা, না ! মাটির বুকে জন্মায় গাছপালা, শস্যসম্ভার—মানুষের জীবনধারণের বেঁচে থাকার উপাদান, আর মায়ের বুকে জন্মায় মানুষ—পৃথিবীর জীবন, বেঁচে-থাকার সম্পদ। তাই শিশু ডাকে মা। মাটিও মা আর জন্মদাত্রীও মা।

অনীতা। সেই পুরাণো কথা মহামায়াদি, সুরটা ভাবাটাই শুধু মাঝে মাঝে নতুন ঠেকে।

মহামায়া। সত্যি পুরাতন অনীতা। সত্য কি নতুন হতে পারে ? মানুষ কোন দেশে কোন কালে নতুন হয়নি।

অনীতা। আজকার জগৎ যদি নতুন মানুষ গড়তে চায়, সে কি অন্যায় হবে ?

মহামায়া। পোষাক পরিচ্ছদ আর সভ্যতা গায়ে চড়ালেই মানুষ নতুন হয়ে

যাবে ! পাগল ! আদিম মানুষটা যুগে যুগে পোষাক বদলায়, নতুন ধর্ম গ্রহণ করে—সে নতুন করে আর জন্মায়না ।

অনীতা । জন্মায় । রাশিয়ায় জন্মেছে, আজ যুদ্ধের মহাপ্রলয়ের মাঝে ইউরোপের দেশে দেশে নতুন মানুষ জন্ম নিচ্ছে ।

মহামায়া । জন্মায়নি অনীতা, সেই একই মানুষ এতোকাল ঘুমিয়েছিল, তারা জেগেছে ! আজও কালের আঘাতে তাণ্ডবের মাঝে হচ্ছে তা'দের জাগরণ । শুধু ইউরোপে কেন, আমরাও কি জাগবনা— সত্যিকার আত্মপরিচয় পাবনা অনীতা ?

অনীতা । এ আমি স্বীকার করিনা মহামায়াদি । তোমাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তোমার বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে পারিনা ।

মহামায়া । কেন ?

অনীতা । আমি এও বিশ্বাস করিনা, তোমার আমার দেশ আজই জাগবে । প্রভুত্ব আর দাসত্ব যেখানে দুই ধর্ম—শুধু মানুষের সংঘ সমাজেই নয়—পরিবারে, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেও—

মহামায়া । জাগবে অনীতা ! ওই চেয়ে দেখ এঁদের দিকে । (দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে, নির্দেশ করিয়া) ওঁদের তোমরা বিশ্বাস করো ! রাশিয়া লেনিনকে, ষ্টালিনকে বিশ্বাস করেছিল, তাই জেগেছে । ওঁরা বলছেন, জাগবে, এ দেশও জাগবে । এদেশের মানুষ আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবে । (দেবব্রতর প্রতিকৃতির দিকে চাহিয়া) আর ওই যে দেখছ, উনি আমার কি জান ?

অনীতা । তোমার সন্তানের পিতা ।

মহামায়া । জানি তোমার অভিমান কোথায় অনীতা । উনি সত্যিই আমার সন্তানদের পিতা কিন্তু আমার প্রভু নহেন । উনি আমার—প্রিয়, বন্ধু, সখা ও সহচর । জাতির ভবিষ্যৎ গঠনের ব্রতে আমরা সহধর্মী, সহকর্মী । একদিন তাঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, মাতৃত্বেই

কি নারী-জীবনের সার্থকতা। রুশ-বিপ্লবের একখানা চিত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে উনি হাস্যমুখে উত্তর করেছিলেন, রুশিয়ার জননীদের জিজ্ঞাসা করো। আমি উত্তর পেয়েছিলাম

অনীতা। আজকার রাশিয়াকে বাঁচিয়ে রাখছে যে সম্পদ তা' গত বিশবছর ধরে তারই মাটির বুক থেকে জন্মেছে আর রাশিয়া যে অপূর্ব জীবনের পরিচয় দিচ্ছে, রাশিয়ার 'মা'রাই সে জীবনের স্রষ্টা। রাশিয়ার মাটি আর মারা যদি বেঁচে না-থাকত ?... তা'হলে......

মহামায়া দেবব্রতের প্রতিকৃতির সম্মুখীন হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। উজ্জ্বল তাঁহার দৃষ্টি।

অনীতা। মহামায়াদি !

মহামায়া। (তন্ময় আত্মগত ভাবে) অনীতা ! আমি স্বপ্ন দেখি, কল্পনা করি। আমি শুনি, স্পষ্ট শুনতে পাই, দলে দলে সৈনিকরা চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রে—ওই তাদের পদধ্বনি। তাদের পথ চলার তালে তালে আমার হৃদয়ও নেচে ওঠে। আমি তাদের দেখতে পাই—স্পষ্ট দেখি তাদের মুখগুলি। তারা যে আমারই সন্তানরা। তাদের আমিই জন্ম দিয়েছি, পালন করেছি, মানুষ করেছি। তাদের দেহে আমিই তা যুদ্ধসাজ পরিয়ে দিয়েছি। আমি তাদেরই মা স্রষ্টা, জননী। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটে যাই ওদের বিদায়ের দিনে গলায় মালা পরিয়ে কপালে রক্তচন্দনের টীকা দিয়ে বলেছিলাম, জয়ী হয়ে ফিরে এসো। সন্তানের পেছনে পেছনেও আমার কণ্ঠের গম্ভীর স্বর ধ্বনিত হতে থাকে, জয়ী হও, জয়ী হও। যুদ্ধক্ষেত্রে উঠে হুঙ্কার, আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন, আর্তের কোলাহল, তার মাঝেও আমি উচ্চকণ্ঠে বলে যাই, জয়ী হও। রক্তস্রোত বয়ে যায়—তপ্ত রক্ত। সে

রক্তধারা অঙ্গুলিপুরে আমি খুঁজে দেখি, সে রক্তের পরিচয় কি, সেকি আমারই রক্তধারা? অনীতা! আমি মা, সেখানেই খুঁজি আমার গৌরব, আমার প্রতিষ্ঠা। ওগো, তুমি শুধু হাসছ, কথা বলছনা কেন? আমি যা' বল্‌ছি তাই কি সত্য নয়?

মহামায়ার মুখে প্রশান্ত হাসি, কিন্তু দুই চোখ হইতে কপোল বাহিয়া জলধারা ছুটিয়া চলিয়াছে। অনীতার চোখেও জল।

অনীতা। মহামায়াদি!

মহামায়া যেন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন। তাহার মুখ সহসা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

মহামায়া। আমি মাঝে মাঝে খুব ভাব-প্রবণতা প্রকাশ করি—না অনীতা? তোমাদের মনে হয়—

অনীতা। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, গভীর বিশ্বাসের ফলে তুমিই সত্যের সন্ধান পেয়েছ।

মহামায়া। সত্যিই কি পেয়েছি?

অনীতা। সে-বিচার আমি করবনা। তোমার এ অবিচল বিশ্বাস ও নিষ্ঠায় আমাকেও দীক্ষা দাও মহামায়াদি, আমাকে বাঁচাও।

মহামায়া। তুমি বেঁচে আছ, বেঁচে থাকবে অনীতা। দেখ্‌ছ কতো দেরী হয়ে যাচ্ছে, এখুনি যে যেতে হবে।

অনীতা। মাতৃ-মন্দিরে?

মহামায়া। হ্যাঁ, চল—সেখানে যেতে যেতে কথা হবে।

অনীতা। আমি—আমি সেখানে যাবনা।

মহামায়া। অচলা আছে বলে? অচলা দিয়েছে আমাকে তোমার পরিচয়—

অনীতা। (শুষ্ক কণ্ঠে) আমার পরিচয়?

মহামায়া। আর আমি দেব অচলারও পরিচয়—আরো একজনকে সত্যি করে তুমি চিন্‌বে। আর দীক্ষার কথা বল্‌ছিলে, যদি নিতে হয়

তখন তুমি নিজের কাছেই মন্ত্র খুঁজে পাবে অনীতা। এস।

অনীতা সহ মহামায়ার প্রস্থান। প্রবেশ করিল রমলা।

রমলা। সবাই গম্ভীর, গম্ভীর আর গুরুতর। বাবা! জীবনটা কি শুধুই সংগ্রাম, সংঘর্ষ আর কঠোরতা? (দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলির দিকে চাহিয়া) মাপ করুন মহারাজেরা! এতো গম্ভীর হয়ে থাকবেননা, একটুখানি হাসুন, কিন্তু ওই—ওই মহাত্মাজীর মতো নয়, ভয় করে।

বিমলের প্রবেশ।

বিমল। আপনার মতোও নয়, তা'তে হাসি পায়।

রমলা। আপনার মতোও নয়, কাঁদতে ইচ্ছে হয়।

হো হো করিয়া বিমল হাসিয়া উঠিল।

রমলা। এঁ্যা? হাসছেন যে?

বিমল। আপনার কান্না দেখবো বলে?

রমলা। ওঃ,—আমি কাঁদিনা।

বিমল। তা'হলে আমিও হাসিনা।

রমলা। কি অদ্ভুত!

বিমল। জাগরণী সংঘের লোক, নিজের মনের ছায়া দেখে শিউরে উঠাই স্বাভাবিক।

রমলা। আর নিদ্রিত স্বপ্নলোকের অধিবাসীরা ভৌতিক দেহে দিন রাত কেবল উড়ে উড়ে বেড়ায়—তা'ও অস্বাভাবিক নয় দেখছি।

বিমল। স্বপ্ন যারা দেখে, তাঁদের কান্নাটা স্বপ্নেই কেটে যায়। কিন্তু যারা জেগে কাঁদতে ইচ্ছে করে, উঃ, কি হাস্যকর।

রমলা। বলেছি তো, আমি কাঁদিনা।

বিমল। কিন্তু আমি আপনার কান্নাটাকেই বেশী উপভোগ করতাম।

রমলা। উপায় কি? তা'হলে আপনি আর একবার হাসুন!

বিমল। হাসব?—সত্যি, তা'হলে কাঁদছেন তো?

বিমল হাসিয়া উঠিল—রমলাও হাসিয়া উঠিয়া মুখে আঁচল চাপা দিল।

হাসছেন যে? কি মুস্কিল! আপনাকে নিয়ে সংসার করা দায় দেখছি।

রমলা। কি—কি বলছেন?

বিমল। বলছি—তা' (ঢোক গিলিল) কি জানেন, আমি স্বপ্ন দেখি, আমার গৃহে একটী নারীর আবির্ভাব হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে তার এটা ওটা বায়না, এ দাও তা' দাও—শাড়ী ব্লাউজ, রূপোর ঝুমকো, সোণার ব্রেসলেট, জরীর জুতো, হীরার নেকলেস—আমি কিছুই দিইনা—আর সে কাঁদে। মনে হয় কতো সুন্দর! তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিই, আর আমি বলি, তোমাকে দেবার আমার কিছুই নেই, তাই কিছুই দিতে পারিনা—ছিঃ কেঁদোনা লক্ষীটি—সে আরো কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কি-যে ভাল লাগে—

রমলা। আর আমি দেখি কি জানেন? আমার ঘাড়ে এসে চেপেছেন একজন—অবশ্য পুরুষই তিনি। দিনরাত তাঁর মুখে কেবল হাসি—সে কি বিকট, ভয়ানক! কিন্তু আমার খুব আনন্দ হয়। লোকে বলে, পাগল। কিন্তু আমি বলি, তাই ভাল। দুনিয়া-শুদ্ধ লোকই তো পাগল নয়, পাগলইতো সাধারণের ব্যতিক্রম—অসাধারণ। সে আমার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়, গালাগাল দিই, তবু হাসে। আমি মনে মনে বলি, তুমি পাগল হয়ে অসাধারণ হয়েই বর্তে থাক।

বিমল। আহা! আপনার জন্যে আমি দুঃখিত। পাগল নিয়ে ঘরকন্না।

রমলা। আপনার সৌভাগ্যে আমি ঈর্ষান্বিত, কান্নার মাঝে ডুবে-থাকা।

বিমল। আপনার পাগল-ভাগ্য চিরস্থায়ী হোক।

রমলা। আপনার জীবনে কান্না অনন্ত অফুরন্ত হোক।

মহামায়া ও অনীতার প্রবেশ।

মহামায়া। বিমল এখানে?

রমলা। পাগল, মহামায়াদি! পাগল।

বিমল। না কান্না! হাঁ মহামায়াদি, আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।

মহামায়া। অমলার কি হয়েছে?

বিমল। তাঁর কি হয়েছে বল্বার অধিকারিণী তিনিই, তবে তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে, বল্তে এসেছি। কিন্তু এখানে নয়।

মহামায়া। তা'হলে আমার ঘরে চল।

বিমল। সেখানেই যাচ্ছি।—যাবার আগে—এঁকে (রমলাকে দেখাইয়া) একটুখানি সান্ত্বনা দিয়ে যাও, ডুক্রে ডুক্রে কাঁদছিলেন কিনা।

বিমলের দ্রুত প্রস্থান।

রমলা। কি, আমি ডুঁকরে ডুঁকরে কাঁদছিলাম?

মহামায়া হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনীতা। রমলা!

রমলা। দেখছ তো অনীতাদি, লোকটি জ্বালাতন করে তুলেছে।

অনীতা। মনে মনে তো দুঃখিত নোস্ তা'তে?

রমলা। ঈস্, কি-যে বল, এই অদ্ভুত—উন্মাদ—জেগেও যে স্বপ্ন দেখে!

অনীতা। আর স্বপ্ন দেখায়ও, থাক্ একথা রমলা। আমি বল্তে এসেছি, এখান থেকেও আমাদের তল্পী গুটাতে হবে।

রমলা। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, একটা নতুন-কিছু ঘটেছে। কিন্তু আবার কি হল?

অনীতা। কিশোরীপতি এখানে এসেও হানা দিয়েছে।

রমলা। কি সর্বনাশ! আর তার সেই অনুচরটি, কলাবিদ্! আমাদের কলাবিদ্ সমীরণ হালদার?

অনীতা। তার সন্ধান পাইনি। মাতৃ-মন্দির প্রতিষ্ঠায় কিশোরীপতির দান বিরাট, তাই সে এখানে শ্রদ্ধার পাত্র। সে এসেছে তার অর্থভাণ্ডার নিয়ে মধুখালির সাহায্যকার্য আর রতনপুরের আদর্শ পল্লীকেন্দ্রে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে। আরো কি উদ্দেশ্য আছে কে-জানে। আমার ভয় হয় রমলা!

রমলা। আমি ভয় করিনা।

অনীতা। আমি করি। কুটিল সাপিল তার গতি। আর আমাদের পথও এ নয় রমলা। মহামায়াদিকে বলেছিলাম, তাঁর আদর্শে আমাকে দীক্ষা দিতে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তা ভুল—মিথ্যা ভাবোচ্ছ্বাস। মহামায়াদিই নারীত্বের পূর্ণরূপ নয়।

ব্যস্তভাবে মহেশ্বর খাসনবিশের প্রবেশ।

মহেশ্বর। মা-মাঠাকুরুণ—এখানে আছেন? ওঃ, ক্ষমা করবেন, আমি জানিনা যে আপনারা এখানে? তা' আমি আপনাদেরও দাস—

মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। এই সময়েই তাহার নিকট হইতে সকলের অলক্ষ্যে একখানা ফটো মেঝেতে ফেলিয়া দিল।

মহেশ্বর। মার কাছে প্রয়োজন ছিল। তা' কোন কিছুতে কথা বলা—সে আমার স্বভাবই নয়। তবে ওদের মেয়ে পরে মানুষ—চুপ করে থাকতেও পারিনা, কি করব!

মহেশ্বর বাঁকা দৃষ্টিতে একবার অনীতার দিকে চাহিয়া চলিয়া গেল।

অনীতা। একে চিন্‌তে পারলি রমলা?

রমলা। জগতে কতোলোকই আছে, ক'জনকেই বা চিনি—চিন্‌তে পারি?

অনীতা। শুধু চেনোছস্ বিমলকে।

রমলা। আর ডাক্তার সুজিতরায়কেও আমি চিনেছি—তুমি যদিও চিনতে পারনি।

অনীতা। রমলা!

রমলা। আমি সব জানি অনীতাদি। ডাঃ রায়—

ডাঃ সুজিতের প্রবেশ।

সুজিৎ। মহামায়াদি!

রমলা। তিনি তো এখানে নেই।

সুজিৎ। মাতৃমন্দিরে আছেন?

রমলা। হয়তো আছেন, হয়তো নেই। তা' আপনি এখানেই একটুখানি বিশ্রাম করুন না, তাঁকে আমি ডেকে আনি। কি বল অনীতাদি! তুমি এঁর অভ্যর্থনা কর। আমি যাই তা'হলে।

সুজিৎ। না, না, আমিই যাচ্ছি।

হঠাৎ সুজিতের দৃষ্টি পড়িল মেঝের দিকে। সে দেখিল একখানা ফটো পড়িয়া আছে। সে সেখানা হাতে তুলিয়া লইল। ফটোর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সহসা তাহার মুখখানি ক্ষণেকের জন্তে কালো হইয়া গেল। সে ফটোখানি রমলার দিকে আগাইয়া ধরিল। তাহার হাত একটুখানি কাঁপিল।

সুজিৎ। এখানা সম্ভবতঃ আপনাদেরই।

রমলা। (ফটো হাতে লইয়া তাহার দিকে না চাহিয়াই অনীতার হাতে গুঁজিয়া দিয়া) আপনিও থাকুন আর এখানাও থাকুক অনীতাদের কাছেই গচ্ছিত। আমি আসছি।

রমলার দ্রুত প্রস্থান। অনীতা ফটোর দিকে চাহিয়াই প্রথম চমকাইয়া উঠিল—তারপর স্তব্ধ বিস্ফারিত নেত্রে শুষ্ক রক্তশূন্য মুখে উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সুজিৎ বাহির হইয়া যাইতেছিল—অনীতার স্তব্ধতা ভাঙ্গিল।

অনীতা। শোন।

সুজিৎ। কি! (তাহার মুখে ম্লান হাসি)

অনীতা। এ ফটো দেখে তুমি কি ভাবলে?

সুজিৎ। বিশেষ কিছুইনা। কিশোরীপতি আর অনীতাদেবীকে এইভাবে দেখে মনে হচ্ছে, হয়তো ক্ষণিকের মোহ বা বর্তমান সভ্যতার বিলাস অথবা কিছুই নয়।

অনীতা। তা' নয়।

সহসা অনীতা পিছন ফিরিয়া চলিতে লাগিল।

কিন্তু কৈফিয়ৎইবা আমি দিতে যাব কেন? কা'কে দেব?

সুজিৎ। কাকেও নয়। যদি কিছু থাকে, তবে নিজেকেই সে কৈফিয়ৎ দাও।

উত্তেজিতভাবে অচলার প্রবেশ।

অচলা। সুজিৎদা! তোমরা যারা জনসেবাকে, সমাজের কল্যাণকে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থ বলে মুক্তিকে জীবনের আদর্শ ঘোষণা করে গর্ব কর, তোমরা কি একদিন কৈফিয়ৎ দেবেনা ভবিষ্যৎ সমাজের কাছে, দেশের কাছে—কেন তোমরা শাস্তি দাওনি সমাজের অনাচারীদের, কেন তোমরা অর্থের কাছে, ভণ্ডামীর কাছে, কৃত্রিম প্রতিপত্তির কাছে মাথা নুইয়ে এসেছ?

সুজিৎ। এতো উত্তেজিত কেন অচলা? কি হয়েছে?

অচলা। তোমরা দেশের মর্যাদা চাও, কিন্তু নারীর মর্যাদা বোঝনা। তোমরা পুরুষের ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দাও, কিন্তু নারীর বিদ্রোহের পেছনে থাকে কতোখানি অসহনীয় বেদনা তা' না-বুঝেই হয়ে ওঠ বিষকণ্ঠ। তোমরা চাও কিসের স্বাধীনতা, কার স্বাধীনতা? হয় সত্যিকার মানুষ হও, বিদ্রোহ কর, না-হয় এ ভণ্ডামী দূর কর। দেশকে প্রতারণা করো না।

সুজিৎ। তুমি শান্ত হও অচলা।

অচলা। শান্ত হব? সুজিৎদা!

অচলা কাঁদিয়া ফেলিল। সে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সুজিৎ। অচলা! অচলা!!

মহামায়া ও রমলার প্রবেশ।

মহামায়া। অচলা—অচলা চলে গেল?

সুজিৎ। অচলা আজ উত্তেজিত, বিভ্রান্ত। তার কি হয়েছে মহামায়াদি?

অনীতা। অচলা আজ সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

সুজিৎ। জানিনা। অচলাকে সত্য উপলব্ধি করতে দেখলে আমি সুখী হব। মহামায়াদি! আমি আজ তোমার কাছে এসেছি সত্যদার দূত হয়ে।

মহামায়া। তিনি কোথায়?

সুজিৎ। এতোক্ষণে তিনি রাজমহেন্দ্রীর পথে। হয়তো আর ফিরে আসবেননা। জ্যাঠামশাই কাশীতে প্রাণত্যাগ করেছেন। সত্যদা তাঁর সব কিছু তাঁর জমিদারী, অর্থ দিয়ে গেছেন দেবুদাকে—দেবুদা তা' নিয়ে তাঁর আদর্শ মতো যা-খুসি ব্যবস্থা করতে পারবেন। আর তাঁর অনুপস্থিতিতে সে ভার বহন করবো তুমি আর আমি।

মহামায়া। সে আমরা পারব সুজিৎ?

সুজিৎ। তাঁর বিশ্বাস পারবে। এই নাও কাগজপত্র।

এক তাড়া কাগজ মহামায়ার হাতে দিল। মহামায়া তাহা হাতে করিয়া দেবব্রতের প্রতিমূর্তির পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

সুজিৎ। তাঁর খোকা—সে রইল তোমারই মাতৃমন্দিরের সন্তান হয়ে। আর একটা কথা মহামায়াদি, যদি কখনও সত্যদার স্ত্রীর মোহ-মুক্ত ঘটে অথবা তিনি বিপন্ন হয়ে পড়েন—তাহলে তুমি তাঁকে আশ্রয় দেবে এ ভরসাও তিনি প্রকাশ করে গেছেন। আমি

এখন যাই মহামায়াদি! (চলিতে চলিতে ফিরিয়া) অচলাকে দেখো—সে বড় বিচলিত হয়ে পড়েছে।

মহামায়া দেবব্রতের প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। ততক্ষণে সুজিত করিয়াছে প্রস্থান।

মহামায়া। সুজিৎ চলে গেল?

রমলা। হাঁ, চলেই গেলেন। অনীতাদির কাছে গচ্ছিত রেখে গেছলাম, কিন্তু তিনি ধরে রাখতে পারলেননা।

অনীতা। যাবার আগে বিচলিতা অচলাদেবীকে আর সম্ভবতঃ তার সন্তানকেও দেখবার ভার তোমার ওপরই দিয়ে গেলেন মহামায়াদি।

মহামায়া। আর তারও আগে নীরবে আর-একজনের সব ভারও আমারই হাতে দিয়ে গেছেন অনীতা, আর সে ভারও আমি গ্রহণ করেছি।

অনীতা। না, না, তা' মিথ্যা।

তৃতীয় দৃশ্য :—মধুখালিতে সুজিতদের সেবাকেন্দ্রের শিবির। তাহার অফিস কক্ষ। নরেন, রতন ও মহেশ্বর খাস্‌কিল।

মহেশ্বর। আমিও তো বলি মিথ্যা।

রতন। দেখুন খাস্‌খিল মশায়! আমরা শুধু নিরন্নের মুখে অন্নই দিইনা, প্রাণহীনদের দলে দলে চিতেয়ও তুলে দিই।

মহেশ্বর। আজ্ঞে জানি সবই—তবে—

নরেন। বলেননা কিছুই!

মহেশ্বর। আজ্ঞে।

রতন। এও জেনে রাখুন, সব সময় দেহগুলিতে প্রাণ আছে কিনা খুঁজে দেখবার অবসর আমরা পাইনা।

মহেশ্বর। আজ্ঞে তা' সম্ভবও নয়।

রতন। অধুনা চিতেয় চড়বার লোকের আবার অভাবও ঘটেছে।

মহেশ্বর। তা'ও বটে।

রতন। অথচ চিতেগুলি লোকের জন্ত হাহাকার করছে।

মহেশ্বর। আজ্ঞে, করতে পারে।

রতন। তাই বলছি, যদি এ অঞ্চল থেকে প্রস্থান না করেন, তা'হলে কি-জানি কখন আপনাকেই চিতেয় চড়িয়ে দিতে পারি।

মহেশ্বর। আজ্ঞে।

নরেন। আপনি আমাদের বিরুদ্ধে, সুজিৎদার বিরুদ্ধে এ অঞ্চলে মিথ্যা প্রচার করছেন, সবাইকে তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছেন—কিন্তু কেন? আপনি যদি ভেবে থাকেন আমরা শুধু সেবা করতে জানি, শাস্তি দিতে জানিনা, তা'হলে ভুল বুঝেছেন।

মহেশ্বর। আজ্ঞে ভুলের ওপরই তো আমরা চল্‌ছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি কিছু বলিনি।

রতন। তবে এ অঞ্চলে আপনার শুভাগমন হয়েছে কেন?

মহেশ্বর। আপনাদেরই সাহায্য করতে। কলকাতা থেকে একজন প্রচণ্ড দানবীর এসেছেন কিনা, প্রচুর অর্থ দিচ্ছেন এ অঞ্চলের ঘরে ঘরে, তাই আমি—তাঁরই হয়ে····· বলিনি কিছুই, শুধু টাকাই দিয়েছি।

বিমলের প্রবেশ।

বিমল। দাদা আসেননি এখনো? আমি বলিনি নরেন, ওরা বাঁচবেনা, বাঁচতে চায়না, বাঁচায় তাদের প্রয়োজনও নেই। ওরা সর্বস্ব হারিয়ে বসে আছে, অর্থে তারা আত্মবিক্রয় করে। এইতো! ইনি কে?

মহেশ্বর। আজ্ঞে, আমি আপনাদের সবারই দাস।

বিমল। আপনিই এই হতভাগ্য লোকগুলির মধ্যে অর্থ বিতরণ করেছেন—আর—

রতন। বলেছেন, সুজিৎ রায় ব্যভিচারী—চরিত্রহীন, জনসেবা আমাদের বিলাস। আর অর্থ পেয়ে তারা তাই বিশ্বাস করেছে।

মহেশ্বর। আমি? না, না, না। আমি কিছুই বলিনি তো, সে-স্বভাবই আমার নয়। তবে জানি অনেক—

বিমল। কি জানের আপনি? কি জানেন?

মহেশ্বর। আজ্ঞে, জানিনা কিছুই।

বিমল। জানেননা?

মহেশ্বর। বলিওনি কিছুই।

বিমল। তবে এ অঞ্চলময় এ মিথ্যা কুৎসা প্রচার করলে কে—কার স্বার্থে?

মহেশ্বর। তা'ও—বলিনা আমি কিছুই।

বিমল। থামুন।

রতন। আপনি এ অঞ্চল থেকে এখনি প্রস্থান করুন।

মহেশ্বর। আজ্ঞে, আপনারা যা' ইচ্ছে আদেশ করতে পারেন।

নরেন। আর সে-আদেশ যা'তে প্রতিপালিত হয়, তা'ও আমরাই দেখ্‌তে পারি।

সুজিতের প্রবেশ।

নরেন। সুজিৎদা!

বিমল। দাদা!

সুজিৎ। শুনেছি আমি সব। তোমরা উতলা হয়োনা। এই ঘটে থাকে, ঘটবে—তা' বলে—

বিমল। আমরা চুপ্‌ করে সয়ে থাকব? চিরকাল অর্থ আর স্বার্থ তার জঘন্য খেলা খেলবে—আর আমরা সেবার নামে দেহ ক্ষয় করে যাব? এ সেবা নয় দাদা!

সুজিৎ। সেবা নয় বিমল! সুপ্ত নির্জীব মনুষ্যত্বের দ্বারে আমাদের আর্তনাদ।

বিমল। না দাদা, না। ওদের বেঁচে থাকার কোন সার্থকতাই নেই। ওরা সমাজের আবর্জনা।

সুজিৎ। আবর্জনা অবহেলায় পড়ে থেকে যা'তে পচে দুর্গন্ধ হয়ে সমাজকে বিষাক্ত করে না তুলে তা'ও আমাদের দেখতে হবে রে? আর এ আমাদের প্রায়শ্চিত্ত। আমাদেরই স্বার্থ যা'দেরে অমানুষ করে তুলেছি, তাদের বোঝা আজ আমাদেরই বহন করতে হবে বৈকি?

মহেশ্বর। আমি এখন আস্‌তে পারি?

সুজিৎ। কে, খাসকিল?

মহেশ্বর। আপনারই দাস স্যার।

বাহিরে একটা কোলাহল, হাস্যধ্বনি উঠিল।

সুজিৎ। কিসের এ কোলাহল?

নরেন ও রতন প্রস্থান করিল।

মহেশ্বর। গাঁয়ের লোকগুলি বোধহয় স্যার, আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে আর কি?

সুজিৎ। গাঁয়ের লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে?

বাহিরে পরাণের উত্তেজিত স্বর শুনা গেল—'ঈস্। যেতে দেবেননা। ধর্মপুত্তুররা এসেছেন।' সম্মিলিত কণ্ঠের হাস্যধ্বনি উঠিল। উদ্‌ভ্রান্ত পরাণ আসিয়া প্রবেশ করিল।

পরাণ। ধর্মপুত্তুর! আমার স্ত্রীকে দাও। কেন সে জাত দিলে? তোমাদেরই জন্যে। তুমি ডাক্তার, তুমি পরের স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পার, তার ছেলে জন্মায়—তোমার বাতাসেই তো—

বিমল। সাবধান পরাণ!

পরাণ। কেন, এতো চোখ রাঙানি কেন? গাঁয়ের লোকে কি বলছে জান? বল্‌ছে সে জাত দিয়ে পরের ঘরে যাবে না? বাবুরাই কতো-কিছু করছে আর আমরা তো পাড়া-গেঁয়ে—ছোটো

জাত ? তাই তারা তোমাকে দেখতে এসেছে ডাক্তার।

সুজিৎ। আমাকে দেখবে তারা ?

বিমল। দাদা!

সুজিৎ। থাম বিমল।

পরাণ। দেখবেনা? এমন ধর্মিষ্ঠি লোক! কিন্তু আমার স্ত্রীকে এনে দাও, এনে দাও তোমরা! অনেক কিছু করেছে—সে পেটের দায়ে, তাই আমি সয়েছি, কিন্তু জাত দিলে শেষে ? আমাকে ছেড়ে গেল ? আমি সইবনা!

হাউমাউ করিয়া পরাণ কাঁদিয়া উঠিল। বাহিরে উঠিল কোলাহল ও অট্টহাসি। সুজিৎ পরাণকে পাশে টানিয়া আনিল।

সুজিৎ। পরাণ! তুমি স্থির হও।

বিমল। খাস্‌কিল! কার অর্থ বিতরণ করেছ এগাঁয়ে, কার স্বার্থে করেছ এ-সব প্রচার ?

মহেশ্বর। আমি কিছুই—

বিমল। তুমি সব-ই জান।

মহেশ্বর। আমি কিছুই বলিনা স্যার।

বিমল। বল্‌তে হবে তোমাকে।

সুজিৎ। বিমল!

বিমল। আমাকে বাধা দিয়োনা দাদা। খাস্‌কিল!

মহেশ্বর। আপনি তো জানেনই স্যার, সেদিন আপনাকে আর অচলা দেবীকে তো দেখেছি—সেই অতিথি শালায় ?

বিমল। কি দেখেছ ?

মহেশ্বর। সেই যে কলকাতা থেকে বাবুটী এসেছেন, কিশোরীপতি না কি ?

সুজিৎ। কিশোরীপতি ? রতনপুরের অতিথিশালায় ? আর অচলাও সেখানে—

মহেশ্বর। হাঁ স্যার। তিনিই তো মাতৃ-মন্দিরে দিয়েছেন দশহাজার আর মধুখালির জন্যে—বললেন, খাস্‌কিল যত চাও দেব, ওদের দুঃখ আর দেখতে পারিনা।

বিমল। আর সেই কিশোরীপতিই প্রচার করতে বলেছে এ কুৎসা ?

মহেশ্বর। আমি বলিনা স্যার! আপনারা বলতে পারেন, না'ও বলতে পারেন।

সুজিৎ। (আপন মনে) কিশোরীপতি! অচলা!

বাহিরে আবার কোলাহল, হাস্তরব।

বিমল। আমি দেখব সেই কিশোরীপতিকে। অচলাদির কথায় চুপ্ করে ছিলাম, একবার তাকে ক্ষমা করেছি, তখনই আমার বুঝা উচিত ছিল। আমি এখনই রতনপুরে যাচ্ছি দাদা।

সুজিৎ। বিমল, শোন।

বিমল। ক্ষমা কর দাদা, আজ আমি তোমারও বাধা মানবনা।

দ্রুতবেগে বিমলের প্রস্থান।

সুজিৎ। বিমল, বিমল! আমার বাধাও মান্‌বেনা ?

মহেশ্বর। আপনিও যান স্যার, নইলে কি জানি কি কাণ্ড করে বসেন।

সুজিৎ। সত্য বলেছ খাস্‌কিল! আমিও যাব।

সুজিতের প্রস্থান।

মহেশ্বর। আরে পরাণ। আমি বলিনা কিছুই।

বলিয়া মহেশ্বর হাসিয়া উঠিল। বাহিরেও প্রচণ্ড হাস্যধ্বনি টিট্‌কারী উঠিল।

চতুর্থ দৃশ্য :— মহামায়াদের বাড়ীর কক্ষ। মহামায়া ও গলায় মাল্য বিভূষিত কিশোরীপতি।

মহামায়া। আপনি হাস্‌ছেন ?

কিশোরী। ক্ষমা করবেন। হাস্‌ছি আপনার মাঝেও নারী-সুলভ দুর্বলতা দেখে।

মহামায়া। আমি আজ বড় বিপর্যস্ত। ওঁর এতো সাধের রতনপুর, তা'তেও অশান্তি জেগে উঠল? যাঁরা তাঁকে দেবতা বলে জ্ঞান করেছে, তারাও হঠাৎ একদিনে তাঁকেই অবিশ্বাস করতে চায়, আমাদের উদ্দেশ্যে সন্দেহ পোষণ করে? কেন এমন হল? যতো ভাবি ততোই আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। সত্যিই মনে হয়, আমি নারী—তাই—

কিশোরী। সব-কিছুতেই বিপর্যয় ঘটে, ঘটতে পারে, এ স্বাভাবিক। নিরবচ্ছিন্ন নির্বিবাদ কোন কিছুই থাকেনা। তা'তে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন? দেবব্রত বাবুর সাধনার সিদ্ধি আপনাকে আনতে হবে। আমিও তাঁরই কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মহামায়া। আপনি আমাকে সাহস দিন, উপদেশ দিন। উনি আজ এখানে নেই, কবে ফিরে আসবেন জানিনা। কিন্তু আমাকে তাঁর সাধনা-পীঠকে জাগ্রত রাখতেই হবে।

কিশোরী। আমার যথাসাধ্য করব মহামায়া দেবী। বললামনা একদিন তাঁর কাছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার সবস্ব দিয়ে তাঁর সাধনাকে বাঁচিয়ে রাখব। আমরা ভীরু অক্ষম, দেশের জন্যে আত্মবলি দিতে এগিয়ে যেতে পারিনে, কিন্তু অর্থ আমাদের আছে, অভিজ্ঞতা আছে। আর সাধ্যমতো ত্যাগ স্বীকারেও একেবারে অপারগ নই।

মহামায়া। আপনার কথায় আমি ভরসা পাচ্ছি।

কিশোরী। রতনপুরে এই যে অবিশ্বাস, সন্দেহ, তা' হয়তো অকারণ কিম্বা সত্যিই তার কারণ আছে। হয়তো বা এখানকার লোক এমন কিছু দেখেছে, জেনেছে, যা'তে বিচলিত হয়ে পড়েছে। আপনাকে সচেতন, সতর্ক হতে হবে—কঠোর হতে হবে। আজকার জগতে কা'কে বিশ্বাস করবেন কা'কে না—অতি সন্তর্পণে যেছে

নিতে হবে। মানুষ চেনা বড়ো কঠিন। বাইরে দেখে ভেতরের মানুষটাকে সব-সময় চেনা যায়না—এ অতি সত্যি কথা।

মহামায়া। কিন্তু সুজিৎ—যা'কে আমি এতো বিশ্বাস করি, যার ওপর আমার ওঁর এতো ভরসা? আর অচলা—না, না, সে কি করে হয়?

কিশোরী। ওদের কথা কি হতে পারেবা না হতে পারে, আমি জানিনা। মানুষ চেনে নেবেন আপনি নিজে। তবে সংসারে অনেক অপ্রত্যাশিতও সত্যি হয়।

অনীতা ও রমলার প্রবেশ।

অনীতা। সত্যি মহামায়াদি, মানুষ নিজেই তুমি চেনে নেবে। এও সত্যি, সংসারে অনেক অপ্রত্যাশিতই সত্যি হয়।

রমলা। এও সত্যি মহামায়াদি মানুষ চিন্‌তে পারেননি—এখনোনা।

মহামায়া। অনীতা, রমলা, ইনি যখন মাতৃ-মন্দিরে গেলেন, তখন তোমরা ছিলেনা। ইনিও অনাড়ম্বর পরিদর্শনই চেয়েছিলেন।

রমলা। আমরা গেলে এঁর অভ্যর্থনা জম্‌তোনা মহামায়াদি। এঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখো, সত্যি কিনা।

মহামায়া। এঁর সঙ্গে তোমাদের পরিচয়ও হলনা। ইনিই সেই প্রসিদ্ধ দাতা—কর্ম্মবীর—

কিশোরী। এঁরা সম্ভবতঃ আমার অপরিচিত ন'ন, আর আমিও নই। কি বলেন অনীতা দেবী?

অনীতা। নিশ্চয়ই না। শুধু মহামায়াদি আপনাকে এখনো চিন্‌তে পারেননি।

মহামায়া। তুমি কি বলছ অনীতা?

কিশোরী। ইনি যা' বলছেন, হয়তো তার অর্থ অত্যন্ত গভীর। নয় কি? কিন্তু আমাকে এক্ষুণি বিদায় নিতে হবে, এক্ষুণি আমি কল্‌কাতায় ফিরব।

অচলার প্রবেশ।

অচলা। শুধু মাতৃ-মন্দিরের অভিনন্দন নিয়েই ফিরে যাবে? যাবার আগে আমার অভিনন্দনও নিয়ে যাও তুমি? হেকর্ম্মবীর, তুমি ধন্য!

কিশোরীপতিকে বিচলিত দেখা গেল।

মহামায়া। অচলা! তুমি অসুস্থ!

অচলা। এবং এঁর কথায় আমি পতিতা। একথাই এঁর সম্মুখে আমি জানাতে এসেছি মহামায়াদি! সত্যিই আমি পতিতা। কিন্তু কেন আমি পতিতা জান? আমি পতিতা—ইনি আমার স্বামী বলে, আমি এঁরই সন্তানের জননী বলে।

মহামায়া। ইনি তোমার স্বামী? কি বল্‌ছিস অচলা?

রমলা। ইনি অচলাদির স্বামী?

অনীতা। স্বামী?

কিশোরী। আমি—আমি যাচ্ছি। অচলা দেবী! আপনার অভিনয়ে আমি চমৎকৃত। অনীতাদেবীও যোগ দিলে অভিনয় আরো জম্‌বে।

কিশোরীপতি চলিয়া যাইতেছিল—অচলা গিয়া পথ আগলিয়া দাঁড়াইল।

অচলা। তুমিও চমৎকার অভিনয় জান। কিন্তু যাবার আগে আরো অভিনয় দেখে যাও। তুমি ভেবেছিলে তোমার অর্থে আর আভিজাত্যের মুখোসে রতনপুরে আগুন জ্বালাবার তোমার কুটিল চক্রান্ত গোপন হয়ে থাক্‌বে—আমি তা' হতে দেব না, কখনো না। আমি আর অসুস্থ নই, আমার কর্ত্তব্য আমাকে সুস্থ করেছে, দৃঢ় করেছে। আমি আর ভয় করিনা, তোমার চাবুককে না, ঘৃণাকে না, ভ্রুকুটীকে না, অত্যাচার অবমাননাকে না।

মহামায়া ছুটিয়া দেবব্রতের প্রতিকৃতির কাছে গেলেন। উত্তেজনায় তিনি কাঁপিতেছিলেন।

মহামায়া। ওগো! এ-সব কি শুন্‌ছি? তোমার রতনপুরে এ কি ঘটল? বলে দাও, বলে দাও, আমি কি করব?

অচলা। মহামায়াদি! ওই ছবি কথা বল্‌বে না। জীবন্ত মানুষ, তোমাদের সভ্য সংস্কৃত মানুষও এ সব ক্ষেত্রে কথা বলেনা। তারা মুখ বুজে থাকে, সমাজের কল্যাণের দোহাই দিয়ে চাপা দেয়—শাসন করেনা। দেশপ্রেমিক সুজিৎদা পর্যন্তনা। তোমরা এদেরই ফুলের মালা পরাও, অভ্যর্থনা কর,—কারণ এদের অর্থ আছে, আভিজাত্য আছে, কপট চাতুরী আছে। তোমাদের এ রতনপুর মিথ্যা, এ মাতৃমন্দির মিথ্যা। এ মিথ্যার বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করব অনীতাদি—আমার মাণিককে সে বিদ্রোহের মন্ত্র দেব,—

কিশোরী। মহামায়াদেবী, জান্‌তামনা যে মাতৃমন্দিরকে রঙ্গমঞ্চ করে তুলেছেন। এ অভিনয় আপনিই উপভোগ করুন—আমার আর সময় নেই।

অচলার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিল।

অচলা। ওগো, যেয়োনা। যে চক্রান্ত আর সর্বনাশের নেশায় তুমি এখানে অশান্তির সৃষ্টি করেছ, সন্দেহ অবিশ্বাস জাগিয়েছ, নিজের হাতে নিজের মুখে তা' নিঃশেষ করে দিয়ে যাও—দোহাই তোমার। একটী বারের জন্তে মানুষ হও, মানুষ হও।

কিশোরীপতি কুটীল হাস্য হাসিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু কোথায় যাবে তুমি? আমি আর সে অচলা নই—সেই ভীরু, সহায়হীনা। আমি আর একক নই—আমার শিশু মাণিক আছে।

অচলাও চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত ভাবে বিমলের প্রবেশ।

বিমল। কিশোরীপতি কোথায়—কিশোরীপতি?

রমলা। রঙ্গমঞ্চ থেকে বিপর্যস্ত অভিনেতা কিশোরীপতি প্রস্থান করেছেন।

বিমল। তাকে প্রস্থান করতে দেবনা। তাকে চাই, তাকে শাস্তি দিতে চাই। তাকে শাস্তি দেব আমি, সমস্ত সেবাদল—রতনপুরের কর্মীরা আজ কিশোরীপতিকে শাস্তি দেবে। শয়তান কিশোরী-পতি!

রমলা। তাহলে চলুন, আমি দেখিয়ে দেব—কোন দিকে আঁধারে মুখ ঢেকে ছুটেছে কিশোরীপতি। আমিও আপনাদের দলে যোগ দেব। এই একটি কাজে আজ আপনি আমি নির্বিরোধ।

বিমল। তাই চলুন।

রমলা ও বিমলের প্রস্থান। বাহিরে শোনা গেল অচলার কণ্ঠস্বর, ওগো, না' না, না। তারপর কি যেন শব্দ, কার চাপা গর্জন।

মহামায়া। অচলা? আমি যাই অনীতা। অচলা—

সুজিতের প্রবেশ।

সুজিৎ। মহামায়াদি, কিশোরীপতি কোথায়? তাকে খুঁজে এলাম, সে অতিথিশালায় নয়।

মহামায়া। এখানে ছিলেন, এইমাত্র চলে গেলেন, কিন্তু বিমল তাকে—

সুজিৎ। সবাইকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে শাস্তি দিতে, তাই আমি ছুটে এসেছি। আমি যাই।

অনীতা এইবার আগাইয়া আসিল।

অনীতা। কেন যাবে, তাকে শাস্তি দিতে?

সুজিৎ। না, আপাততঃ কিশোরীপতিকে রক্ষা করতে।

অনীতা। রক্ষা করতে, কেন, কিশোরীপতি বড়লোক বলে?

সুজিৎ। শুনে হয়তো তুমি ভুল বুঝবে, সে অচলার স্বামী বলে, মাণিকের জন্মদাতা পিতা বলে।

বাহিরে শোনা গেল অচলার উত্তেজিত কণ্ঠ, 'বিমল, বিমল না, ওরে না।'—উঠিল একটা কোলাহল—তারপর একটা গুলির আওয়াজ, আর্তনাদ।

সুজিৎ। বিমল! বিমল!!

বেগে প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া ও অনীতা।

দৃশ্যান্তর :— মাতৃমন্দিরের একটু দূরে রাস্তার উপর। পাশেই জায়গাটা গাছপালার অন্ধকার। রাস্তার উপর আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে অচলা। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া বিমল। অচলার ক্ষত স্থানে হাত চাপিয়া বসিয়া আছে রমলা।

অচলা। বিমল—বিমল! তুমি সেদিন আমার আদেশে চুপ করেছিলে, তাঁকে ক্ষমা করেছিলে—আজো করো ভাই।

বিমল। হত্যাকারীকে ক্ষমা, এ অন্যায় অচলাদি।

অচলা। জানি। কিন্তু আমি আবার দুর্বল—আমি—আমি—কথা দাও বিমল—

বিমল। তুমি আমি করলেও আইন কি তাকে ক্ষমা করবে?

সুজিৎ, মহামায়া ও অনীতার প্রবেশ।

অচলা। না, না কেউ করবেনা—করতে পারেনা। আমিও—আমিও ক্ষমা করবনা বিমল।

সুজিৎ। এ-কি, এ-কি অচলা?

মহামায়া। (আর্তকণ্ঠে) অচলা!

অচলাকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অচলা। সুজিৎদা! সবার কাছে আমি জীবন চেয়েছিলাম—কিন্তু—কে—উ, দিতে পারলে—না: যেমন আমাকে মৃত্যু দিলে—তা-ই আমার জীবন, নয় সুজিৎদা?

সুজিৎ। একে হাসপাতালে নিয়ে চল বিমল।

অচলা। তুমি ডাক্তার সুজিৎদা। কিন্তু জান—না, মৃত্যু—আমি পেয়েছি? আর—আর দোহাই, এখানেই মরতে দাও। শুধু—উঃ—শুধু মাণিক—ওরে মাণিক।

দুই হাতে নিজের বুক চাপিয়া ধরিল।

মাণিক—মাণিক, তাকে আমি এ রক্তের—টীকা পরিয়ে দি—য়ে যাব, বিদ্রোহীর র-ক্ত তিলক। মাণিক—পারবে না তুই মায়ের দুঃখ ঘুচাতে ?

মাণিককে লইয়া একটী মেয়ে ছুটিয়া আসিতেছিল—দূরে মাণিকের শিশুকণ্ঠ মা, মা, মা।

অচলা। মাণিক—মাণিক। আর সুজিৎদা! আজ মৃত্যুকালেও অচলা বলে নয়, বিমলের দিদি বলে আমাকে স্পর্শ করে একবার আশীর্ব্বাদ করবেনা ?

সুজিৎ গিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, অচলা—'মাণিক' বলিয়া হাত বাড়াইল। কাঁপিতে কাঁপিতে হাত এলাইয়া পড়িল। তাহার মুখদিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল। তারপর সে নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

মহামায়া। অচলা! অচলা !!

মেয়েটী আসিয়া মাণিককে কোল হইতে নামাইয়া দিলে আড়াই বছরের শিশু মাণিক প্রথম স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইল। তারপর 'মা—মা' বলিয়া মায়ের বুকের উপর ঝাপাইয়া পড়িল।

সুজিৎ। অচলা সাড়া দেবেনা মহামায়াদি! অনেক কথা ছিল তার বলবার, বলা হ'ল না—কিন্তু আমার বুকে আছে তা' জমা হয়ে, আর লিখা হয়ে আছে এই মাটীর বুকে রক্তের অক্ষরে। সে ভাষা যারা পড়তে পারবে, তারাই জানবে অচলা কি ছিল। আমার সর্ব্বহারা অচলা !

মাণিক। মা, মা, মা।

মহামায়ার চোখের জল অচলার উপর ঝরিয়া পড়িল, অনীতার দুই চোখে জল ঝরিতেছিল। সে আগাইয়া গিয়া মাণিককে জড়াইয়া ধরিল।

অনীতা। মা ? মা ? মাণিক আয়, আয়। মা তোর বেঁচে থাকবে, তুই বেঁচে থাকবে মায়ের ছেলে হয়ে, আমার হয়ে।

মাণিক। মা, মা, মা।

অনীতা। হ্যাঁ মা, মা। আমিও মা।

মাণিককে লইয়া সুজিতের নিকটবর্তী হইল।

সুজিৎ। অনীতা!

অনীতা মাণিকের হাত ধরিয়া গিয়া মাথা নত করিল।

অনীতা। আমাকে……

অনীতা প্রণাম করিতে গেলে হাত ধরিয়া সুজিৎ তাহাকে উঠাইল।

সুজিৎ। দুর্বলতা তুমি দেখিওনা অনীতা, আমি তাই চাই, আর সে অনীতাকে শুধু আমি ভালই বাসিনা, শ্রদ্ধাও করব।

রমলা। এ মৃত্যুর দিনে দুঃখের দিনেও এটুকুই আমাদের পরম লাভ। আমিও একটা প্রণাম করি আপনাদেরে।

বিমল। বৌদি, আমিও—দাঁড়াও।

রমলা ও বিমল সুজিৎকে প্রণাম করিয়া অনীতাকে প্রণাম করিল। দু'জনে মাথা তুলিতেই দুইটী মাথায় একটুখানি ঠুকাঠুকি হইয়া গেল। দু'জনই একে অন্যের দিকে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে চাহিল, যেন দুর্ঘটনাটা অন্যেরই ইচ্ছাকৃত।

যবনিকা পড়িতে লাগিল

যবনিকা পড়িতে আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন হইতে কে-একজন যেন আসিয়া গোলযোগ বাধাইয়া দিল—তারপর আবার বাধ্য হইয়া যবনিকা উঠিল।

পশ্চাদপট গাঢ় আঁধারে আচ্ছন্ন। সেই আঁধারের মাঝেই ভাসিয়া উঠিল একটী মূর্তি—সজীব স্পষ্ট। সে কিশোরীপতি। সে বলিতে আরম্ভ করিল দর্শকদের লক্ষ্য করিয়া—

কিশোরী। নমস্কার! চলে যাবেননা আপনারা, আমার ভূমিকা আমার বলা এখনো শেষ হয়নি। আঃ, নাট্যকার! বাধা দিয়োনা। মনে রেখো এখনো তুমি স্বাধীন নও। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করো দেখি

এ দেরে ! কি বলেন আপনারা, নাট্যকার ইচ্ছে করলেই কি আমাকে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদেয় করে দিতে পারেন ? আপনারা শুনতে চামনা আমার কথা ? নিশ্চয়ই চান। নাট্যকার নাটক লিখতে পার, বাহবা কুড়োবার সৌভাগ্যও তোমায় হতে পারে, কিন্তু তোমার বিচারই আজো শেষ বিচার নয়। তোমার সত্যও আমি, আমরা মিথ্যা করে দিতে পারি। কে বাধা দেবে ? আপনারা ?

অন্তরালে একটা কোলাহল।

থামুন ! আমি হত্যাকারী ? হাসালেন আপনারা ! আপনাদের মাঝেই যে অনেকে বসে আছেন, যাঁরা আমার অপরাধ ঢাকবার জন্যে উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠবেন ! আপনারাই আইনের কূটতর্কে আদালত গৃহ মুখর করে আমার পক্ষ সমর্থন করবেন, আপনারাই বিচারক সেজে বিবেক-দংশিত গম্ভীরমুখে বলবেন, অন্ততঃ সন্দেহের অবকাশ আছে। অতীতে এমনি করেছেন, আজও করবেন আর ভবিষ্যতেও—

একটা সমবেত প্রতিবাদধ্বনি উঠিল।

কি বলছেন, আপনাদের সমাজ-সচেতনতা ? আরে, আমি যে অতি-চেতনতার অধিকারী ? আমি যে কিশোরীপতি, শিল্পপতি আর সমাজপতিও, চাই কি একদিন—একটা ছোটখাটো রাষ্ট্রপতিও হয়ে উঠব। বহুকাল, চিরকাল এ হয়ে এসেছে, আজো হবে। বাধা দেবেন ?

আবার কোলাহল।

মনে রাখবেন এখনো কিশোরীপতিদের পৃথিবীই চলছে। কিশোরীপতি বেঁচে থাকতে চায়, থাকবেই। তার অর্থ আছে, সম্পদের তার প্রাচুর্য্য, বুদ্ধিবিচক্ষণতার তার অভাব নেই— সে জীবনও দিতে পারে, মৃত্যুও। সে অন্নও দেয়, দুর্ভিক্ষও

ডেকে আনে। এখনো এদেশে, বহুদেশে কিশোরীপতিরাই দেশ-শাসন করছে, সমাজ-শাসন করছে, ভবিষ্যতেও—

সহসা একটা ক্রুদ্ধ ঝড়ো হাওয়া প্রচণ্ডবেগে বহিয়া গেল, সশব্দে বিরাট কোলাহল জাগিল। কিশোরীপতিকে গাঢ় আঁধার যেন চাপিয়া ধরিল—সে আঁধারে ডুবিয়া গেল। জাগিয়া উঠিল একটা মর্মন্তুদ আর্তনাদ, কিশোরীপতিরই কণ্ঠে যেন ভয়ার্ত চিৎকার।

— যবনিকা —